চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 83 Thursday, 22 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৮৩ সংখ্যা ❋ ৯ ফাল্গুন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সন্দেশখালিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্তরা বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে তা জানতে চেয়ে জাতীয় আদিবাসী কমিশন রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মঙ্গলবার মধ্যরাতে বিহারী দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব চলল মালদায়। লোহার গ্রিল ভাঙার পাশাপাশি পুড়িয়ে দেওয়া হল কালী মন্দিরের একাংশ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ডন-৩ নিয়ে বিটাউনের অন্দরে কানাঘুয়ো অনেকদিনের। ফারহান আখতারের নির্দেশনায় ডন-৩ তৈরি হবে তা আগেই জানিয়েছেন পরিচালক। ...বিস্তারিত পাতা ৬

গত দুই টেস্টে যশস্বী ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, দলও জিতেছে। এ বার আইসিসি ক্রমতালিকাতেও বিশাল পুরস্কার পেলেন যশস্বী জয়সওয়াল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আমরা আধারে বিশ্বাস করি না মমতা

'মুসলিম অফিসারকে পাকিস্তানি বলবে?' খলিস্তানি মন্তব্য বড় 'কলঙ্ক', দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ পাঞ্জাবি অফিসারকে খলিস্তানি বলার ঘটনায় ফের প্রতিবাদ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১ জুলাই ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা মমতার। পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, ''এটা সবচেয়ে বড় কলঙ্ক।'' যাঁরা এমন বলেছেন, তাঁদের নাম না বলে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ''যাঁরা বাংলাকে কলঙ্কিত করছে, পর্যদুস্ত করছেন, তাঁদের বলি যাঁরা এরকম করছেন, তাঁদের বলবো আগামী দিন ভালো থাকবেন, আপনারা খারাপ চাইলেও আমরা খারাপ চাই না।'' গতকালের এই ঘটনার পরেই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন বলেন, ''পাঞ্জাবি অফিসার কী অপরাধ ছিল? সে ডিউটি করছে। ফোর্স পাঞ্জাবি রেজিমেন্ট নেই, গোর্খা রেজিমেন্ট নেই। বাংলা রেজিমেন্ট নেই। তবে সবথেকে বেশি আন্দোলন বাংলা থেকে হয়েছিল।'' কর্তব্যরত অফিসারকে এভাবে বিতর্কিত মন্তব্য করার তীব্র সমালোচনা করেন মমতা। বিতর্কিত শব্দ ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে এরপর মমতা বলেন, ''পাগড়ি দেখে খালিস্তানি বলে দেবে, অনেক মুসলিম আইএএস, আইপিএস অফিসার আছে। তাঁদের পাকিস্তানি বলে দেবে।'' এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, তাঁকেও এরকম ধরনের অনেক মন্তব্য শুনতে হয়। তিনি বলেন, ''আমাকেও তো অনেকে বলেছে, অনেককিছু বলেছে। আমি সেগুলো গায়ে মাখি না।'' তবে কর্তব্যরত অফিসার, আমলাদের উদ্দেশে এরকম মন্তব্য কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলেই দাবি করেন তিনি। প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিংকে খলিস্তানি বলে মন্তব্য করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির প্রতিবাদ এবং পুলিশের সঙ্গে বচসা চলাকালীন তাঁদের তরফে কেউ এরকম মন্তব্য করেছে বলে প্রতিবাদ করেন সেই অফিসার নিজেই। তিনি নিজেই জানান, কেন তাঁকে এরকম বলা হচ্ছে? তিনি পাগড়ি পড়ে আছেন বলে কেন এরকম বলা হল? এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই জোরালো প্রতিবাদ শুরু করেন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। মঙ্গলবার বিকেল থেকেই রাজ্য বিজেপি দফতরের সামনে ক্যাম্প করে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা। এই

ঘটনায় যিনি বা যাঁরা একজন বলেছেন তাঁদের অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এদিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেও সাম্প্রতিক আধার-ইস্যুতে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''আমরা আধারে বিশ্বাস করি না। আধার কার্ড নিয়ে যে জঘন্য চক্রান্ত হল, সে চক্রান্তটা আমরা রুখে দিলাম।'' ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় বাংলার ভাবাবেগে শান দেওয়ার চেষ্টা দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। 'চক্রান্ত' রুখে দেওয়ার কথা বলে মমতা স্মরণ করিয়ে দিলেন, ''এটা বাংলা। এটা অন্য জায়গা নয়, এটা মাথায় রাখবেন।'' মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''সূর্য যখন উদিত হয়, আমাদের বিবেক তখন জাগ্রত হয়। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেন্ড লাগে।'' গত কয়েকদিন ধরেই আধার কার্ড ঘিরে এই রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে বাংলায়। একাধিক জেলায় আধার 'ডিঅ্যাক্টিভেট'-এর অভিযোগ ঘিরে বিভ্রান্ত ছড়িয়েছিল আমজনতার মনে। রাজ্যবাসীর উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা দূর করতে আশ্বস্তও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, প্রয়োজনে বিকল্প কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে। মমতা আশ্বাস দিয়েছিলেন, ''যাঁদের কার্ড নিয়ে এই সমস্যা হচ্ছে, তাঁদের আমরা আলাদা কার্ড দেব। অলটারনেটিভ কার্ড দেব, বিকল্প কার্ড।'' বিশেষ করে আধার ঘিরে এই বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকে আমজনতার মধ্যে সংশয় জেগেছিল বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাওয়া নিয়ে। সেই নিয়েও আশ্বস্ত করে মমতা বলেছিলেন, ওই বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে সব সরকারি সুবিধা পাওয়া যাবে। এদিকে মমতার সেই ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর অভিযোগ ছিল, মমতা যে বিকল্প কার্ডের কথা বলছেন তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রসঙ্গত, মতুয়া অধ্যুষিত বাগদায় হেলেঞ্চা এলাকাতেও বেশ কয়েকজন এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠে আসছে। আজ ভাষা দিবসের মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ''সমস্ত মতুয়াদের থেকে আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেটেড করে দেওয়া হয়েছে। কোন অধিকারে? একটা লোক জানতে পারল না তাঁর কী অপরাধ!'' যদিও ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির সদস্য তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর আগেই আশ্বস্ত করেছেন, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এই সমস্যা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। আজ ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, ''বাংলার রাজনীতির খেলা, ভোটের খেলা। আমি ভোটের অঙ্কে বিশ্বাস করি না। আমি মানবিকতার অঙ্কে বিশ্বাস করি। অধিকারের অঙ্কে বিশ্বাস করি।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''বাংলার অধিকার, মর্যাদা কীভাবে রক্ষা করতে হয়, তা আমরা জানি। আমরা মাথা নত করতে জানি না। আমরা মাথা উঁচু করে চলি। এটা বাংলা বার বার প্রমাণ করেছে।''

পার্থর জামিন মামলায় হাইকোর্টের বড় নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলায় ইডি- র বিশেষ অধিকর্তার রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে। তাতে বিচারপতি জানতে চান, কবে থেকে নিম্ন আদালতে বিচারপর্ব শুরু করা সম্ভব? সেই বিষয়টি রিপোর্ট দিয়ে জানানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি। এই মামলায় বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউকে হেফাজতে রাখা যায় না। ১ বছর ৭ মাস জেলে রয়েছেন পার্থ

চট্টোপাধ্যায়। বিচারপতি ইডি-কে প্রশ্ন করেন, গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু কতদিন? আগামী ২৭ শে ফেবব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানি। গত ৩ ফেব্রুয়ারি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার শুনানি ছিল। তাঁর আইনজীবী জামিনের জন্য জোর সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু সে আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এদিন বিচারপতি নিজেই তদন্তকারী সংস্থাকে স্পষ্ট করে বললেন, ''অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউকে হেফাজতে রাখা যায় না।'' নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলার বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। অর্থ তছরূপের অভিযোগে গত জুলাই মাসে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী পার্থকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ইডি। পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে পাওয়া যায় প্রায় ৪৯ কোটি টাকা।

সন্দেশখালি নিয়ে সরব প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। এই ঘটনার জল গড়িয়েছে দিল্লিতেও। সন্দেশখালির ঘটনা ও সেখানকার বাসিন্দাদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। সন্দেশাখালিতে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিক গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে সন্দেশখালি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেন, ''সন্দেশখালির ঘটনাটি খুব গুরুতর। শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি করতে ইডি সন্দেশখালিতে যাওয়া থেকেই গন্ডগোলের সূত্রপাত।'' শাহজাহান শেখ গ্রেফতার না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কলকাতা হাইকোর্টও। শাহজাহানকে কেউ নিরাপত্তা দিচ্ছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে হাইকোর্ট। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বলেন, ''শাহজাহান শেখ এখনও গ্রেফতার হয়নি। কীভাবে একটা লোক পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কলকাতা হাইকোর্টও টিপ্পনি করেছে।'' সন্দেশখালির মানুষদের যে অবস্থার কথা প্রকাশ্যে আসছে, তা 'লজ্জাজনক' বলেও মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''ইডি তল্লাশি করতে গিয়েছিল, তখন থেকে সমস্যার শুরু। তারপর যা-যা সামনে আসছে, সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা, মহিলাদের যৌন হেনস্থা করা- এগুলি সভ্য সমাজের কাছে কেবল লজ্জাজনক নয়, নিকৃষ্টতম।'' সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, ''কী লুকোতে চাইছেন মমতাজি?''

'এসএসসি-পর্ষদের অফিসে তালা মেরে দিন', বলে দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে তালা মেরে দিন। এরাই তথ্য প্রমাণ নষ্ট করছে। গোথা হাইস্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনাতিতে মন্তব্য করলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এদিনের মামলার শুনানিতে সিআইডি আদালতে জানায়, গোথা হাইস্কুল সংক্রান্ত মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়টি জানার পরই বিচারপতি ক্ষুব্ধ হন। এই মন্তব্য করেন। এরপর বিচারপতি বলেন, ''সিআইডি-র ওপর আমার আস্থা আছে। কিন্তু যদি এফআইআর-এ নাম থাকা অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা না হয় তাহলে কি তদন্ত হচ্ছে?'' সিআইডি-কে বিচারপতি পরামর্শ দেন, ''যদি কোন কর্মীর নথি কমিশন বা পর্ষদের কাছ থেকে না পাওয়া যায়, তাহলে সরাসরি স্কুলে যান। সেখান থেকে নথি সংগ্রহ করুন। এটা কি বিরাট কোন কাজ?'' বিচারপতির প্রশ্ন, ''আমি কি এখানে বসব, নাকি আপনাদের সিটে যোগদান করব?'' সিআইডি বিচারপতির কাছে আরও ১৫ দিন সময় চেয়ে নেয়। বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, ''যাঁদের নাম দুর্নীতির অভিযোগ আসছে, তাঁদের কাছ থেকে বেতন ফেরত নেওয়া

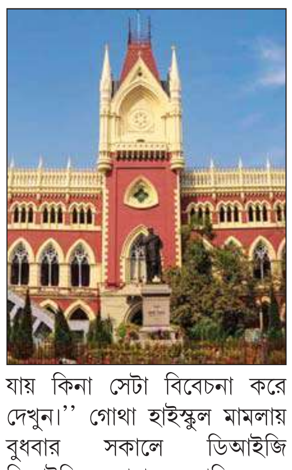

যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখুন।'' গোথা হাইস্কুল মামলায় বুধবার সকালে ডিআইজি সিআইডিকে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। গোথা হাইস্কুলের এক শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় কার্যত কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসে। তদন্তের মাঝেই সিআইডি-র হাতে জমা পড়ে এক সরকারি আধিকারিকের চিঠি। মামলার সূত্রে খামে ভরে সেই চিঠি জমা পড়েছে আদালতে। অভিযোগ, জিটিএ এলাকায় অর্থাৎ পাহাড়ে ৩২৩ জন শিক্ষকের নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে।

সন্দেশখালিতে ডিজিপি, টোটো চড়ে গেলেন থানা, সরেজমিনে দেখলেন এলাকা

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। তার ১২ দিন পর পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সেখানে গেলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার এবং বসিরহাটের পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান। সন্দেশখালি পৌঁছে প্রথমেই ডিজি থানায় চলে যান। এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। সেখানে স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা বলেন রাজীব কুমার। এছাড়া যে সব এলাকায় ১৪৪ ধারা রয়েছে সেই এলাকাগুলিও সরেজমিনে ঘুরে দেখেন তিনি। মূলত স্থানীয় মানুষদের মধ্যে আস্থা ভরসা ফেরানোর জন্যই তাঁর এই সফর বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকেরা। নবান্ন থেকে ইতিমধ্যেই পুলিশ কর্তাদের নিয়ে ১০ সদস্যের একটি টিম তৈরি করে দিয়েছে। সেই টিম এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করছে, তাঁদের অভিযোগও নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ডিজি এলাকায় যাওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন তিনি আলিপুর থেকে কনভয় নিয়ে কলকাতা বাসন্তী হাইওয়ে ধরে ধামাখালি জেটি ঘাটে আসেন। সেখান থেকে লঞ্চে চেপে ছোট কলাগাছি নদী পেরিয়ে সন্দেশখালিতে আসেন। রাজীব কুমার লঞ্চ থেকে নেমে টোটো করেই সন্দেশখালি থানায় যান। সন্দেশখালি সমস্ত এলাকায় পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে। এলাকায় নজরদারি আরও

জোরদার করতে, ৪টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানো হচ্ছে সিসি ক্যামেরা। খুলনা ঘাট, ভোলাখালি ঘাট, ত্রিমোহিনী বাজার এবং সন্দেশখালি ঘাটে বসছে সিসি ক্যামেরা। সন্দেশখালিতে ঢোকা বেরোনোর মূল পথ এইগুলি। তাই এখানেই সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই শিবু হাজরা ও উত্তম সর্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে সিপিএম এবং বিজেপির নেতাদেরও। তবে সাধারণ মানুষ চাইছেন গ্রেফতার করা হোক শেখ শাহজাহানকে। তিনি এখনও নিখোঁজ। পুলিশের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে। ডিজি অবশ্য আগে জানিয়েছেন, শাহজাহানের গ্রেফাতরি নিয়ে তাঁদের কিছু করার নেই। কারণ, বিষয়টি যেহেতু ইডি তদন্তাধীন, তাই তারাই তাঁকে ধরতে পারবে। শনিবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, সন্দেশখালির বাসিন্দাদের সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত পুলিশ। ধাপে ধাপে ১৪৪ ধারাও তুলে নেওয়া হবে। তার পর নিজেই সন্দেশখালিতে গেলেন ডিজি।

ব্যতিক্রম কি এবারও!

তৃণমূলের এক বিধায়ক ও এক মন্ত্রীকে প্রার্থী করতে পারেন মমতা-অভিষেক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত লোকসভা ভোটের সময়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করে ফেলেছিলেন কোনও বিধায়ক বা মন্ত্রীকে লোকসভার টিকিট দেওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থানে টিকে থাকা যায়নি। ভোটের বেশ কিছুদিন আগে হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল, তৎকালীন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে লোকসভায় প্রার্থী করা যেতে পারে। এবং তা বাঁকুড়া আসন থেকে। যে সময়ে দিদির মাথায় এই চিন্তা আসে, তখন সুব্রতবাবু কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি। তবে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দিদির দূত হয়ে দলের এক মুখপাত্র তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে গিয়েছিলেন। প্রস্তাব শুনেই হ্যাঁ করে দেন তৎকালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সেই খবর তখন একমাত্র দ্য ওয়ালেই প্রকাশিত হয়েছিল। সুব্রতবাবু উনিশের লোকসভা ভোটে বাঁকুড়া থেকে লড়ে অবশ্য হেরে গিয়েছিলেন। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, শেষমেশ মতের কোনও পরিবর্তন না হলে এবারও তেমনই ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। তৃণমূলের এক বিধায়ক ও মন্ত্রীকে প্রার্থী করার ব্যাপারে বিবেচনা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শাসক দলের ওই সূত্রের খবর, তাঁদের একজন হলেন জুন মালিয়া। জুন মেদিনীপুর বিধানসভার বিধায়ক। একুশের বিধানসভা ভোটের সময়ে অনেকের ধারণা ছিল মেদিনীপুর বিধানসভায় অবধারিতভাবে হারবে তৃণমূল। সেই কঠিন আসনে জুন মালিয়াকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া বিধানসভায় সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা আসানসোল বিধানসভায় সায়নী ঘোষ পরাস্ত হলেও মেদিনীপুরে জিতেছিলেন জুন। এবার তাঁকে মেদিনীপুর লোকসভায় দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে প্রার্থী করার কথা

ভাবছেন মমতা-অভিষেক। একই ভাবে বন দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে ঝাড়গ্রাম আসনে প্রার্থী করার ব্যাপারে আলোচনা চলছে শাসক দলের মধ্যে। উনিশের লোকসভা ভোটে ঝাড়গ্রাম আসনে আর এক বীরবাহাকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। তিনি হলেন, জনজাতি সংগঠনের নেতা রবিন টুডুর স্ত্রী এবং স্কুল শিক্ষিকা বীরবাহা সরেন। বীরবাহা মাত্র ১২ হাজার ভোটের ব্যবধানে হেরে গেছিলেন। ওই আসনে জিতেছিলেন বিজেপির প্রার্থী কুমার হেমব্রম। উনিশের লোকসভা ভোটের আগে আঠারো সালের পঞ্চায়েত ভোটেও ঝাড়গ্রামে ধরাশায়ী হয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু একুশ সালের বিধানসভা ভোটে সেই ঝাড়গ্রামেই তৃণমূলের কামব্যাক হয়। সেই লড়াইয়ে অন্যতম যোদ্ধা ছিলেন বীরবাহা হাঁসদা। বীরবাহা বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি মন্ত্রিসভার দায়িত্ব রদবদলের সময়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বন মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে বীরবাহা হাঁসদাকে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ বীরবাহা হাঁসদার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ওজন বেড়েছে। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রে বলা হচ্ছে, জুন ও বীরবাহা প্রার্থী হচ্ছেই এমনটা এখনই বলা হয়তো ঠিক হবে না। তবে এ নিয়ে সংশয় নেই যে তাঁদের নাম যথাক্রমে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহর মধ্যে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলবেন দলের শীর্ষ দুই নেতা-নেত্রী।

'১ টাকাও নিইনি', ইডি দফতরে হাজির দেব

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ আর্থিক তছরূপ সংক্রান্ত এক মামলায় ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেবকে তলব করেছিল ইডি। দিল্লির ইডি অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয় তাঁকে। নির্ধারিত সময় মেনেই বুধবার ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন এই তারকা সাংসদ। সকাল এগারোটার মধ্যেই ইডি অফিসে পৌঁছন দেব। মূলত, কোনও সাংসদ বা তারকাকে তলব করা হলে ভিতরে যাওয়ার জন্য তাঁদের পাস আগে থেকেই প্রস্তুত করা হয়। তবে এক্ষেত্রে দেব নিজের পাস আগে থেকে তৈরি করাননি। তিনি নিজের সেক্রেটারিকে জানান, একদম সাধারণ মানুষের মতোই তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে পাস তৈরি করবেন। তারপরই তিনি ভিতরে যাবেন। এ দিন, ইডি অফিসে প্রবেশ করার পূর্বে দেব সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, কী কারণে তাঁকে তলব করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোনও তথ্যই নোটিসে উল্লেখ ছিল না। তৃণমূল সাংসদ বলেছেন, ''দু'বছর আগেও যখন গিয়েছি তখনও আমি বলেছিলাম যতবার ডাকবে ততবার যাব। আমার দেশের তদন্তকারী সংস্থার

উপর আমার যথেষ্ঠ ভরসা আছে। তদন্তে যদি কোনও সাহায্য লাগে অবশ্যই করব। আমি নিজের শুটিং বাতিল করে এখানে এসেছি।'' এনামূল হক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দেব জানান, তিনি এনামূলকে চেনেন না। ''যে চুরি করে সে তো নিজে জানে চুরি করেছে। আমি কারোর এক টাকাও নিইনি। আমার ওই ভয় নেই। তাই যখনই ডাকবে তখনই যাব।'' উল্লেখ্য, ২০২২ সালের এই ফেব্রয়ারি মাসেই সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন দেব। সে বছর ১৫ ফেব্রুয়ারিই বেশ কয়েক ঘণ্টা দেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কারণ হিসাবে সে সময় উঠে এসেছিল দেব-এনামূল যোগের অভিযোগ। গরু পাচার মামলায় ২০২০ সালে এনামূল হককে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। সেই এনামূলের সঙ্গেই নাকি দেবের আর্থিক লেনদেন হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল। অভিযোগ, দেবকে দামি ঘড়িও নাকি উপহার দিয়েছিলেন এনামূল। যদিও সে সময় দেব স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, এনামূলকে তিনি চিনতেনই না। আর্থিক লেনদেনের কোনও প্রশ্নই নেই। আজও সাংসদ সেই একই দাবি করলেন।

সন্দেশখালিতে সাংবাদিক গ্রেফতার, রাজ্য পুলিশকে নোটিশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে লাইভ চলার সময়ই গ্রেফতার করা হয়েছিল একটি বেসরকারি চ্যানেলের সাংবাদিককে। সন্তু পান নামে ওই সাংবাদিককে কার্যত টেনে নিয়ে যায় পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকেই বাংলা জুড়ে নানা প্রতিবাদ। তবে সূত্রের খবর, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সাংবাদিক গ্রেফতারের ঘটনায় রাজ্য পুলিশের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে। ওই সাংবাদিককে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিবৃতিতে জানিয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড় অভিযোগ উঠেছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এনএইচআরসি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানানো হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোনও আগাম নোটিশ ছাড়াই পুলিশ ওই সাংবাদিককে ঘিরে ধরে। এরপর তাকে হেনস্থা করা হয়। তাকে বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়। এদিকে ওই সাংবাদিকের স্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন যে তাঁর সঙ্গে স্বামীর দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি চিন্তায় রয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এভাবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। মিডিয়াকে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরই কমিশনের তরফে রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়। দু সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য বলা হয়। সেই সঙ্গেই কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যাতে এক সপ্তাহের মধ্যে ফোনে ব্যাপারটি সম্পর্কে জানানো হয়। খবর পিটিআই সূত্রে।

সন্দেশখালিতে প্রতিবাদে মুখর মহিলারা।

সেই সঙ্গেই মিডিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কিত ব্যাপারেও বিবৃতি দিয়েছে এনএইচআরসি। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করে মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, স্বাধীন প্রেস গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। সত্যিটা বলা প্রেসের কর্তব্য। এদিকে সম্প্রতি সন্দেশখালিতে কভারেজে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন সাংবাদিক সন্তু পান। সেই ঘটনায় এবার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। উল্লেখ্য, 'অন এয়ার' লাইভ সম্প্রচার চলাকালীন সন্তু পান নামক এক টিভি সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল সন্দেশখালিতে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার 'ডিপি' কালো করেছেন। আর এবার সেই ঘটনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। এই ঘটনাকে 'মানবতার লজ্জা' বলে উল্লেখ করেন তিনি। অনুরাগ ঠাকুর বলেছিলেন, ''সন্দেশখালিতে যা সব ঘটছে তা মানবতার জন্য লজ্জাজনক। পুলিশ এবং প্রশাসন দোষীদের রক্ষা করছে। সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মহিলারা নিরাপদ নন। সেখানকার মহিলাদের আর কতদিন নির্যাতন সহ্য করতে হবে? আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করছি যাতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা চাপা দেওয়া না হয়। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিকদের ওপর নির্মম আচরণ এই নতুন নয়। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, তা লজ্জাজনক। যারা দোষী, তাদের রক্ষা করা হচ্ছে এবং মিডিয়াকে চুপ করানো হচ্ছে, এর থেকে বেশি লজ্জার আর কি হতে পারে?''

জম্মু ও কাশ্মীরকে কয়েক দশক ধরে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির শিকার হতে হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

জম্মু, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃজম্মু ও কাশ্মীরকে কয়েক দশক ধরে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির শিকার হতে হয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যারা পারিবারিক রাজনীতি চর্চা করে তারা সব সময় শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখেছে এবং মানুষের স্বার্থের তোয়াক্কা করেনি। পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিতে যদি কেউ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হল আমাদের তরুণ প্রজন্ম।জম্মুতে মঙ্গলবার মৌলানা আজাদ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে এই বৈদ্যুতিক ট্রেনের যাত্রার শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেল, সড়ক, বিমান চলাচল, পেট্রোলিয়াম, নাগরিক পরিকাঠামো-সহ বিভিন্ন সেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যে সরকার শুধুমাত্র একটি পরিবারকে উন্নীত করতে ব্যস্ত, তারা নিজেদের রাজ্যের অন্যান্য যুবকদের ভবিষ্যতকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। এই ধরনের পরিবারমুখী সরকার যুবকদের জন্য পরিকল্পনা তৈরিতেও অগ্রাধিকার দেয়. না। যারা শুধুমাত্র নিজেদের পরিবারের কথা ভাবেন, তাঁরা কখনই আপনার পরিবার নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি খুশি যে জম্মু ও কাশ্মীর এই পারিবারিক রাজনীতি থেকে মুক্তি পাচ্ছে।

কৃষকদের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি পূরণ করা উচিতঃ মল্লিকার্জুন খাড়গে

কালাবুরাগি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ নিজেদের দাবি আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা, আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, কৃষকদের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি পূরণ করা উচিত। বুধবার কর্ণাটকের কালাবুরাগিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আমরা তাঁদের (কৃষক) সমর্থন করছি। আমরা প্রকাশ্যেই বলছি, কৃষকদের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি পূরণ করা উচিত।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, আমরা নিজেদের নির্বাচনী ইস্তেহারেও এটা বলব যে, আইনি গ্যারান্টি দেওয়া হবে। সমস্ত ফসল আওতায় আনা যাবে না, তবে প্রয়োজনীয় ফসল করা উচিত (এমএসপি প্রদান)। উল্লেখ্য, নিজেদের দাবিদাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে বুধবার থেকে আবারও আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছেন অন্নদাতারা। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন খাড়গে।

বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ দিনটি

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল ঐতিহাসিক এই দিনটি। বুধবার একুশে ফেব্রুয়ারি, ঢাকায়.১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে প্রাণ দেওয়া আট জন শহীদের স্মরণে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আবেগে, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসার নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দিনটি পালিত হয়েছে।শোকের কালো রঙের জামা, হাতে শ্রদ্ধার ফুল, বাহুতে কালো ব্যাচ পরিধান করে শোকের আবহে প্রভাত ফেরিতে ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন সর্বস্তরের জনতা। বুধবার সকাল সাড়ে ৬টা থেকে প্রভাত ফেরির কার্যক্রম শুরু হয়। পলাশী হয়ে জগন্নাথ হলের সামনে সারিবদ্ধভাবে আসতে থাকেন নানা বয়সী মানুষ। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এরপর সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় শহীদ মিনার।অমর একুশের ঐতিহাসিক গান ‘ ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...আমি কি ভুলিতে পারি’ গানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন প্রথমে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। রাষ্ট্রপতির পরই প্রধানমন্ত্রী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তাঁরা ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

বাংলা আমার তৃষ্ণার জল’, গৌরবের মাতৃভাষা দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃআন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অমর একুশের অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাও নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ’বাংলা আমার তৃষ্ণার জল’। সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা।অমর একুশের অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কার ৩০-তম অধিবেশনে বিশ্বের ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণ করেন। সমস্ত বাঙালি জাতির কাছে যা ছিল এক গৌরবময় অর্জন।

দেশীয় বাজারে স্থিতিশীলতাই লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের স্বার্থে পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা ফের বাড়াল ভারত সরকার। দেশীয় বাজারে স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, দেশীয় ভোক্তাদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পেয়াজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে গত বছরের ৮ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রফতানিতে

প্রয়াত বিশিষ্ট আইনজীবী ফলি নরিমান, গভীর শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রখ্যাত সাংবিধানিক জুরিস্ট তথা সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ফলি নরিমান প্রয়াত হয়েছেন। দিল্লিতেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে বুধবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স ৯৫ বছর হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ১৯৯১ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০০৭ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল তাঁকে। ১৯৯১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে ভারতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্যও ছিলেন ফলি নরিমান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল পদে ছিলেন ফলি নরিমান। ইন্দিরা গান্ধীর সরকারই তাঁকে নিয়োগ করেছিল। পরে ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন নরিমান। ভারতের আইন ব্যবস্থার ’’ভীষ্ম পিতামহ’’ আখ্যা দেওয়া হত তাঁকে।নরিমানের জন্ম হয়েছল রেঙ্গুনে। ১৯২৯ সালের ১০ জানুয়ারি এক পারসি পরিবারের জন্ম নিয়েছিলেন তিনি। শিমলার বিশপ কটন স্কুলে পড়াশোনা করেন তিনি। পরে মুম্বইয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে অর্থশাস্ত্র এবং ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেন। এরপর মুম্বইয়েরই গভর্নমেন্ট আইন কলেজ থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা করে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ ২২ বছর বম্বে হাই কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছিলেন ফলি নরিমান। ১৯৬১ সালে সিনিয়র অ্যাডভোকেট হয়েছিলেন তিনি। পরে দিল্লিতে এসে সুপ্রিম কোর্টে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে প্রায় ৭ দশক ধরে তিনি আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন।কর্মজীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সওয়াল জবাব করেছিলেন নরিমান। এছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরে জুরিস্ট হিসেবে তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সাল থেকে ইন্টার।রন্যাশনাল কাউন্সিল ফর কমার্শিয়াল আরবিট্রেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাযিত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৮৯ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের অভ্যন্তরীণ সালিশি আদালতের ভাইস-চেযা়রম্যানও ছিলেন তিনি। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত জেনেভায় আন্তর্জাতিক বিচারক কমিশনের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন নরিমান। এছাড়ও আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নরিমান দায়িত্ব পালন করেছিলেন নিজের কর্মজীবনে। তাঁর ছেলে রোহিন্টন নারিমান পরবর্তীকালে ভারতের সলিসিটর জেনারেল হয়েছিলেন এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।বর্ষীয়ান আইনজীবী ফলি নরিমানের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অসামান্য আইনী মনন ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন ফালি নরিমান জি। সাধারণ নাগরিকদের কাছে ন্যায়বিচার সহজলভ্য করার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে আমি ব্যথিত। ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ভারত ও গ্রিসের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিশেষ গুরুত্ব বহন করেঃকিরিয়াকোস মিসোটাকিস

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ২’’দিনের সফরে ভারতে এসেছেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিসোটাকিস, বুধবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত ছিলেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীও। গ্রিসের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ভবনে এদিন গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়।ভারত সফরে আসা তাঁর কাছে কতটা আনন্দের তা ব্যক্ত করে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিসোটাকিস বলেছেন, রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে আসাটা বিশেষত্বের বিষয়। গ্রিসের জন্য, আমাদের দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বহন করে। আমরা বিস্তৃত বিষয়, রাজনৈতিক পরামর্শ, কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাব। এখানে আসাটা সত্যিকারের সৌভাগ্যের বিষয় এবং আমি সত্যিই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমাদের আলোচনার অপেক্ষায় রয়েছি।উল্লেখ্য, দু’’দিনের সফরে মঙ্গলবার রাতেই দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি।

উদ্ধার হল ২৫০০ কোটি টাকার নিষিদ্ধ মিয়াও মিয়াও ড্রাগস,পাকড়াও ৫

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দু’দিন ধরে চলছিল অভিযান। এ পর্যন্ত ১,১০০ কিলোগ্রামের ‘ মিয়াও মিয়াও’ মাদক বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। সূত্রের খবর, এখনও অবধি আড়াই হাজার কোটির মাদক উদ্ধার হয়েছে। লবণের ব্যবসার আড়ালে রমরমিয়ে চলছিল মাদকের কারবার। পুণের বিশ্রান্তওয়াড়ি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৭০০ কিলোগ্রাম মাদক উদ্ধার হয়েছে, দিল্লি থেকে পাওয়া গেছে আরও ৪০০ কিলোগ্রাম। দিল্লি ও পুণে মিলিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে ৫ জনকে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশ্রান্তওয়াড়ি এলাকায় লবণের একটি গুদামে হানা দেয় পুলিশ ও নারকোটিক ব্যুরোর অফিসাররা। তদন্তকারীরা বলছেন, গুদামের ভিতরেই রমরমিয়ে চলছিল মাদকের কারবার। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায়ই ছিল না যে, ওখানে লবণের ব্যবসার আড়ালে মাদকের ব্যবসাও চলছে। আর এই মাদক যে সে নয়, মেফাড্রোন (এমডি)। দিল্লির হজ খাস এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে গুদামের পর গুদাম এই মেফাড্রোন মাদক পাওয়া গেছে। পাচারকারীরা এই মাদককে ‘ মিয়াও মিয়াও’ নামে ডাকে।দিল্লি, পুণেতে বড় তল্লাশি অভিযান চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, আড়াই হাজার কোটির মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আগে থেকেই খবর ছিল যে মেফাড্রোন নামের ওই দামি মাদকের কারবার চলছে দেশের কিছু জায়গায়। তারপর খবর আসে দিল্লি, পুণের কিছু গুদামে লবণ ব্যবসার আড়ালে মেফাড্রোন মাদকের কারবার চলছে। গতকাল থেকেই ওইসব গুদামে তল্লাশি শুরু হয়েছিল।পুলিশ কমিশনার অমিতেশ কুমার জানিয়েছেন, আজ বুধবার অবধি ১১০০ কিলোগ্রাম মাদক পাওয়া গেছে যার বাজার দর কম করেও আড়াই হাজার কোটি। ধৃতদের জেরা করে এই পাচার চক্রের বাকি পাণ্ডাদের খোঁজ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, অল্পবয়সিদের মধ্যে এই মাদকের নেশা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। রাতের পার্টি, ক্লাবগুলিতেও এই মাদক গোপনে পাচার হচ্ছে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ফের শহরে ইডি অভিযান,বেনিয়াপুকুর, বাগুইআটিতে চলছে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সকাল-সকাল ফের সক্রিয় ইডি। সাইবার প্রতারণা কাণ্ডে এবার শহরজুড়ে চলছে তল্লাশি অভিযান।সাইবার প্রতারণা মামলায় অভিযানে নেমেছে ইডি। বেনিয়াপুকুর, বাগুইআটি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিযান চালাচ্ছে।। বেনিয়াপুকুরে এবং বাগুইআটি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। সোমবার গরুপাচার মামলায় ধৃত অনুব্রত মণ্ডলের বোলপুরের কার্যালয়ে হানা দেয় ইডি। ওই কার্যালয়েই বসতেন অনুব্রত মণ্ডল। গরুপাচার মামলায় অনুব্রতর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে নিচুপট্টির ওই অফিসে হানা দেয় ইডি। বোলপুরের বিএলআরও অফিসে যান আধিকারিকরা। সেখানে তাঁরা বিএলআরও-র সঙ্গে কথা বলেন। এর আগে মঙ্গলবারও রাজ্যে একাধিক জায়গায় হানা দেয় ইডি। কলকাতা ও হাওড়ায় একাধিক জায়গায় তল্লাশি চলে। হাওড়ার সাঁকরাইলের ডেল্টা জুটমিল, সেই জুটমিলের বালিগঞ্জের একটি বাড়িতে এবং কলকাতার কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে ওই জুটমিল সংস্থার একটি অফিসে পৌঁছে যান কর্তারা। ভুয়ো ডিরেক্টর নিয়োগের একটি মামলাতেই ওই তল্লাশি হয় বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুশোর বেশি অ্যাকাউন্ট ,টাকার বিনিময়ে ২০৮১ জনকে চাকরি পাইয়ে দেন ‘মিডলম্যান’ প্রসন্ন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে কয়েকশো কোটি টাকা তুলেছেন মিডলম্যান তথা এজেন্ট প্রসন্ন রায়। এবার ফের টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে প্রসন্ন রায়কে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আদালতে ইডি জানিয়েছে, ‘অযোগ্য’ চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা নিয়ে নিয়োগপত্র দিয়েছেন প্রসন্ন রায়। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে ২ হাজারের বেশি জনকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন দিনি। ১০০ কোটির উপরে টাকা তুলেছেন চাকরি দেওয়ার নামে।ইডি আদালতে জানিয়েছে, দুশোর বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্রসন্নর। মোট ২ হাজার ৮১ জনকে প্রসন্ন রায় চাকরি দিয়েছে অর্থের বিনিময়ে। এর মধ্যে নবম-দশমে প্রায় ১ হাজার ১৩৫ জনকে এবং একাদশ-দ্বাদশে ৯৪৬ জনের চাকরি হয়েছে। অনেক চাকরিপ্রার্থীর উত্তরপত্র (ওএমআর শিট)-এ কারচুপি করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ১৮৩ জন প্রার্থীকে প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। ইডির দাবি, এই বেআইনি নিয়োগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন প্রসন্ন। প্রসন্নর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে চারশোর বেশি দলিল ও নথিপত্র পাওয়া গেছে। ইডির অফিসাররা জানিয়েছেন, দুশোর বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা ঢুকেছে প্রসন্ন রায়ের।প্রসন্ন বর্তমানে জেলে। নিউ টাউনের যে ফ্ল্যাটে সারা দিন ধরে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই, সেটি তাঁর স্ত্রীর নামে রয়েছে। ওই ফ্ল্যাটেই বুধবার সকালে হাজির হন ইডির অফিসাররা। সেখান থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছে। নিয়োগ মামলায় গত বছরও প্রসন্ন গ্রেফতার হন। তাঁর কাছ থেকে নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক নথি উদ্ধার হয়েছিল। সিবিআই সূত্রে খবর, ২০০২ সাল থেকে গাড়ি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রসন্ন। আগে উত্তর কলকাতায় এই সংস্থার দফতর ছিল। পরে সল্টলেকে সরিয়ে নিয়ে যান। প্রসন্ন সংস্থার এক কর্মীকে জেরা করে জানা গেছে, শিক্ষা দফতরেও নাকি গাড়ি ভাড়া খাটাতেন প্রসন্ন। ইডি আরও দাবি করেছে, ২০১৬-২০২১ সালের মধ্যে বহু টাকার সম্পত্তি কিনেছেন প্রসন্নের পরিবারের সদস্যেরা। প্রসন্নর অফিস থেকেই উদ্ধার হয়েছে ৩৯২টি জমির দলিল। এইসব জমি পরিবারের সদস্যদের নামে কেনা হয়েছিল।ইডি সূত্রের খবর, প্রসন্ন ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যাযের ঘনিষ্ঠ। পার্থর এক আত্মীযর সঙ্গে বিয়ে .হযেছে প্রসন্নর। ইডি মনে করছে সেই সূত্রেই প্রসন্ন হযে . উঠেছিলেন এসএসসি-র অন্যতম দালাল। তাঁর অফিস হযে. উঠেছিল টাকা লেনদেনের কেন্দ্র। যদিও প্রসন্নর আইনজীবী জামিনের আবেদন করে দাবি করেছেন,

মমতার কল্পনাপ্রসূত থিম ‘চুরি’ ? রুখতে গতিসীমা বাঁধার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আগমী ২৭ মার্চ শেষ হচ্ছে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর তারপর থেকেই ‘ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ প্রকল্পের প্রচার করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।এবার তাই রাস্তা অনুযায়ী গতিসীমা বেঁধে চালকদের সচেতন করতে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)।মঙ্গলবার নবান্নের সামনে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে এই কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘ শেষে এই সময় ধোয়াশা এবং কুয়াশা হয়। ফলে পথদুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যায়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলে অন্তত তিন-চার দিনের জন্য গাড়ি চালকদের সচেতন করতে পথে নামুক পুলিশ।’’ মঞ্চে উপস্থিত রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে এই নিয়ে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, পথদুর্ঘটনায় লাগাম পরাতে সমস্ত রাস্তায় গতিসীমা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে পরিবহণ দপ্তরকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের এই কর্মসূচি অনেকেই নকল করছে। এতে আমরা খুশি। ভালো জিনিস সবসময়ই নকল করা উচিত। খারাপটা নয়।’’ এদিনের মঞ্চ থেকে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ২৫টি অত্যাধুনিক জীবনদাযী. অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ৮ কোটি টাকা মূল্যের এই ২৫ টি অ্যাডভান্স লাইভ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের টাকায.কেনা হয়েছে। এর আগেও দুশোর বেশি অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়েছে। ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেনা দুটি মোবাইল ডেন্টাল ভ্যান পাঠানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ও বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে। উদ্বোধন হওয়া অ্যাম্বুল্যান্সগুলির মধ্যে পাঁচটি ছাড়া বাকিগুলি সব গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই তথ্য জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘ ৬৭ কোটি টাকা রাস্তার কাজের জন্য দিয়েছি। সেই টাকাও রাজ্যসভার এমপিদের। আপনারা রাস্তায় যে অ্যাম্বুল্যান্স দেখেন আগে কিছুই ছিল না।’’অ্যাকটিভ লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যে অক্সিজেন সাপোর্ট সিস্টেম থাকবে। থাকবে সিসিইউ মনিটর। রাজ্যে ১০২ ডায়ালের অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। কিন্তু সেগুলি শিশু ও প্রসূতিদের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু গুরুতর জখম অথবা হৃদরোগ অথবা সেরিব্রাল স্ট্রোক আক্রান্তদের হাসপাতালে নিখরচায় নিয়ে যাওয়ার মতো ব্যবস্থা অমিল। দীর্ঘদিনের সেই চাহিদা অনেকটাই পূরণ হল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন মনে করিয়ে দেন, রেলের যত প্রকল্প হয়েছে, বাংলায় মেট্রোর যত কাজ হয়েছে সব আমার সময়ে করা। আমি এই সবুজ ফ্ল্যাগ অনেক ধরেছি।’’

কংগ্রেস - তৃণমূল সংঘর্ষে মৃত ১ কংগ্রেস সমর্থক,উত্তেজনা রানিনগরে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এক কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়ছে। মঙ্গলবার রাতে রানিনগর থানার পানিপিয়া এলাকার ঘটনা। মৃত কংগ্রেস কর্মীর নাম এনামূল মণ্ডল(৬১)। জখম তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য বদরুল রহমান মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিসাধীন । দুই পক্ষই রানিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ।স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সন্ধ্যায় কংগ্রেস ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে হঠাই বচসা শুরু হয় । বচসা ক্রমেই সংঘর্ষে পরিণত হয়। দাবি, কংগ্রেস সমর্থক এনামূলকে তাড়া করে তৃণূমল । প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াতে শুরু করে । সেই সময়েই মৃত্যু হয় এনামূলের । যদিও মৃত কংগ্রেস সমর্থকের পরিবারের অভিযোগ, এনামূলকে তাড়া করে পিটিয়ে মারা হয়েছে । অভিযোগের তীর শাসকদলের সমর্থকদের দিকেই। এই ঘটনায় বদরুল রহমান, মজিবুর রহমান, রুহুল শেখ, খোকন শেখ, রাকিব মণ্ডুল সহ বেশ কয়েকজন।যদিও তৃণমূলের পালটা দাবি, এনামূল মণ্ডল পড়ে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে । ঘটনা প্রসঙ্গেই

পুনরায় চালু ‘ বাতিল’আধার কার্ড! বাতিল কেন করা হয়েছিল, প্রশ্নের মুখে আধার কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত এক সপ্তাহ ধরে চর্চায় আধার কার্ড। আচমকাই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষের আধার কার্ড বাতিলের চিঠি এসেছে বাড়িতে। সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটে অভিযোগ জানাতেই নতুন করে চালু হল অনেকের আধার কার্ড। লাগাতার বিতর্কের জেরেই কি পুনরায় চালু হচ্ছে আধার? উঠছে প্রশ্ন। তবে আপাতত আধার চালু হয়ে গেলেও কিসের ভিত্তিতে আধার কর্তৃপক্ষ ইউআইডিএআই আধার নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন, তার উত্তর এখনও মেলেনি। আধার নিষ্ক্রিয় করার কথা জানিয়ে জেলায়-জেলায় বিভিন্ন জনের কাছে যে চিঠি গিয়েছিল, তা-ও প্রত্যাহার করা হয়নি। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকপঞ্জি বিরোধী যুক্তমঞ্চ বা ‘ ফোরাম এগেন্স্ট এনআরসি’ আধার কর্তৃপক্ষকে আইনি চিঠি পাঠাতে চলেছে।আধার বিধিনিয়মের যে ২৮এ ধারায় তা নিষ্ক্রিয় করার নোটিস পাঠানো হয়েছিল, সেটি শুধুমাত্র বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গত বছর সেপ্টেম্বরে চুপিসারে সরকারি নির্দেশিকা জারি করে আধার (নথিভুক্তিকরণ ও তথ্য সংযোজন) নিয়ন্ত্রণ বিধিনিয়মের এই ধারাটি যোগ করা হয়েছে। তার আগে আধার কর্তৃপক্ষই তথ্যের অধিকার আইনে অতীতে জানিয়েছে, তাদের নাগরিকত্ব নির্ধারণ করার ক্ষমতা নেই। মঞ্চের প্রশ্ন, তা হলে এখন আধার কর্তৃপক্ষ কী ভাবে কাউকে বিদেশি নাগরিক বলে সংঃদহ করে আধার নিষ্ক্রিয় করার নোটিস পাঠাতে পারে?নাগরিকপঞ্জি-বিরোধী যুক্তমঞ্চের আহ্বায়ক প্রসেনজি বসুর অভিযোগ, সিএএ, এনআরসি-কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যে সব মামলা হয়েছিল, তার এখনও ফয়সালা হয়নি। তাই কেঃদ্র সম্ভবত ঘুরপথে এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি চালু করতে চাইছে। আধার নিষ্ক্রিয় করার নোটিস পাঠিয়ে এনপিআর তৈরির মতো প্রথমেই কাউকে ‘ নাগরিক’ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এর পরের ধাপই এনআরসি। যুক্তমঞ্চের বক্তব্য, আধার নিষ্ক্রিয় করার নোটিস প্রত্যাহার করা না হলে, তাঁরা ফের আদালতে জনস্বার্থমামলা করবেন।গত দু’এক সপ্তাহে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, মেদিনীপুরের অনেক মানুষ আধার নিষ্ক্রিয় হওয়ার নোটিস পেয়েছিলেন। এতে নাগরিকদের ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হয়েছেন। উল্টো দিকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারদের আশ্বাস, আধার বাতিল হবে না। আধার কর্তৃপক্ষও সোমবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, কারও আধার বাতিল হচ্ছে না।এই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার থেকে অনেকেই আধার সক্রিয় হয়ে ওঠার বার্তা পেয়েছেন। যেমন, মেদিনীপুর-গ্রামীণের খয়েরুল্লার বাসিঃদা সোহাগ দাসকে ডাকযোগে চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয়েছিল, তাঁর আধার বাতিল হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনেন তিনি। আধার কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানান। তার পরে ফের তাঁর আধার সক্রিয় হয়েছে। মঙ্গলবার সোহাগ বলেন, ‘ নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। এ দিন ফের তা সক্রিয় হয়েছে। মোবাইলে মেসেজ পেয়েছি।’’ কিন্তু মেসেজ পাওয়ার পরেও অনেকে পোর্টালে যাচাই করতে গিয়ে প্রযুক্তিগত ত্রুটির বার্তা পেয়েছেন বলে দাবি। এঁদের প্রায় কারও কাছেই আগের নোটিস প্রত্যাহারেরবার্তা আসেনি।গত বছর এপ্রিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আধার কর্তৃপক্ষ ইউআইডিএআই-কে চিঠি পাঠিয়েছিল। সেই চিঠিতে কিছু এলাকায় বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার কথা বলা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকেও চিঠি পাঠানো হয়। এর পরে আধার কর্তৃপক্ষ তথ্যের অধিকার আইনে প্রশ্নের উত্তরে জানায়, নাগরিকত্ব নির্ণয় করা তাদের কাজ নয়। শুধুমাত্র ভারতে সাধারণ ভাবে বসবাসকারীদের আধার দেওয়া হয়। এর পরে ২৯ সেপ্টেম্বর আধারের নিয়মাবলি বা আধার (নথিভুক্তিকরণ ও তথ্য সংযোজন) নিয়ন্ত্রণ বিধিনিয়মে ২৮এ ধারা যোগ করা হয়। এ জন্য সংসদে বিল আসেনি। স্রেফ সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। এই ২৮এ ধারায় বলা হয়, বিদেশি নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ ফুরোলে তাঁদের আধার নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, যে সব ক্ষেত্রে আধার কর্তৃপক্ষ মনে করবে যে বিদেশি নাগরিকেরা পাসপোর্ট আইনে তাঁদের ভারতে ঢোকার বা ভারতে থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে পারছেন না, তাঁদেরও আধার নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।প্রসেনজি বলেন, এই ২৮এ ধারায় নোটিস জারি করে প্রথমেই নাগরিকদের সংঃদহভাজন অনুপ্রবেশকারী বা বিদেশি নাগরিকের তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো ঘুরপথে এনআরএসি তৈরি করা। ফলে অরাজকতা তৈরি হয়েছে। আধারের সমান্তরাল ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। এক দিকে জাহাজ প্রতিমন্ত্রী থেকে বিজেপি নেতারা তাঁদের কাছে আধার নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া মানুষের নাম জমা দিতে বলছেন। অন্য দিকে রাজ্যও পোর্টাল খুলে পৃথক কার্ড বিলি করবে বলে আশ্বাস দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট এনআরসি নিয়ে রায় দেওয়ার আগে ঘুরপথে এনআরসি তৈরির চেষ্টা হলে, আদালতে জনস্বার্থ মামলা হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৯ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৯ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃখুশিতে ভরা ভালো দিন। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক **বৃষভ রাশিঃ**আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। **মিথুন রাশিঃ**একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য হবে। **কর্কট রাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকেই। **সিংহরাশিঃ**বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। **কন্যারাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিযন্ত্রণ আছে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার বড় **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দুঃখিত এবং অবসাদগ্রস্ত করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**পিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু মনোক্ষুণ্ণ হবেন না। মনে রাখবেন সমৃদ্ধি মনকে প্রশ্রয় দেয়, বঞ্চনা **কুম্ভ রাশিঃ**স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তি বয়ে আনতে পারে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। **মীন রাশিঃ** নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুঃস্বপ্ন দেখাবে সন্দেশখালি, মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুঃস্বপ্ন দেখাবে সন্দেশখালি। হাওড়ায় বললেন সুকান্ত মজুমদার। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বুধবার হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঁচলায় আহত কার্যকর্তাকে দেখতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সন্দেশখালি নিয়ে ২৬ তারিখ থেকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে তিনদিনের ধর্না হবে। আমরা অনুমতি চেয়েছি। তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে আমরা যুব মোর্চার নেতৃত্বে এসএসসি এবং পর্ষদ অফিস ঘেরাও করব। এদিন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র হাওড়ায় বলেন, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচলায় তৃণমূলীরা সন্ত্রাস চালিয়েছে। অবিলম্বে পাঁচলার ঘটনায় থানার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ করতে হবে। হাওড়ার পাঁচলার ঘটনায় আহত দলের কার্যকর্তা প্রশান্ত দাসকে দেখতে বুধবার দুপুরে হাওড়া জেলা

হাসপাতালে আসেন ফাল্গুনী পাত্র। তিনি আহত প্রশান্ত দাসের সঙ্গে কথা বলেন। শারীরিক অবস্থারও খোঁজখবর নেন। ফাল্গুনী পাত্র আরও বলেন, আমাদের কার্যকর্তাকে পাঁচলায় বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা গুরুতর। রাজ্যের আনাচেকানাচে শেখ শাহজাহানরা লুকিয়ে আছে। যারা দিদিমণির ছাতার তলায় বেঁচে আছে এমন সর্বত্র রয়েছে। তারা দিনে রাতে রয়েছে। আর যারা অত্যাচারিত তারা লুকিয়ে কাঁদছে এবং বাঁচানোর জন্য কাতর আবেদন করছে। পুলিশকে সামনে রেখে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বাড়ি বাড়ি ঢুকে অত্যাচার চালাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। আমাদের দাবি যাদের জমি তাদের ফেরত দেওয়া হোক, জল ব্যবহার করতে দেওয়া হোক, পরিবারের উপর যারা অত্যাচার করেছে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক। আমাদের কার্যকর্তাকে মাথায় মারা হয়েছে। কান দিয়ে রক্তপাত হয়েছে। তিনি মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। যাদের নামে অভিযোগ করা হয়েছে তারাই এই মারধর করেছে। আমাদের দাবি থানার সিসিটিভি ফুটেজ। তাহলেই জানা যাবে ওই সময় কারা উপস্থিত ছিল তখন। এবং কারা মেরেছে। এটা সবার আগে দেখা উচিত। পলিশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল সন্ত্রাস চালাচ্ছে। যেখানে রক্ষকই ভক্ষক সেইসব জায়গায় সাধারণ মানুষ অসহায়। সন্দেশখালি রাজ্যের কোনায় কোনায় রয়েছে। এই সন্ত্রাসবাহিনীকে উপেক্ষা করে এই সন্ত্রাসের কথা যে প্রকাশ হচ্ছে সেটাই মানুষের বহিঃপ্রকাশ। এই শাহজাহানের মতো লোকেরাই সত্যকে বাইরে প্রকাশ করতে দিচ্ছেনা।

পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতির আগেই পুলিশের জালে ধৃত দুই যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় পুলিশের জালে ডাকাতির আগেই ধৃত দুই যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য সহ পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের নলিকাটা মোড় এলাকা থেকে সন্দেহজনক ভাবে কয়েকজন ঘোরাঘুরি করতে দেখে।পুলিশকে আসতে দেখে পালানোর চেষ্টা করে কয়েকজন। আর তাতেই পুলিশের হাতে ধরা পরে যায় দুই যুবক।তাদের প্রথমে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে ও পরে তাদের কে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া দুই যুবক হল মুস্তাক সরদার ও রইচ আলি মোল্লা, দুজনেরই বাড়ি জয়নগর থানার ব্যানার্জীর চক এলাকায়। ধৃতদেরকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ গ্রেফতার হওয়া দুই যুবককে জিজ্ঞেসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে তাঁদের কোথায় ডাকাতির প্ল্যান ছিলো। তাদের সাথে আর কজন ছিলো।আর তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক।

সাইক্লোন বিপর্যয়ের ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হল মহড়া

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,২১ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার জেলাশাসক(উন্নয়ন), হাওড়া এর নির্দেশ অনুসারে জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তরের মাধ্যমে আগামী বেলা ১১ টা থেকে সাইক্লোন বিপর্যয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি মহড়া যার আক্ষরিক নাম হলো অনুষ্ঠিত হলো শ্যামপুর - ১ নম্বর ব্লক এর মিটিং হলে। এই সাইক্লোন, ঘুর্নিঝড়,সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার সম্পূর্ন মহড়াটি অনুষ্ঠিত হয় ২য় ব্যাটেলিয়ন এন ডি আর এফ দল সংঘটিত করেন। আনুষ্ঠানের এর শুভ সূচনা করেন শ্যামপুর - ১ নম্বর ব্লক এর মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তন্ময় কার্যী,ও শ্যামপুর - ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না।সহ সভাপতি অপর্ণা দোলুই সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষগন। সেই সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্লকের আশাকর্মী এবং আপদ মিত্র রা। এই অনুষ্ঠানে ঘুর্নিঝড় সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসার এবং সাইক্লোন সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় চলাকালীন কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত ও সুরক্ষিত রাখা যায় ও অন্যদের কেও সুরক্ষিত রাখা যায় সেই সকল বিষয়ে ত্বাত্যিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গোঘাটে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় জখম তিন পরীক্ষার্থী

বনস্পতি দে, গোঘাট হুগলি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম তিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের বালি দেওয়ানগঞ্জ এলাকায়। বালি হাই স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল ছাত্রছাত্রীরা। জানা গিয়েছে, প্রায় সকলেই কানে হেডফোন দিয়ে বাড়ি ফিরছিল, কেউ বাইকে কেউ বা সাইকেলে। সাইকেলের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে দু'জন ছাত্রী ও এক ছাত্র গুরুতর আহত হয়। তাদের মাথায় বুকে হাতে পায়ে চোট লেগেছে। সহপাঠীরাই তাদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। গুরুতর জখম ওই ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। আহত পরীক্ষার্থীদের নাম, মামনি খাতুন ,আজমিরা খাতুন ও শেখ নিহাদ আহমেদ। এদিকে, পরীক্ষা চলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে ৫ পরীক্ষার্থী।

পাণ্ডুয়ার মহানাদে স্কুল কোয়ার্টারে এক যুবতীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, পাণ্ডুয়া,২১ ফেব্রুয়ারিঃ পাণ্ডুয়ার মহানাদে স্কুল কোয়ার্টারে এক যুবতীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সৌমি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে খুন করার অভিযোগ ওঠে যুবতীর প্রেমিকের বিরুদ্ধে। এদিকে সেই প্রেমিকও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌমির মা মহানাদ হাইস্কুলের শিক্ষিকা। স্কুল সংলগ্ন কোয়ার্টারের মায়ের সঙ্গে থাকতেন সৌমি। মঙ্গলবার রাতে সৌমির মা বাড়িতে ছিলেন না। তিনি যখন ফেরেন, তখন মেয়েকে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পাণ্ডুয়া থানা ও হুগলি গ্রামীণ পুলিশের কর্তারা। ঘর থেকে যুবতীর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সৈকত সরকার নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রেম ছিল সৌমির। একই এলাকারই বাসিন্দা দু'জনে। সৌমির কোয়ার্টারেও যাতায়াত ছিল যুবকের। গত মাস ছয়েক ধরে সেই সম্পর্কে ভাঁটা পড়ে। জানা যায়, সৈকত আবারও সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সৌমি তাতে রাজি হচ্ছিল না। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, সেই অবসাদ থেকেই সৌমিকে খুন করে থাকতে পারে সৈকত। মৃত যুবতীর মা এখনই কিছু বলতে চাননি। এদিকে, সৈকতের খোঁজ করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, তিনিও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। তাঁকেও উদ্ধার করে প্রথমে পাণ্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে চুঁচুড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

গোথা হাইস্কুল মামলায় সিআইডি কি শুধু কাজু-কফি খেল, প্রশ্ন বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গোথা হাইস্কুল মামলায় বুধবার সকালে ডিআইজি সিআইডিকে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সম্প্রতি এ ব্যাপারে হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর কাছে এবং তদন্তকারী সংস্থার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন এক সরকারি আধিকারিক। তার ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।বুধবার ওই মামলায় সিআইডির অগ্রগতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে জানা গেছে, সিআইডিকে তীব্র ভৎর্সনা করে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ''সিআইডি জেলার ডি আইদের সঙ্গে বসে কী করল, শুধু কাজু আঁ কফি খেল? আমি জানি না কীভাবে বসবে তবে রাজ্যকে দায়িত্ব নিয়ে এই মিটিং করে তদন্তে গতি আনতে হবে। না হলে আমি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে এই তদন্তভার তুলে দেব। মুর্শিদাবাদের গোঠা হাইস্কুলে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগে মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই সূত্রেই আদালতের কাছে এসে পৌঁছয় কিছু বেনামী চিঠি। চিঠির সূত্র ধরে সামনে আসে জিটিএর অন্তর্গত স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ। এ বিষয়ে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি।এদিন বিচারপতির নির্দেশ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিআইডিকে প্রত্যেক জেলার ডিআই, বোর্ড, এসএসসি এবং সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে অপরাধীদের খুঁজে বার করতে হবে। না হলে সিবিআইয়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিচারপতি।

বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, সুতি,২১ ফেব্রুয়ারিঃ সামসেরগঞ্জে আমবাগান থেকে বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার। মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নামোচাচন্ড এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় বোমাগুলো। বিষয়টি জানাজানি হতেই বুধবার সকাল থেকেই এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে বোমা রাখার স্থানটি ঘিরে রাখে পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াড টিমকে। পরে বোম স্কোয়াড টিম এসে বোমা গুলো নিস্ক্রিয় করে। কে বা কারা আমবাগানের ভেতরে বোমাগুলো বালতিতে মজুত রেখেছিল তার তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিকে যে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই পুলিশের তৎপরতায় বোমা উদ্ধারের প্রশংসা করেছেন সাধারন মানুষ।

ঘাটতি শূন্য বাজেট পেশ হাওড়া পুরসভায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া,২১ ফেব্রুয়ারিঃ এবারও ঘাটতি শূন্য বাজেট পেশ হলো হাওড়া পুরসভায়। বুধবারের বোর্ড মিটিংয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৪১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করা হয়। বাজেটে সংযুক্ত ওয়ার্ডগুলির উন্নয়নে প্রায় ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সড়ক, নিকাশি, আলো, জল সরবরাহে দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর।

বুধবার দুপুরে হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর বৈঠকে ওই বাজেট পেশ করেন মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। সুজয় চক্রবর্তী পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এবারের বাজেটে হাওড়া পুরসভার সংযুক্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত (৪৫ থেকে ৫০ নম্বর ওয়ার্ড) অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ওই ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাস্তার জন্য ৫ কোটি, নিকাশির জন্য ৩ কোটি এবং আলোর জন্য ১ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। উন্নয়ন খাতে এবার বরাদ্দ ১৬৮ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে নিকাশি খাতে বরাদ্দ ১৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ২২ কোটি করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি পাম্প হাউস, পাইপ লাইন সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাস্তার জন্য ৩ কোটি থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ করা হয়েছে। পার্ক এবং উদ্যান খাতে বরাদ্দ গত বছরের দ্বিগুণ করে আড়াই কোটি থেকে ৫ কোটি করা হয়েছে। আলোর জন্য ৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। জল সরবরাহের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পদ্মপুকুর জল প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

এরই সঙ্গে পুরসভার ৭টি বরোকে ৩ কোটি টাকা করে মোট ২১ কোটি টাকা এবারের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি বরোতে একটি করে মডেল পার্ক করতে বলা হয়েছে। গত বছর ৩৩৯ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছিল। এবার তা বাড়িয়ে ৩৪১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০ কোটি টাকা পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে জোগাড়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

তার মধ্যে সম্পত্তি কর বাবদ ২৭ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। নিজস্ব তহবিল কিভাবে তৈরি করা হবে তার রূপরেখাও তৈরি করা হয়েছে। শহরে বড় রাস্তার ধারে খোলা নর্দমা আর রাখা হবে না। এরই সঙ্গে হাওড়া শহড়কে ধাপে ভ্যাটমুক্ত করে তোলা হবে।

পরীক্ষাকেন্দ্রে অসুস্থ দুই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিলেন হাসপাতালেই

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হাওড়ার এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ২ ছাত্রী। তাদের হাওড়ার যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে সিট পড়েছিল। এদের বুধবার অসুস্থ অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। অক্সিজেন মাস্ক এবং স্যালাইন দেওয়া অবস্থায় হাসপাতালেই এদের পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষার জন্য ওই ২ ছাত্রীকে অতিরিক্ত ৪০ মিনিট সময় দেওয়া হয়।

রাজ্যের প্রতিটি জেলার স্পর্শকাতর বুথের তালিকা চেয়েছেন নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের প্রতিটি জেলার স্পর্শকাতর বুথের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে। প্রত্যেকটি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে কতগুলি করে স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে জেলা শাসকদের চিঠি দিয়ে তার তালিকা চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেলায় স্পর্শকাতর অঞ্চলের সংখ্যাও জানতে চাওয়া হয়েছে। আজকের মধ্যেই এই তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব । একইসঙ্গে, ২০১৯-এর তুলনায় স্পর্শকাতর বুথ ও স্পর্শকাতর অঞ্চলের সংখ্যা বেড়েছে কিনা সেই রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রের খবর। জানা গেছে স্পর্শকাতর বুথের উপর নির্ভর করেই লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে আধা সেনা মোতায়েন করা হবে। সেই কারণেই দ্রুত তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জেলায় জেলায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আগেও রিপোর্ট তলব করেছিল নির্বাচন কমিশন। কোন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে তার রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে। এই বিষয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে গত সপ্তাহেই ভার্চুয়াল বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনারদের নিয়ে সশরীরে বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। জেলায় জেলায় যে অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে সেই এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে রাখার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে উত্তরপাড়ায় সাংবাদিকদের ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ সাংবাদিক সন্তু পান কে কর্তব্যরত অবস্থায় গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতে ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের এর পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হল। এই সংগঠনের সাংবাদিকরা সাংবাদিককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বুকে কালো ব্যাচ পরে উত্তরপাড়া থানার সামনে প্রতিবাদ জানান। সংগঠনের সম্পাদক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী বলেন কর্তব্যরত অবস্থায় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা লজ্জার বিষয়। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হচ্ছে সংগঠনের পক্ষ থেকে । আইন আইনের মতো চলবে আইন অনুযায়ী কোন অভিযোগ থাকলে অবশ্যই আইন বিচার করবে। কিন্তু কর্তব্যরত অবস্থায় ওয়ারেন্ট বা কোনো নোটিশ ছাড়া সাংবাদিক কে গ্রেপ্তার করা একটি ঘৃণ্য কাজ হয়েছে। সংগঠনের এক্সিকিউটিভ মেম্বার সোমনাথ বটব্যাল বলেন কর্তব্যরত অবস্থায় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা ঘৃণ্য কাজ হয়েছে। সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে নাহলে গণতন্ত্র বিপদে পড়বে। এই দিন ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাংবাদিক রা লিখিত ডেপুটেশন দেয় উত্তরপাড়া থানায়।

বাংলার একটি জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোয়ের শুটিংয়ে বুধবার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে আসেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোন্নগরে বালক খুনে মা ও বান্ধবীর নয় দিনের পুলিশ হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ কোন্নগরে বালক খুনে গ্রেফতার হওয়া মা ও বান্ধবীকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ বুধবার দুপুরে শ্রীরামপুর কোর্টে তোলে তারপর মহামান্য বিচারক তাদের ৯ দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেয় যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হয়েছিল। উত্তরপাড়া থানা থেকে গাড়িতে তোলার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মায়ের বক্তব্য সে নির্দোষ সে এই ব্যাপারে কিছু জানে না। তার বান্ধবী সেদিন তার বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু সে তখন বাড়ি ছিল না। এরপর শ্রীরামপুর কোর্টে সাংবাদিকরা মাকে প্রশ্ন করে নিজের ছেলেকে খুন করলেন কেন তার উত্তরে সে বলে সে এসব করেনি তার বান্ধবী করেছে তখনও বলে না। তাহলে সঙ্গে মহিলাটা কে মায়ের উত্তর ও হচ্ছে বন্ধু, এদিন শ্রীরামপুর কোর্টে, আসামিপক্ষের হয়ে কোন উকিল ছিল না এই খুনের ঘটনায় কোন্নগরে পাড়া-প্রতিবেশীরা মা ও বান্ধবীর কঠোর শাস্তির দাবি করেছে। খুন হওয়া বালকের বাবার বক্তব্য আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই ফাঁসি হোক।

হাওড়ার ডোমজুড়ে পুলকার দুর্ঘটনায় আহত চার খুদে পড়ুয়া সহ ৫ জন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ হাওড়ার ডোমজুড়ে পুলকার দুর্ঘটনায় আহত চার খুদে পড়ুয়া সহ ৫ জন। জানা গেছে, বুধবার সকালে ডোমজুড়ের এক বেসরকারি স্কুলের কাছে হাওড়া আমতা রোডে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি স্করপিও গাড়ির সঙ্গে পুলকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয় তারা। পড়ুয়াদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এক বেসরকারি হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে ২ জনের আঘাত বেশি বলে জানা গেছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে, পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি আটক করেছে। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, টাটা সুমো এবং স্করপিও গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলকারের সামনে বসা ২ জন পড়ুয়া বেশি আহত হয়। এরপর বাচ্ছাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পিছনে যারা বসেছিল তাদের তেমন কিছু হয়নি। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী অসীম ঘড়ুই বলেন, সকাল প্রায় পৌনে ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বাচ্ছাকে নিয়ে আসতে গিয়ে খবর পাই এই

দুর্ঘটনার কথা। স্কুলের পাশে যে অবৈধ পার্কিং করে রাখা হয় তার জন্যই এই দুর্ঘটনা। এই গাড়িগুলি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের। এই পার্কিংয়ের কারণে ফুটপাত বলে কিছু থাকছে না। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। এই ব্যাপারে থানায় জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। এই অবৈধ পার্কিংয়ের জন্যই এখানে মরণফাঁদ হয়ে রয়েছে। স্কুলের গাড়ি আসছিল মাকড়দহের দিক থেকে। স্করপিও গাড়ি রোগী নিয়ে সম্ভবত বড়গাছিয়ার দিক থেকে আসছিল। দুর্ঘটনার জন্য স্কুলগাড়ির চালকের কোনও দোষ নেই। মোট ৪ জন পড়ুয়া মোট ৫ জন জখম হয়। এরমধ্যে চালক এবং ২ জন শিশুর আঘাত গুরুতর।

হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারলো না জয়নগরের এক ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,২১ ফেব্রুয়ারি ঃ সদ্য নবজাতকের জন্ম দিয়ে পরীক্ষা দিতে পারলো না জয়নগরের এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কোলে সদ্যোজাত সন্তান। হাসপাতালের বেডে শুয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারলো না জয়নগর থানার বহড়ু গার্লস হাই স্কুলের ইয়াসমিনা গাজী নামে এক পরীক্ষার্থী।তাঁর বাড়ি বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিমপুর গ্রামে।তাঁর পরীক্ষার সিট পড়েছিলো জয়নগর থানার সরবেড়িয়া টি এস সনাতন গার্লস হাই স্কুলে।গর্ভবতী অবস্থায় সে প্রথম দুটি পরীক্ষা দিয়েছিলেন।কিন্তু মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ প্রসব যন্ত্রণা হয় তারপর পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে জয়নগর ১ নং ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাতে

ই তিনি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। বুধবার ছিল এডুকেশন পরীক্ষা। সদ্যোজাতকে কোলে নিয়েই সে হাসপাতালে পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও শারীরিক সমস্যার কারণে সে এদিন পরীক্ষা দিতে পারেনি বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। তবে আগামী যে পরীক্ষাগুলো বাকি আছে সেগুলি দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ঐ পরীক্ষার্থী ইয়াসমিনা গাজী। বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ আছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে গত এক বছর আগে জয়নগর থানা এলাকার বহড়ুর হাসিমপুর গ্রামের পাশের পাড়াতে ইয়াসমিনা গাজীর বিবাহ হয়। বিয়ের পরেও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল সে। সেইমতো এ বছর সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে।

প্রথম দুটি পরীক্ষা সে ঠিকঠাক দেয় কিন্তু বুধবার সে সন্তানের জন্ম দেওয়াতে পরীক্ষা দিতে পারলো না। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সুস্থ থাকলে আবার সে পরীক্ষায় বসতে পারবে। এবং যে কটি পরীক্ষা বাকি আছে সেই পরীক্ষাগুলি যাতে দিতে পারে তার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।তবে পরীক্ষা দিতে না পারলেও সদ্য মা হয়ে খুশি ইয়াসমিন।

WHITEOAK
CAPITAL MUTUAL FUND
THE ART AND SCIENCE OF INVESTING

WhiteOak Capital Asset Management Limited
(CIN- U65990MH2017PLC294178)
Registered Office: Unit No. B4, 6th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025.
Website: https://mf.whiteoakamc.com **Tel. No.:** +91(22) 69187607
Fax No.: +91 (22) 69187643 **email:** clientservice@whiteoakamc.com

INVESTOR AWARENESS PROGRAM

NOTICE is hereby given for a forthcoming Investor Awareness Program ('IAP') to be conducted by WhiteOak Capital Mutual Fund. Details of the IAP are as follows:

Date of IAP	Address of IAP	Time
February 24, 2024	Kenilworth, 1 & 2, Little Russel St, Kolkata, West Bengal 700071	06:30 P.M

For any updates/ latest information about upcoming IAPs, visit our website https://mf.whiteoakamc.com.
This is an investor education and awareness initiative by WhiteOak Capital Mutual Fund.

For WhiteOak Capital Asset Management Limited
(Investment Manager for WhiteOak Capital Mutual Fund)

Sd/-
Authorised Signatory
Date : February 22, 2024

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩০

ভারত রাশিয়া আমেরিকা

ভারত রাশিয়া এবং আমেরিকার সেনারা মিলে বহু বছর বাদে এক সঙ্গে মহড়া করা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। দিল্লি যে ভারসাম্য নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তারই সুফল মিলছে বলে মনে করছে বিদেশ মন্ত্রক। এদিকে চিন রাশিয়া এবং আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেও তাদের আগ্রাসন নীতি থেকে সরে আসছে না। তার ফলে চিন সম্পর্ক সকলেই সন্দিহান হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। চিন কী চাইছে তা পরিস্কার নয়। এবারে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী সদস্যরা হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার ফলে ভারত এখন বলতে গেলে বিশ্বর অন্য শক্তিশালী দেশে পরিণত হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। ইজরায়েলের সঙ্গে হামাসের যুদ্ধের সময়ে ভারত ইজরায়েলকে সমর্থন করেছিল। রাশিয়া এ ব্যাপারে একেবারে চুপ করে রয়েছে। তবে পুতিন বলেছেন, জঙ্গি হানা বন্ধ করত হবে। নাহলে বিশ্বের আর্থিক সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এদিকে ইজরায়েল হানাকে কেন্দ্রকে হুথিরা লোহিত সাগরে বহু পণ্যবাহী জাহাজকে লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাহত হতে শুরু করেছে। পণ্যবাহী জাহাজের সঙ্গে এখন একটি করে সেনা জাহাজ দিলে গেলে তার খরচ আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। তখন সেই পণ্য কেনার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকবে না। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি করাটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে থাকবে। সেই কারণে আমেরিকার নৌ সেনা থেকে শুরু করে ব্রিটেনের নৌ সেনারা ড্রোন হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। এখন আবার হুথিরা পাল্টা ড্রোন হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে ইজরায়েল হামাসের ওপরে হামলা বন্ধ করতে তারা বাণিজ্য জাহাজের ওপরে হামলা করবে না। ইজরায়েল হামাসকে স্বীকার করে নেবে। হামাস সংগঠনকে স্বীকার করে নেওয়া এবং গাজা ভূখণ্ড থেকে ইজরায়েলের সেনা অপসারণ করতে হবে। তবেই হুথরা হামলা থামাবে না। না হলে হামলা চলতে থাকবে। এবারে আমেরিকার সেনা মহড়ার পাশাপাশি ইরানের সেনারা যুদ্ধ করছে। লোহিত সাগরে উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হওয়ার ফলে ইরান এবং আমেরিকার কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। মোদি সরকার শেষ বেলায় বেশ অসাধ্যসাধন করলো বলা যেতে পারে। মিলন ২৪ নাম দিয়ে শুরু হতে চলেছে সেনা মহড়া। ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহড়া চলবে। আমেরিকার নৌ সেনা এবং জাহাজ পাঠিয়েছে। কূটনৈতিক শিবির মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে গত দুই বছর আমেরিকা রাশিয়া পরস্পরের ওপরে দোষারোপ করতে শুরু করে দিয়েছিল ইউক্রেন যুদ্ধকে নিয়ে। ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই বিভেদ ভুলে গিয়ে রাশিয়া এখন এই সেনা মহড়ায় অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ দেখিয়েছে। রাশিয়া সাঁজোয়া রণতরী এবং নৌ সেনা পাঠিয়েছে। এর আগে সেই রাশিয়া একটি মিলন মহড়া করেছিল সেখানে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করা হলে রাশিয়া তাতে অংশ গ্রহণ করেনি। একমাত্র আমেরিকার সেই সময়ে অংশ গ্রহণ করে। এদিকে ভারতের বিদেশ দফতর থেকে বলা হয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকার বড় বাজার হচ্ছে ভারত। তার ফলে ভারত এক যা বলছে তাই প্রায় দুটি দেশকে গ্রহণ করে নিতে হচ্ছে। এদিকে চিন এই মহড়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে। এই মহড়ায় প্রায় ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। থাকবে ১৫টি দেশের যুদ্ধ জাহাজ। আমন্ত্রিত দশগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, তাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, মালয়েশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইরান এবং রাশিয়া। এক কথা চিন বিরোধী ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অক্ষকে এই জলভাগে নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতের আইএনএস বিক্রান্ত, আইএনএস বিক্রমাদিত্য সহ মোট ২০টি জাহাজ অংশ গ্রহণ করবে। আকাশ পথে ভারতের ৫০টি যুদ্ধ বিমান অংশ গ্রহণ করবে। এদিকে রাশিয়া, আমেরিকা এবং ভারত সহ যে সব দেশগুলি সেনা মহড়া করার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে তারা চিনের আগ্রাসন নীতির বিরোধী।

স্বেচ্ছা সেনা ইউক্রেনে

রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে তারা স্বেচ্ছাসেবী সেনা বলে পরিচত। তারা সেনার হয়ে কাজ করতে এসেছেন নিজের ইচ্ছায়। আগামি ২৪ ফেব্রুরায়ি এক বছর পূর্ণ হবে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। তবে এই যুদ্ধ কোথায় গিয়ে থামবে তা বলা খুবই কঠিন। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে রাশয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হওয়ার ফলে অস্ত্র কারখানা এবং তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তেলের জন্য হাহাকার পড়তে শুরু করে দিয়েছে সারা বিশ্বে। রাশিয়া এখন তেল বিক্রি করে অর্থ রোজগার করতে শুরু করেছে? আমেরিকা অস্ত্র বিক্রি করছে। ফলে তেল এবং অস্ত্র কারখানাগুলি এখন ব্যাপক ভাবে লাভ করতে শুরু করেছে। একটি যুদ্ধ যদি এই অতি লাভের পথ তৈরি করে দিতে পারে তাহলে কেন যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কথা বলবে সবাই আরও চলুক না যুদ্ধ। ব্রিটেন তা অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করেছে। সারা দিন ধরে ব্রিটেনের অস্ত্র কারখানা খোলা রয়েছে। সেখান কাজ হচ্ছে। আমেরিকার অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিশ্বের সব শক্তিশার্লী দেশগুলি এখন অস্ত্র নির্মাণ করতে শুরু করেছে। বিশ্বে এখন অস্ত্র কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। ইউক্রেনে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীর সদস্য হচ্ছেন শামশুর। তাঁর মতো বহু লোক সেনা বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ ব্যবসায়ী এবং কেউ আবার আইনজীবী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ব্যবহৃতঅস্ত্র সারিয়ে এদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই অস্ত্রে সাহায্যে শাহিদ ১৩৬টি ড্রোনকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

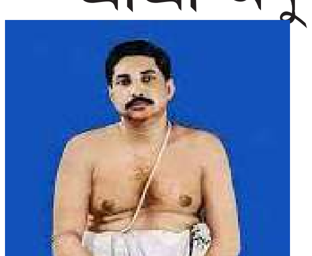

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না।

মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সমাজে নারীরা মাথা তুলে দাঁড়াবে

সাধক বামাক্ষ্যাপা

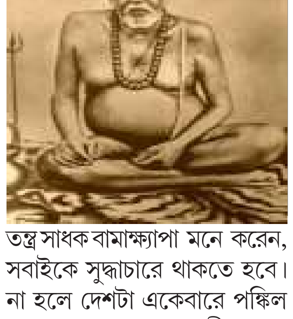

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

বারাঙ্গনা পল্লি থেকে উঠে আসা নটী বিনোদিনী নাট্য সম্রাজ্ঞী খেতাব লাভ করেছিলেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

(বাংলার নাট্য জগতে প্রবাদ প্রতীম প্রতিভা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আর্শীবাদধন্য নাট্য সম্রাজ্ঞী নটী বিনোদিনী। তাঁকে নিয়ে বাংলার নাট্য জগতেও আজও সমানভাবে চর্চিত হয়। এবারে সেই চর্চায় অংশ গ্রহণ করলেন ডাক্তার অসীমকুমার সরকার। পেশায় চিকিৎসক হলেও তিনি 'নটী বিনোদিনী ও বাংলার নাট্যসমাজ' একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'আমার অভিনেত্রী জীবন' নামে ধারাবাহিকভাবে বিনোদিনী নিজের স্মৃতি কথা লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর আর একটি বই রয়েছে 'আমার জীবন'। তাঁর স্মৃতি কথাগুলি যাঁরা এখনও পড়ে উঠতে পারেননি তাঁরা ডাক্তার সরকারের ওই বইগুলির উল্লেখযোগ্য অংশ পাবেন।)

নটী নিনোদিনীর জন্ম ১৮৬৩ সালে . তখন তাঁর বাসা ছিল ১৫৪ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। মা দিদিমার কাছেই বড় হতে শুরু করেছিলেন তিনি। ছোটবেলায় বিনোদিনীর নাম ছিল পুঁটি। মা ভাই আর দিদিমাকে নিয়ে সংসার। পুটি কীভাবে বিনোদিনীতে পরিণত হলেন তা পথ অতি দীর্ঘ এবং কন্টকিত। বিনোদিনীকে তখন দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। গানের গলা ভালো থাকার জন্য বিনোদিনীকে গঙ্গাবাঈ গান শেখাতেন। তখনকার সময়ে গঙ্গাবাঈ এর ঘরে সন্ধ্যায় মজলিশ বসতো। সমাজদার লোকেরা এসে ভিড় করতো। গঙ্গাবাঈ বিনোদিনীকে বারাঙ্গানা ভূমিকায়। গঙ্গাবাঈ এর ঘরে স্ব্ধ্যার সময়ে এসে উপস্থিত হতেন পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ব্রজনাথ শেঠ। সেই মজলিসে বিনোদিনী আবার গান গেয়ে উপস্থিত শ্রেতাদের মুগ্ধ করতেন। পাশে থাকতেন গঙ্গাবাঈ। তারপরে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ বিনোদিনীকে ভর্তি করে দেওয়া হল। মহেন্দ্রলাল বসু এর ওপরে দায়িত্ব পড়ল বিনোদিনীকে দেখার। অর্ধেন্দু মুস্তাফি, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন নাট্য জগতের দিকপাল। তাঁরাই বিনোদিনীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। ১৮৭৪ সালে ১২ ডিসেম্বর মাত্র ১১ বছর বয়সে 'শত্রুসংহার' নাচকে অভিনয় করলেন। মাত করে দিলেন নাট্য প্রেমিদের। সেই সময়ে ঘরের মেয়েরা নাট্য জগতে প্রবেশ করতো না। বারাঙ্গানাদের থেকে মহিলা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে নাট্য জগতে মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হতো। বিনোদিনী নিজেই লিখেছেন যে তাঁর সাজতে কুবই কষ্ট হতো। ছোটা মেয়েকে বড় মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতে গেলে বড় মেয়ে সেজে মঞ্চে সেজে উপস্থিত হতে হতো। ১৮৮৫ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নাটকের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ভারত ভ্রমণে বের হয়। বিনোদিনী সেই নাট্য দলের প্রধান অভিনেত্রী। 'নীলদর্পণ' নাটক শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার স্বীকৃতি লাভ করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটকে বিনোদিনী অভিনয় করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। ১৮৭৬ সলে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' ত্যাগ করে 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ অংশ গ্রহণ করেন। শুরু হল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির নাটকে তিনি নায়িকরা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তখন তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীশরৎ চন্দ্র ঘোষ। 'বেঙ্গল থিয়েটার' তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল তার কারণ গিরিশ ঘোষ তাঁকে আকর্ষন করতে থাকেন। কপালকুণ্ডলা নাটক দেখতে এসেছিলেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর মালিক কেদারনাথ চৌধুরী। গিরিশ এবং কেদারনাথ বুদ্ধি করে বিনোদিনীতে ন্যাশনাল থিয়েটারে নিয়ে এলেন। গিরিশি ঘোষের হাত ধরেই নটী বিনোদিনী নাট্য জগতে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেন। গিরিশ ঘোষের হাতে পড়ে বিনোদিনী হয়ে উঠলেন নাট্য সম্রাজ্ঞী। সীতা, প্রমীলা, কৈকেয়ী, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি এই রকম বহু নারী চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মৃণালিনী' নাটকে মনোরমার অভিনয় দেখে বলেছিলেন ''আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনো যে প্রত্যক্ষ্য দেখিব এমন আশা করি নাই। আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল'। বিনোদিনী যখন বিনোদ নামে পরিচিত। ন্যাশনাল থিয়েটারে বিনোদিনীর শিক্ষাগুরু হলেন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। ১৮৭৭ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে পরপর অভিনয় করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। গিরিশ ঘোষ বিনোদিনীকে শেখানেত শুরু করলেন কী করে নাট্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা সম্ভব। বিনোদিনীর বাড়িয়ে নাটক নিয়ে আলোচনার আসর বসতো। সেই সময়ে সেখানে আসতেন গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র।

বিলাতের নাটক থেকে শুরু করে শেক্সপিয়ার নাটক নিয়েও আলোচনা চলতো। অবস্থার বিপাকে পড়ে কেদারনাথ 'ন্যাশনাল থিয়টার' বিক্রি করে দিলেন। দুই তিনবার হাত বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতাপচাঁদ জহুরী ন্যাশনাল থিয়েটার কিনে নিলেন। গিরিশ ঘোষের হাতে পড়ে বিনোদিনী দক্ষ আভিনেত্রী হয়ে উঠলেন। কাশীতে গিয়েছিলেন পনেরো দিন ছুটি নিয়ে। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিনোদিনী। মালিক জহুরী তাঁর বেতন বন্ধ করে দিলে তিনি অপমানিত বোধ করেন। থিয়েটার ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলে গিরিশ তাঁকে নিষেধ করেন। গিরিশ ঘোষকে উৎসাহিত করেছিলেন বিনোদিনী আলাদা থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করতে। গিরিশ ঘোষ বিনোদিনীর কথা রাজি হয়ে যান এবং একটি নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

বাংলা নাটক শুরু হয়েছিল গ্রামীন লোকাভিনয়ের হাত ধরেই। সেই সয়ে গ্রাম বাংলায় পৌরানিক কাহিনীকে অবলম্বন করে ক্ষুদ্র পরিসরে নাট্য পালা হতো। তবে তা ছিল অতি সাধারণ। পোশাক পরিচ্ছদ করে সেই সময়ে অভিনয় করার কৌশল গ্রামবাসীদের জানা ছিল না। গ্রামের দেখতে সুন্দর ছেলেরা রাম সীতার অভিনয় করতো। সেইগুলোকে বলা হতো পালাভিনয়। বাংলার লোক সংস্কৃতির সঙ্গে পালাভিনয় বা লোকাভিনয় লুকিয়েছিল। গ্রামের ছেলেরাই কোনও উৎসবের সময়ে এই সব পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে পালা গান থেকে শুরু করে পালাভিনয় করতো। যেমন বারানসের রামলীলা, বাংলা বিদ্যাসুন্দর পালার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই সময়ে গ্রাম বাংলায় পালাভিনয় করে নাম করেছিলেন শিশুরাম অধিকারী, পরমানন্দ, শ্রীদাম, সুদাম, বদন অধিকারী খ্যাতিলাভ করেছিল। তবে ইউরোপীয় বাংলায় আসার ফলে বাংলার নাটক আধুনিক রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৭৫৩ সালে লালবাজারের উত্তর পূর্ব কোনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'প্লে হাউস' ইংরেজদের প্রথম রঙ্গালয়। কলকাতার বাইরে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চন্দননগর থিযেটার (১৮০৮), চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩), দমদম থিয়েটার (১৮১৫) সাঁসুচি থিয়েটার (১৮৩৯০) বেশ সুমান অর্জন করে। যথার্থ নাটকাভিনয় বলতে যা বোঝায় সেই রকমভাবে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে বাংলা. নাটক করে গিয়েছিলেন রুশ অভিনেতা হেরাসিম লেবেডেফ। ১৭৯৫ সালে কলাকতার চিনে বাজার এর কাছে ডোমতলা লেনে বেঙ্গলী থিয়েটার স্থাপন করে ...(১৭৯৫) এবং ....(১৭৯৬) দুইখানা ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করে নট নটীর দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। এই অভিনয় দেখার জন্য বাঙালি এবং সাহেবরা বেঙ্গলী থিয়েটারে উপস্থিত হয়েছিল। ১৮৩১ সালে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর কলকাতার শুড়া অঞ্চলে হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন। এরপরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্ররা উৎসাহিত হয়ে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার স্থাপন করেছিল। শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাড়িয়ে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় হয়েছিল। তবে সালটা ১৮৩৩ না ১৮৩৫ তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ১৮৫৭ সালে আশুতোষ দেবের বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের শকুন্তলা'র অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। তারপরে জি সি গুপ্ত এর 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২), তারাচরণ সিকদার এর 'ভদ্রার্জুন' ১৮৫২ সালে, হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' ১৮৫৩ সালে, রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ১৮৫৪ সালে এবং কালী প্রসন্ন সিংহের পৌরানিক নাটক এবং উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক ১৮৫৬ সালে অভিনয় হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) দুটি নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মধে রয়েছে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) এবং 'নবনাটক' (১৮৫৬)। রামনারায়ণ যখন নাটক রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন মাইকেল নাট্য জগতে পা রাখেননি। মাইকেল মধুসূদন বাংলা নাট্য জগতে আবির্ভূত হতেই বাংলার নাটকে একেবারে পাশ্চাত্য রীতি প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এতকাল ধরে নাটকগুলিতে যে পৌরানিক কাহিনীর সূত্র ধরে পালাগুলি এগোতে শুরু করে দিয়েছিল তার মধ্যে কোনও নতুনত্ব ছিল না। কোনও নতুন কৌশল দেখতে পাওয়া যায়নি। পৌরাণিক ঘটনাগুলিতে রোমান্টিক করার কথা ভাবা হয়নি। পৌরাণিক কাহিনী যেভবে প্রকাশ পেয়েছিল তাকেই রক্ষা করে সেই সব নাটক অভিয়ন করা হতো। কিন্তু মাইকেল নাটক জগতে প্রবেশ করতেই নাটকের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। বলা যেতে পারে নাট্য সংলাপগুলি দর্শকদের মনকে স্পর্শ করলো। ১৮৫৮ সালে মাইকেল পাইকপাড়ার জমদিার সিংহদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে গিয়েছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ নাটক 'রত্নাবলী' দেখতে। নাটক দেখে তাঁর মন ভরেনি। বাড়ি ফিলে এসে নাটক লেখার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'শর্মিষ্ঠা' নামে পৌরাণিক নাটক লিখে ফেললেন। ১৮৫৯ সালে গোড়ায় 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ছাপা হয়ে প্রকাশ পেল। কবি মাইকেল পৌরানিক কাহিনী অবলম্বন করে শর্মিষ্ঠা নাটকটি লিখলেও সেখানে কিন্তু যুগের প্রভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। পৌরনিক যুগের চিন্তার প্রকাশ সেখানে স্থান পেল না। আধুনিক যুগের চিন্তা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করলো। মহাভারতে আদি পর্বের অন্তর্গত কাহিনী- 'শর্মিষ্ঠা, দেবযানী এবং যযাতি'র গল্পকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত হয়েছিল। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রকাশ দেখতে পাওযা যায়। মাইকেল এর আগে 'মেঘনাদ বধ 'কাব্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা বাক্তি সত্ত্বার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। রামকে মহান করতে গিয়ে মহাকবি বাল্মিকী রামায়ণের মধ্যে অন্য যেসব চরিত্রগুলি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেননি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আরোপ করতে পারেননি মাইকেল 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি রাম ছাড়া অন্য সব চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদের যে জীবন সত্ত্বা ছিল তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। জানতে পারা গিয়েছিল যে যখন মাইকেল 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করেছিলেন এবং সেই সময়ে উদাররপন্থীদের কাছে তা গ্রহণীয় হয়ে উঠত শুরু করে দিয়েছিল

(ক্রমশ)

তখন এই কাব্যের বিরোধিতা

বহু পরিবারের মত, আমাদের সন্তানের বাংলা ভাষাটা ঠিক মতো আসে না'

কলকাতার রাস্তায় সকাল বেলা ঘুরলেই বুঝতে পাওয়া যায় যে অসংখ্যা ছাত্রছাত্রীরা পিঠে বইরে বোঝা নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করেছে। তারা বলতে গেলে অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তাদের পিতামাতা প্রায় সময়ে বলতে থাকে যে তাদের সন্তানরা মাতৃভাষাটা ঠিক মতো করে বলতে পারে না এবং লিখতে পারে না। এটা বেশ গর্ব করে বলতে শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি বিশেষ করে শহরের বাংলা স্কুলগুলি অধিকাংশ তালাবন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা করানোর ইচ্ছা এখন আর অভিভাবকদের নেই। তারা এখন তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে পড়াতে আগ্রহী। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর বেশ কয়েকটি করে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি ছাত্রদের অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে বাংলা মাধ্যমে পড়ে ছাত্রদের আর মুর্খ রাখার ইচ্ছা অভিভাবকদের নেই। কিন্তু শহর কলকাতা ছেড়ে যদি একবার গ্রামের দিকে তাকানো যেতে পারে তাহলে দেখতে পাওযা যায় সেখানে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি বেশ রমরমা করে চলছে। সেখনকার স্কুলে ছাত্রদের অভাব নেই। স্কুলে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন সেখানকার শিক্ষকেরা। বাংলাভাষার পাশাপাশি ইরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা ওপরে বেশি করে পদক্ষেপ দিতে শুরু করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বিলাত যখন বাংলায় স্কুল খেলার কথা চিন্তা করতে শুরু করে তখন রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ওপরে শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে। রামমোহন রায়ের নীতি ধরে পথ চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি তো প্রথম থেকেই বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তিনি তো সেই সময়ে তত্ত্ববেধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষাকে বাংলার ভাষার পাশাপাশি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বেথুন সাহেব। তিনি তো মহিলাদের শিক্ষা ব্যাপারে এগিয়ে এসে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই বেথুন স্কুলে ছাত্রী জোগাড় করতে এগিয়ে এসেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাংলা ভাষা বা মাতৃভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন সহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' নাম ছিল সেই পত্রিকার। সেই সময়ে বাংলার অধিকংশ মানুষেরা বাংলা ভাষা চর্চার ওপরে বেশি করে গুরুত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা একদিকে যেমন বাংলা ভাষার চর্চা করতো অপরদিকে তারা আবার ইংরেজি ভাষার চর্চা করতো। তা বড় প্রমাণ হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি তো একেবারে সাহেব তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোনও সময়ে বাংলা ভাষা শুনতে পাওয়া যেত না। কিন্তু ভাগ্য তাকে আবার মাতৃভাষার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। তিনি ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করতে শুরু করলেন। বাংলা ভাষাকে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বাংলা ভাষার পত্রপত্রিকার ওপরে ষিধাজ্ঞা জারি করতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাংলা ভাষার পত্রিপত্রিকার ওপরে নিষেধ আরোপ করতে শুরু করেন। তার ফলে 'বন্দে মাতরম' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকা এক সময়ে প্রকাশিত হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বিপ্লবী তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল কিংসফোর্ডকে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ একটি সময়ে বাংলা ভাষা বলতে পারতেন না এবং লিখতে পারতেন না। পরে তিনি যখন ভারতে এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। মাতভাষাকে কোনও সময়ে ভুলে থাকা যায না একটি সময়ে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন কবি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে বাংলা ভাষা যথেষ্ট শক্তিশালী ভাষা। আজকে হিন্দি ভাষার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। কিন্তু সরকার কোনও সময়ে বলছে না যে ইংরেজি ভাষা এবং মাতৃভাষাকে ত্যাগ করা কিন্তু চলবে না। হিন্দি ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বহু ভাষা চর্চার পথ একেবারে সুগম হচ্ছে না। প্রতিতি ভাষাকে মর্যাদা দিতে হবে। কোনও বাঙালি সন্তান যদি বলেন তার মুখে ঠিক মতো বাংলা ভাষাটা আসে না সেটা কিন্তু লজ্জার বিষয়। তবুও এই কথাটি পথেঘাটে ঘরে বাড়িতে প্রায় সময়ে শুনতে হয়। এটা কিন্তু বাঙালির জাতির নিশ্চয় গর্বের কথা নয়। বরং লজ্জার কথা। ইংরেজি ভাষা শিখবে নিশ্চয়। তবে বাংলা ভাষকে পরিত্যাগ করে নয় সেটা দেখার প্রয়োজন রয়েছে প্রতিটি পরিবারের।

পাঠক প্রতিবাদ ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে জোচ্চুরি

পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ইউ পি ইএস দেরাদুন ,যদিও ইউজিসি দ্বারা এখনও একটি স্বীকৃত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় (এর স্বীকৃতির পত্রটি প্রথম ২০০৪ সালে এসেছিল এবং ইউজিসি দ্বারা-এই ইউনিভার্সিটির দ্বারা (ইউজিসিতে আবেদনের মাধ্যমে ২০০৩ এর পরে আর কোনও পরিদর্শন করানো হয়নি এদের কর্তপক্ষ দ্বারা) UGC ধারা ২২A– এবং ২ SfV (কিন্তুকোন সরকারী আর্থিক সাহায্য ছাড়া) ১৯৫৬ ইউজিসি আইনের, তাই এটা অবশ্যি ইউ জি সি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই ইউজিসি দ্বারা সমস্ত নির্দেশিকা,নিয়ম ,অর্ডার এবং বিধানগুলো পালন করা উচিত বলেই আমার মনে হয়। কিন্ত সেটা ওনারা বিন্দু মাত্র পালন করেন বলে আদৌ মনে হয় না। উদাহণস্বরূপ বলতে পারি ১) UPES এবং স্কুল অফ ডিজাইনে সম্ভবত এদের শিক্ষকদের দ্বারা তাদের ক্লাসের মধ্যে ছাত্রদের উপস্থিতি হার্ডকপি রোলকল রেকর্ডিং সিস্টেমে হয় না রোলকল খাতায় বা রেজিস্টারে ।(ইউ জি সির নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে তাদের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি সম্পর্কিত কোনও নিয়ম এবং প্রবিধান বা নির্দেশিকা তারা অনুসরণ করেন না। ক্লাস চলাকালীন কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর উপস্থিতির রেকর্ডও রাখা হয় না। ছাত্রদের অভিভাবক হিসেবে চিঠি দিলেও এদের ক্লাসের অ্যাটেনডেন্স রাখার নিয়ম এনারা পরিবর্তন করে না।) । বরং একটি বায়োমেট্রিক মেশিনে ওনাদের দেওয়া ছাত্রদের পরিচয়পত্র পাঞ্চ করার একটি সম্পূর্ন অদ্ভুত রকমের ক্লাস উপস্থিতির ব্যবস্থা রয়েছে (যাকে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি বলা হয় এবং যা কেবলমাত্র UGC চিঠি দ্বারা সমস্ত শিক্ষক এবং অন্য সকল কর্মচারীদের জন্য ইউজিসির লিখিত নির্দেশ আছে), যে মেশিনটি হতেই পারে ত্রুটিপূর্ণ । থাকতেও পারে সেটি সাময়িক ভাবে অকার্যকর । থাকে রক্ষণাবেখনের অভাব। আপনি একজন নতুন ছাত্র বা ছাত্রী হিসেবে এতে অভ্যস্ত নাও হতে পারেন বা ভুলে যেতেই পারেন আপনার স্টুডেন্ট আইডেন্টি কার্ড পাঞ্চ করতে ক্লাসে প্রবেশ করবার আগে।, এইভাবে এরা অ্যাটেনডেন্স নেবার জন্য ,আপনাকে ক্লাসে অনুপস্থিত ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে দেখাতে পারে এবং আপনার সেমিস্টারের সাবজেক্টগুলোতে উপস্থিতির শতাংশের ঘাটতি দেখাতে পারে (ন্যূনতম ৭৫ দরকার এদের নিয়ম অনুসারে), আপনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলার সেমিস্টার পরীক্ষায় উপস্থিত হতে বাধা দেয় (যদি একজন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ৭৫ এর কম হয় বা ৬৭ এর কম হয় মেডিকেল সার্টিফিকেট সহ জমা দিলে যেটা কিন্ত ইউ জি সি র নিয়ম অনুসারে ৫০ এর কম হলে পরীক্ষায় বসা যায়) এবং একজন শিক্ষার্থীকে পাশ করবার জন্য বে্ফল বা রিপিট করানোর জন্য এটা এদের একটি বড় মোক্ষম অস্ত্র। কেননা এদের কোনও সাবজেক্টে পাস বা ফেল ও নাকি নির্ভর করে(পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট) এই পার্সেন্টেজ এর ওপরে এবং যে ইউনিভার্সিটির সেমেস্টারে যে সাবজেক্ট (বিষয় গুলো) গুলোতে রেজাল্টে ফেল বা রিপিটহবে সেই প্রতিটি বিষয়ের জন্য ১০০০ থেকে ৩৫০০ টাকা এক্সট্রা ফী দিয়ে সাপ্লিমেন্টারি , পুনরায় সাপ্লিমেন্টারি ,পুনরায় পুনরায় সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় বসতে তাদের অনেককেই একরকম ভাবে বাধ্য করা হয়, এইভাবে তিন চারবার করে এইকই সাবজেক্টে সেই ছাত্রছাত্রীকে বসতে বাধ্য করানোর জন্য অতিরিক্ত টাকা অন্যায় ভাবে তাদের অভিভাকদের কাছ থেকে আদায় করা হয়ে থাকে এবং চাত্র ছাত্রীর সময় নষ্ট করা হয়। এটা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্কুল অফ ডিজাইনের কর্তৃপক্ষের একটা অতি সুচতুর পলিসি পয়সা রোজগারের । এতে তাদের কিছু কিছু ফ্যাকাল্টিরাও যুক্ত আছেন বলে আমার নিজস্ব ধারণা। ইউ পি এস দেরাদুন কিন্তু তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার পরীক্ষা পদ্ধতিতেও বা মূল্যায়নে ইউ জি সি এর নির্দেশিকা বা বিধানগুলি আদৌ অনুসরণ করে না ।

প্রফেসর ড. প্রণব কুমার ভট্টাচার্য এম ডি

ঐতিহ্য ঃ পলাশি যুদ্ধের পর শিব মন্দির

কলকাতার কেন্ডারডাইন লেনে একটি বিশাল শিব মন্দির রয়েছে। ১৭৮৫ সালে এই শিব মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন ফোট উইলিয়াম দূর্গের দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকড়াশি। ১৭৯৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। ত্রিলোকরামের বংশধর কন্যা সর্বমঙ্গলা দেবী এবং জামাতা রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর এই মন্দিরের

সেবায়ত। ৩০.০৮.২০০১ সালে কলকাতা হেরিটেজ কমিশন এই মন্দিরকে হেরিটেজ ঘোষণা করে। নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের পাশে মহম্দ রামজান লেনেই রয়েছে একটি বিখ্যাত মন্দিরটি। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মদনমোহন দত্তের দুই পুত্র- রসিকলাল দাস দত্ত এবং জহরলাল দাস দত্ত। সুউচ্চ আটচালার মন্দিরটির বর্তমান অবস্থা খুবই সঙ্গিন। সংস্কার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আগামি কয়েক বছরের মধ্যে মন্দিরটি সংস্কারের কাজে হাত দেবে। এই মন্দিরটি প্রায় ২৩০ বছরের প্রাচীন। মন্দিরের পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণে তিনটি দরজা রয়েছে। পশ্চিমদিকের দরজার ওপরে লেখা রয়েছে- শিবলিঙ্গমভূত সুসৌধে। ১৭১৬। দৈর্ঘ্যও প্রস্তের তুলনায় মন্দিরটির উচ্চতা- ৫০ ফুট।

কালীমন্দিরের একাংশ পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতীরা, ঘটনায় ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিহারী দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চললো মালদায়। লোহার গ্রিল ভাঙ্গার পাশাপাশি পুড়িয়ে দেওয়া হলো কালী মন্দিরের একাংশ । যদিও গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে দুষ্কৃতীর দল পালিয়ে গেলেও একজন ধরা পড়ে যায়। পরে খবর পেয়ে তদন্তে আসে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত দুষ্কৃতী সমস্ত ঘটনার খোলসা করেছে। বিহার থেকে এসে তারা মালদায় তাণ্ডব চালানোর পরিকল্পনা করেছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। বহিরাগত দুষ্কৃতীরা যে বাংলায় এসেছে হিংসা ছাড়ানোর পরিকল্পনা করছে, এই নিয়ে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল রাজ্য প্রশাসন । আর ঠিক রাজ্য প্রশাসনের এই আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। মঙ্গলবার মধ্য রাতে দুষ্কৃতীদের কালী মন্দিরের তাণ্ডব চালানোর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামে। ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীদের এই তান্ডবের ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে । সেখানে এক দুষ্কৃতী পুলিশের জেরায় বিহারের কিষাণগঞ্জ থেকে এসে মালদায় গোলমাল পাকানোর কথাও জানিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , ধৃত দুষ্কৃতী একেক সময় একেক রকম নাম বলছে। তবে ধৃত যে বিহারের কিশানগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করেছে পুলিশ । এদিন মধ্যরাতে চার থেকে পাঁচ জনের দুষ্কৃতির দল ইংরেজ বাজারের কৃষ্ণনগর গ্রামের একটি কালী মন্দিরে লোহার গ্রিল ভাঙ্গে । এরপর ওই মন্দিরের পুজোর সামগ্রী এবং প্রতিমায় আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এলাকার এক নৈশ প্রহরি বিষয়টি দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে দেন। এরপরই গ্রামবাসীরা হৈচৈ করে দুষ্কৃতীদের তাড়া করে। তখনই একজন দুষ্কৃতী গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায়। এরপর চলে উত্তমমধ্যম। এই ঘটনার খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত মিলকি ফাঁড়ির পুলিশ কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে বিভ্রান্ত করতেই আটক ওই দুষ্কৃতি নিজের নাম ভুলভাল বলছে। তবে ধৃতের বাড়ি বিহারের কিশানগঞ্জ এলাকায় । এই ঘটনার সঙ্গে আরও চার থেকে পাঁচ জন দুষ্কৃতী ছিল বলেও গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। সেই দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে অনুমান করছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, রাজ্য প্রশাসন আগেই অনুমান করেছিল বাইরে দুষ্কৃতীরা বাংলায় এসে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তা এদিন আবারো প্রমাণ মিলে গেছে। সম্প্রীতির ঐক্য বাংলায় গোলমাল পাকিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক দল নষ্ট করতে চাইছে। এটা আমরা কখনোই হতে দেব না। আজকের এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশের কাছে দাবী করেছি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হোক।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দিনহাটা হেমন্ত বসু কর্নারে উত্তরবঙ্গ চারুকলা উৎসবের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আলু জমিতে নাবি ধোসার প্রকোপ বাড়ায় দুশ্চিন্তায় কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর , ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই নাবি ধোসার ব্যাপক প্রকোপ। স্বাভাবিকভাবেই দিশেহারা আলু চাষিরা। কৃষকদের দাবি, চাষের শুরুতে দুর্যোগের জেরে বৃষ্টি হয়, সেজন্য দুবার আলু লাগাতে হয় এবছর। ফলে আলু চাষ সময়ের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছে। আলু চাষের মাঝপথে আবার আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বিপাকে পড়তে হয় কৃষকদের। দেরিতে চাষ শুরু হওয়ায় এখনও মাঠে আলুর ফলন বাকি। এখনও প্রায় একমাস লাগবে আলুর ফলন সম্পূর্ণ হয়ে জমি থেকে আলু তুলতে। চাষিদের কথায়, দেরিতে চাষ হওয়ায় ফলন হয়ে ফসল তুলতেও দেরি হচ্ছে। মাঠে আলু থাকলেও উধাও শীত, শীত উধাও হতেই আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে গেছে। আলু চাষের পক্ষে শীত উপযোগী, শীত না থাকলে রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা থাকে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে আলু চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। চাষিরা জানাচেছন, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আলু জমিতে নাবি ধোসার প্রকোপ বেড়েছে ব্যাপক হারে, যার জেরে চাষের শেষ সময়ে ঘোর দুশ্চিন্তায় কৃষকরা। চন্দ্রকোনার আলুচাষিদের দাবি, আলুর রোগ নিরাময়ের ওষুধের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটাই। বাজারে চাহিদা প্রচুর, কিন্তু ঠিক সময়ে তা পাওয়ায় যাচ্ছে না। যে ওষুধের ৯৫০ টাকা দাম ছিল, বর্তমানে তা ১১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলেও দাবি কৃষকদের। কৃষকরা আলু গাছ বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ঋণ নিয়ে দামি কীটনাশক কিনছেন। কৃষকেরা জানাচ্ছেন, ৫০ দিনের গাছ এখনই নাবি ধোসার ফলে নষ্ট হযে.গেলে ফলন স্বাভাবিকভাবেই কম হবে, খরচা উঠবে না। কৃষকদের আশঙ্কা, এ বছর চাষে লোকসান হবে। কৃষকের সারা বছর চলবে কীভাবে? মহাজন বা সরকারের থেকে কৃষিঋণ নিয়ে চাষ, তার টাকাই বা কী করে মেটাবে? নাবি ধসার জেরে এমনই সব দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে কৃষকদের মাথায়। কৃষকদের দাবি, কৃষি দফতর এ বিষয়ে.যেন নজর দেয়। পাশাপাশি কৃষিঋণ মুকুবের দাবি তুলছেন কৃষকেরা। আলু জমিতে নাবি ধসার প্রকোপের বিষয়টি স্বীকার করেছে কৃষি দফতর। চন্দ্রকোনা-২ ব্লকের সহ কৃষি আধিকারিক কৃষকদের সতর্ক করে বলেন, মেঘলা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া সঙ্গে আর্দ্রতা বা।ায় নাবি ধোসার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাকেই দায়ী করছেন তিনি। এই নিয়ে চাষিদের কী করণীয়, তাও পরামর্শ দেন তিনি।

আধার কার্ড বাতিল এমনি চিঠি এলো পরিবারের হাতে, চিন্তিত পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আধার কার্ড বাতিল এমনি চিঠি এলো পরিবারের হাতে। আধার কার্ড 'ডিঅ্যাক্টিভেট' বা নিষ্ক্রিয় হয়েছে বলে গত মঙ্গলবার পোস্ট অফিস থেকে এমন চিঠি পেয়েছেন মালদার হবিবপুর ব্লকের আইহো গ্রামপঞ্চায়েতের, বক্সীনগর খোট্টা পাড়ার একই পরিবারের তিন সদস্যের। কিন্তু সেই চিঠির বয়ানে কারণ হিসেবে যা লেখা হয়েছে, তাতে মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের। চিঠিতে লেখা রয়েছে, উপযুক্ত নথি না থাকায় আধার কার্ড 'ডিঅ্যাক্টিভেট করা হয়েছে। সেই আঁধারে চিঠি হাতে পাওয়াতে চরম আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন ওই পরিবার । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের লোকেরা ক্যামেরার সামনে না আসলেও তারা জানান মঙ্গলবার ডাকযোগে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার' রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতেই আতঙ্কে রয়েছে ওই পরিবার। স্থানীয় প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অমৃত হালদার বলেন -- কেন এভাবে আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়েছে বুঝতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে রয়েছে এই পরিবার এমনকি তাঁদের রেশন, ব্যাঙ্কের লেনদেন-সহ আধার নির্ভর কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও জানান তাঁরা। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়, আমাদের রেশন কার্ড প্যান কার্ড ব্যাঙ্কের বই সব রয়েছে। আধারের সঙ্গে প্যানকার্ড লিঙ্ক করেছি । তখন কোনও সমস্যা হয়নি। হঠাৎ করে কী ঘটল, বুঝতে পারছি না। রীতিমতো ভোটার, আধার কার্ড, প্যান কার্ড সব রয়েছে আমাদের কিন্তু কেন হঠাৎ করে এই চিঠি আসলো তা নিয়ে চিন্তায় ভেঙে পড়েছে ওই পরিবার।

মালদায় আবারও এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদায় এবার পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে মৃত্যু হল পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের। এলাকায় শোকের ছায়া। পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলেকে পেটের তাগিদে কাজ করতে যেতে হল ভিন রাজ্যে। পরিবারের সূত্রে জানা গেছে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে যেতে হল। শুধু তাই নয় তাদের থাকার ভিটেমাটি পর্যন্ত নেই। অন্যের জমিতে কামাত বাড়ি করে থাকেন। মালদার মানিকচক ব্লকের চৌকি তরতাজা যুবক শেখ সাফি আলম (২২) সংসার চালানোর জন্য ভিন রাজ্যে কাজে পাড়ি দেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে বিহারের পাটনায় টাওয়ারের কাজে গিয়েছিল। সেখানে কর্মরত অবস্থায় টাওয়ার থেকে পড়ে মারা যায়। সপ্তাহখানেক আগেই বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে পাটনা গিয়েছিল। সপ্তাহ শেষে নিথর মৃতদেহ ফিরলো গ্রামে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক শেখ সাফি আলমের বাবা শেখ ইস্রাফিল একজন শ্রমিক। বয়সের ভারে কাজ করতে পারেন না। মা রুনা বিবি এবার কংগ্রেসের প্রতীকে চৌকি মিরদাতপুর অঞ্চলের সালাবাতগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদ্যসা হিসাবে জয়ী হয়েছেন। বাড়িতে রয়েছে বাবা, মা একভাই ও বোন। এত বড় সংসার চলবে কি করে। এই কথা ভেবে সংসারে বোঝা টানার জন্যই চলে যায় টাওয়ারের কাজে।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও জলপাইগুড়িতে প্রচার শুরু বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও জলপাইগুড়িতে ভোটের প্রচার শুরু করলো বিজেপি। জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ সদর ব্লক সহ জলপাইগুড়ি আসাম মোর এলাকার পাশাপাশি জেলা জুড়েই দেখা গেল বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার লাগানো হচ্ছে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী এবং বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ এবং যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী জানান, আমরা লোকসভা ভোটের আগেই প্রচার করছি, জেলা জুড়ে ফ্লেক্স, ফেস্টুন ও ব্যানার লাগানো হচ্ছে। আপনার একটি ভোট হবে আরও শক্তিশালী ও নিশ্চিত দেশ।

গুলি চালানোর অভিযোগ সেনাকর্মীর বিরুদ্ধে, আটক সেনাকর্মী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিবেশীকে গুলি চালানোর অভিযোগে প্রাক্তন সেনা কর্মীকে আটক করলো পাঁড়ুই থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোরে বীরভূমের পাঁড়ুই থানার বাতিকার গ্রামে। জানা গেছে, বাতিকার গ্রামের বাসিন্দা মুক্তি পদ রক্ষিতের গাড়ির ব্যবসা রয়েছে। বুধবার ভোররাতে তার গাড়ির ভাড়া ছিল। ভোর চারটে নাগাদ বাড়িতে ড্রাইভার গাড়িটি নিতে আসে। হঠাৎ বিকট শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে পরিবারের লোকজন। চারিদিক খোঁজাখুঁজি করতে দেখা যায় সামনে বাড়ির প্রাক্তন সেনা যাওয়ার গোষ্ঠ গোপাল হাজরা বন্দুক হাতে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মুক্তিপদ রক্ষিতের পরিবার। তবে গুলি লাগেনি, গুলির বেশ কিছু স্প্রিন্টার ছিটে লাগে মুক্তিপদ রক্ষিতের গায়ে। রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। এরপর পরিবারের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে চড়াও হয় প্রাক্তন সেনা কর্মীর বাড়িতে। পরিবারের পক্ষ থেকে পাঁড়ুই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পাঁড়ুই থানার পুলিশ গিয়ে প্রাক্তন সেনা কর্মীকে আটক করে। জানা যাচ্ছে প্রাক্তন সেনা কর্মীর থাকার কারণে তার কাছে লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক আছে। তবে কি কারণে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটলো তা তদন্ত শুরু করেছে পাঁড়ুই থানার পুলিশ।

জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ' নিয়ে কর্মসূচি

তন্ময় মিশ্র, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ' নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সম্মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর রজত কিশোর দে মহাশয়, মালদা জেলা ডিএসপি (ট্রাফিক) সুশীল গুরুং, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর আশীষ কুন্ডু, ধনঞ্জয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টেন্ট আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ কর্মকার মহাশয়, ডেপুটি রেজিস্টার রাজিব পুতিতুন্ডি, ফিনান্স অফিসার জাহির হোসেন ও বিশ্ববিদ্যালযের সমস্ত অধ্যাপক, শিক্ষা বন্ধু কর্মী, গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীরা। এই অনুষ্ঠানের মধ্য এবং ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ মানুষরা পথ দুর্ঘটনা এড়াতে কিভাবে পথ চলবেন তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

সারা রাজ্যে পালিত মাতৃভাষা দিবস

দুরন্ত বার্তা, মালদা ও শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস পালন করলো গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বুধবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। সেখানেই এই মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষাবিদেরা। এদিন বিভিন্ন কালচারাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় এই মাতৃভাষা দিবস। একইভাবে শিলিগুড়িতেও পালন করা হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। শিলিগুড়ি পৌরনিগম ও পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই অনুষ্ঠানে মাল্যদান করেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা।

জলপাইগুড়িতে শীতের আমেজ অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বসন্ত কালে কুয়াশা, জলপাইগুড়িতে শীতের আমেজ অব্যাহত। বুধবার কুয়াশার চাদরে মোড়া জলপাইগুড়ি। বেশ কয়েকদিন থেকেই ভোর রাত থেকে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে তিস্তা পাড়ের জনপদ, এদিন সকালেও সেই একই দৃশ্যের সাক্ষী রইলো জলপাইগুড়িবাসী। সকাল ৯ টা বেজে গেলেও তিস্তা নদীর পাড়ে উকি দেয়নি সূর্যদেব। তবে আবহাওয়ার এই খামখেয়ালীপনার মজা নিচ্ছেন প্রাত ভ্রমনকারী থেকে জলপাইগুড়ির আমজনতা। এই প্রসঙ্গে শহরের বাসিন্দা ইন্দ্র ভূষণ সাহা বলেন, গত চার পাঁচ বছরে আবহাওয়ার এমন খেলা দেখিনি, সরস্বতী পুজোর পরেও এমন কুয়াশা অবাক লাগছে তবে উপভোগ করছি বেশ।

খাঁচাবন্দী হল পূর্ণবয়স্ক চিতা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী হল পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড। বুধবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া চা বাগানে ছয় নং সেকশনে বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী হয় একটি পূর্ণবয়স্ক মাদা লেপার্ড। এদিন খাঁচাবন্দী লেপার্ড দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা বনদফতরে খবর দেয় ঘটনাস্থলে নীলপাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা পৌছে খাঁচাবন্দী লেপার্ড উদ্ধার করে জলদাপাড়া নিয়ে যায় । এদিন খাঁচাবন্দী লেপার্ড দেখতে প্রচুর জনগণ ভিড় জমিয়েছিল।

এলাকায় ঢুকে পড়ল হাতি, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার গুমনাবস্তিতে ঢুকে পড়ল দুটি হাতি, ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল গোটা এলাকায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গুমনাবস্তিতে ঢুকে পড়ল দুটি হাতি। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল গোটা এলাকায়। জানা গেছে, এদিন ভোরবেলা দুটি হাতি ঢুকে পড়ে। এই দেখে তড়িঘড়ি স্থানীয়রা খবর দেন বনদপ্তরকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা। এরপর গোটা এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বনকর্মীরা। আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট আরিফ খান, ওয়াসিম আহমেদ খানের ছেলে, ৯৭ / ১ বি মিল অ্যাপ্রোচ রোডে বসবাসকারী, দলিল নম্বরটি হারিয়েছে। ২০১৬ সালের জন্য ১৫২৬০০১০১, এবং কামারহাটি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন১৪-০২-২০২৪ তারিখে G.D. এন্ট্রি নং ৭২৯-এর মাধ্যমে স্টেশনের তারিখ। যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ, বিষয়টি বা যে কোনও আপত্তি থাকলে ০৭-এর মধ্যে সমর্থনকারী ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে। এই তারিখ থেকে দিন যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ বলে বিবেচিত হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বর ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender(2 nd Call) is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for const. of 04 nos. rural roads. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID: 2024_ZPHD_658177_6 to 2024_ZPHD_658177_9. Last Date and time 26/02/2024, 09:00 A.M.

Sd/-Executive Officer
Namkhana Panchayat Samiti
District South 24 Parganas

Office of The Salboni Panchayat Samity, Salboni, Paschim Medinipur

E - TENDER NOTICE

NIT No. 238/EO/SAL-2023-24
Dated.- 20/02/2024

e-Tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity For 1No Civil work under Pathashree under Salboni Panchayat Samity. For details pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in

Bid Publishing date : 21.02.2024
Bid Closing date: 06.03.2024
Bid Opening date: 08.03.2024

Sd/- Executive Officer,
Salboni Panchayat Samity

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1." Temporary IT infrastructural work at Durgapur Circuit House in connection with VVIP visit on & from 26.02.24." 2. "Temporary IT infrastructural work at Jhargram Rajbari In connection with VVIP visit on & from 28.02.24 " 3. Temporary IT infrastructural work at Jhargram Stadium in connection with public distribution program in presence of VVIPs on & from 28.02.24 **SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-56,WBPWD/EE/BIT/NIQ-57& WBPWD/EE/BIT/NIQ-58 of 2023-24**. Last date of submission of Quotation: **25.02.2024 up to 4:30 PM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE
Bidhannagar IT Division, PWD

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for const. of 03 nos. rural roads. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID: 2024_ZPHD_670294_1 to 2024_ZPHD_670294_3. Last Date and time 05/03/2024, 02:00 P.M.

Sd/-Executive Officer
Namkhana Panchayat Samiti
District South 24 Parganas

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ১৩-ইওটি-কেআইআর-২৩; তারিখঃ ১৯-০২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা **"সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম"**-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার নিউ সিক লাইনে ১৪টি ইওটি ক্রেন, শিলিগুড়ি জং., আরওএই চ/নিউ জলপাইগুড়িতে ডেমু কার শেড এবং কিষানগঞ্জের সিক লাইনের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা (এএমসি)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৫,০২,৩২৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৫০,০০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার** ১১-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১১-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সংশোধনী- ০১

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ই এল-সিওএন-এনএফআর-ওএইচই-ডি-কে-০১, তারিখঃ ৩১-০১-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ইএল-কন-এনএফআর-ওএই চই-ডি-কে-০১-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। **অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ-** ২০-০৩-২০২৪, ১৫.০০ ঘণ্টা, **ধারা নং. ২.১১.২-এর তালিকাভুক্ত নথির শারীরিক জমাঃ-** ২৬-০৩-২০২৪, ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত, **টেন্ডার খুলবেঃ-** ২৭-০৩-২০২৪, ১৫.০০ ঘণ্টা, **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৬৮,৯০,৪৩,৯৯২.১৮ টাকা, **প্রশ্ন প্রাপ্তির শেষ তারিখ ঃ** ২৭-০২-২০২৪, ১৮০০ ঘণ্টা আইএসটি পর্যন্ত, **প্রিবিড কনফারেন্স তারিখ ঃ** ২৮-০২-২০২৪, ১১০০ ঘণ্টা আইএসটি পর্যন্ত, **কাজের নাম ঃ** এন. এফ. রেলওয়ের ডিমাপুর-কোহিমা প্রকল্পের নতুন লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত ধনসিরি-ফেরিমা নতুন সিঙ্গল লাইন সেকশনে "এফওসিএস এবং আরওসিএস সহ ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, সিঙ্গল ফেজ, এসি, বৈদ্যুতিকীকরণ কাজের ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিওরমেন্ট, কনস্ট্রাকশন এবং কমিশনিং" সহ সেকশনটির জন্য টিএসএস, এসসিএডিএ-এর সাপ্লাই, ইরেকশন, মোডিফিকেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং-এর কাজ এবং সিএলএস-এর ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ (৪৪ আরকেএম/৫৭ টিকেএম)"। ●ড্রাফ্ট ইপিসি চুক্তির নথি আপলোড করা হয়েছে। ●ধনসিরি, ধনসিরিপার, শখুভি, মলভম এবং ফেরিমার ইএসপি আপলোড করা হয়েছে। ● কিমি ০ থেকে ৪৫ পর্যন্ত এল সেকশন (০৭ ফাইল)।

টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন-II,
মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

Office of The Salboni Panchayat Samity, Salboni, Paschim Medinipur

E - TENDER NOTICE

NIT No. 237/EO/SAL-2023-24
Dated.- 20/02/2024

e-Tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity For 2Nos Civil work under Pathashree under Salboni Panchayat Samity. For details pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in

Bid Publishing date : 21.02.2024
Bid Closing date: 28.02.2024
Bid Opening date: 01.03.2024

Sd/- Executive Officer,
Salboni Panchayat Samity

Hooghly- Chinsurah Municipality

Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.:2680-2899/ 2319, Telefax.:2680-6092

Notice for invitation e-Tender

e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT4/2e/24
Memo No-: 5442/Eng/AS **Dated : 20.02.2024**

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. 2024_MAD_671288_01-11 Closing date of Bid submission is 07.03.2024 up to 15.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-https:// wbtenders.gov.in

Chairman /Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

Azadi Ka Amrit Mahotsav

নং. জিএমএ/জিএস/১৫২১(সিএমপি)(৩)-পিটি. I তারিখঃ ১৬/০২/২০২৪. সম্পূর্ণ সময়ের চুক্তির ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক মেডিকেল প্র্যাকটিশনার পদের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ। সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনে, নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলিতে ১ বছর মেয়াদের জন্য চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস/চিত্তরঞ্জনে সম্পূর্ণ সময়ের চুক্তির ভিত্তিতে **"চুক্তিভিত্তিক মেডিকেল প্র্যাকটিশনার"** নিয়োগের জন্য প্যানেল গঠন করতে একটি ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবেঃ- **(১) পদের নামঃ** চুক্তিভিত্তিক মেডিকেল প্র্যাকটিশনার (সিএমপি)। **(২) পদের সংখ্যাঃ** ০৪ (চার) শূন্য পদের সংখ্যা আইআরএইচএস অফিসারদের নিয়মিত নিয়োগের ওপর নির্ভর করে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। **সম্প্রদায় অনুসারে বিভাজন - (অঃসঃ - ০৩, অঃঅঃশ্রেঃ - ০১, তঃজাঃ - ০০, সৈনিকদের বিধবা - ০০, বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী - ০০)। ক্র.সং.; স্পেশালিস্ট; পদ সংখ্যা** নিম্নরূপঃ- **(১); অর্থোপেডিকস; ০১. (২); চিকিৎসক; ০১. (৩); সার্জন; ০১. (৪); সিএমপি/ জিডিএমও; ০১. (i) যদি কোন স্পেশালিস্টকে ওপরের তিনটি পদের জন্য না পাওয়া যায় তাহলে সিএমপি(জিডিএমও) দ্বারা ওই পদগুলি পূর্ণ করা হবে। (ii) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থী না পাওয়া গেলে অসংরক্ষিত শ্রেণীর দ্বারা সিএমপি পদ পূর্ণ করা হবে। (iii) প্রয়োজনানুসারে, সিএমপিদের সিএলডব্লু-র স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিসপেনসারি, হাসপাতাল যে কোনো স্থানেই নিযুক্ত করা হতে পারে।** আগ্রহী ডাক্তার যাঁরা উপরোক্ত পদে নিযুক্ত হতে চান এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও বয়স বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁদের রয়েছে তাঁদের যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র (অ্যানেক্সার 'এ') সহ, সকল শংসাপত্র সমেত নিম্নলিখিত স্থানে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউতে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে। **রিপোর্ট করবেনঃ** সেমিনার হল/কে.জি. হাসপাতাল/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন-এ। **ইন্টারভিউয়ের তারিখঃ ০৫-০৩-২০২৪। রিপোর্টিং-এর সময়ঃ** সকাল ১০টা। ইন্টারভিউতে উপস্থিত হওয়ার সময়, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জাতিগত প্রমাণ ইত্যাদির প্রত্যয়িত কপি সহ প্রকৃত শংসাপত্র এবং যথাযথ প্রত্যয়িত দুটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ (দুটির মধ্যে একটি আটকানো অবস্থায়) যথাযথভাবে নির্ধারিত বয়ানে পূরণ করা আবেদনপত্র সঙ্গে করে আনতে হবে যা উপযুক্ত প্রার্থী যোগদানের সময়ে দাখিল করতে হবে। বয়স, শিক্ষাগত/প্রযুক্তিগত যোগ্যতা, পারিশ্রমিক, নিয়োগের প্রকৃতি, অন্যান্য সুবিধা এবং আবেদনের বয়ান (অ্যানেক্সার 'এ') ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ জানতে, সিএলডব্লু ওয়েবসাইটঃ **https://clw.indianrailways.gov.in** -এর থেকে বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করুন [এই লিংকের অধীনেঃ **News & Recruitment → Important Notice → Walk in Interview for the post of Contract medical Practitioners on full time contract basis in CLW/Chittaranjan letter dated 16.02.2024** → ডাউনলোড]

PR5-325 ডেপুটি সিপিও/(জি অ্যান্ড এ), সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

পূর্ব রেলওয়ে

আরএফকিউ (যোগ্যতার জন্য অনুরোধ)-এর বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/আসানসোল ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম অফিস, টিআরডি বিল্ডিং, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ কর্তৃক ম্যানুয়াল টেন্ডার উল্লিখিত নির্ধারিত বয়ান অনুসারে নিম্নলিখিত কাজ করার জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন প্রখ্যাত সংস্থ/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ম্যানুয়াল টেন্ডারের মাধ্যমে যোগ্যতার জন্য অনুরোধ (আরএফকিউ) আহ্বান করা হচ্ছে। **আরএফকিউ নং. ঃ ইএলইসিটি (জি)-এএসএন-আরএফকিউ-পিপিপি-সোলার-০১-২০২৪-২৫, তারিখ ১৯.০২.২০২৪। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসনে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) সহ ডেভেলপার মোড-এর মাধ্যমে আসানসোল ডিভিসনে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ১.৫ (দেড়) এমডব্লুপি (১ এমডব্লুপি + ০.৫ এমডব্লুপি) ক্ষমতার ব্যবস্থার (পিপিপি মোড) গ্রিড সংযুক্ত রুফটপ সোলার ফটো ভোল্টেইক মডিউল-এর প্রতিষ্ঠা। **কাজের অনুমানিক মূল্য ঃ** পিপিপি মডেল-এ দরপ্রস্তাবদাতা কর্তৃক প্রস্তাব প্রদত্ত হবে। **কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** নিয়োগের তারিখ থেকে ১২ মাস। **আরএফকিউ-এর বিজ্ঞাপন মেয়াদ ঃ** ১৯.০২.২০২৪ থেকে ২০.০৩.২০২৪ পর্যন্ত। **টেন্ডার বাক্স ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/আসানসোল ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম অফিস, টিআরডি বিল্ডিং, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১-এর কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। **আরএফকিউ বন্ধের এবং খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায় (বন্ধ হবে) এবং ২ টোয় (খোলা হবে)। **(আরএফকিউ) টেন্ডার খোলার স্থান ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/আসানসোল,পূর্ব রেলওয়ের কার্যালয়। **আরএফকিউ যেখান থেকে ক্রয় করা যাবে সেই কার্যালয়ের ঠিকানা এবং ওয়েবসাইট বিবরণ ইত্যাদি ঃ** আরএফকিউ নথি **http://www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **কার্যালয় ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম অফিস, টিআরডি বিল্ডিং, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১। **ই-মেল ঃ srdeegasner@gmail.com।** আরএফকিউ নথির মূল্য ঃ ৩৪,৮১০ টাকা (ফেরত অযোগ্য) (জিএসটি সমেত) ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট-এর মাধ্যমে "এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা"-র অনুকূলে, "কলকাতা"-তে প্রদান করতে হবে (টেন্ডার বাক্সে আরএফকিউ নথির সঙ্গে আসলটি দাখিল করতে হবে)। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১০.৬৮ লাখ টাকা/এমডব্লু দাখিল করতে হবে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি রূপে সেই সঙ্গে আরএফকিউ/আরএফপি-র জবাব। দরপ্রস্তাব জামিনের জন্য ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির বয়ান অ্যাপেনডিক্স-II-এ প্রদত্ত হয়েছে। **কাজের জামিন (পিবিজি) ঃ** (পিবিজি) ঃ ১৬.০২ লাখ টাকা/এমডব্লুপি। সফল দরপ্রস্তাবদাতাকে জোনাল রেলওয়ের কাছে পিপিএ স্বাক্ষরের ৩০ দিনের মধ্যে এই পিবিজি অর্থরাশি দাখিল করতে হবে। **(আরএফকিউ/আরএফপি-র) জবাব যাঁর কাছে দাখিল করতে হবে সেই পদের নাম, পদমর্যাদা ও ঠিকানা ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম অফিস, টিআরডি বিল্ডিং, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১। **যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ প্রযুক্তিগত যোগ্যতা ঃ** (১) প্রযুক্তিগত দরপ্রস্তাব দাখিলের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দরপ্রস্তাবদাতা ডেভেলপার বা ইপিসি মোড থেকে গ্রিড সংযুক্ত সোলার রুফটপ সিস্টেম-এর ন্যূনতম সম্মিলিত ২০০ কেডব্লু-র সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দরপ্রস্তাবদাতার নিজের সেইরূপ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **অথবা** প্রযুক্তিগত দরপ্রস্তাব দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে ডেভেলপার বা ইপিসি মোডে আবাসন, সামাজিক, শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক, সরকারি বা অন্যান্য যে কোনো ক্ষেত্রে দরপ্রস্তাবদাতার গ্রিড সংযুক্ত সোলার রুফটপ সিস্টেম-এর ন্যূনতম সম্মিলিত ক্ষমতা ১০০০ কেডব্লু-র সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করা বা সূচনা করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (২) উপরোক্ত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করতে অভিজ্ঞতার বিবরণ, স্বপ্রত্যয়িত নথিসমূহ যেমন অর্ডার-এর কপি, প্রতিষ্ঠা ও সূচনা করার শংসাপত্র যা মক্কেল/ব্যবহারকারী এজেন্সি থেকে প্রাপ্ত, প্রকল্পের/আবেদনের রেজিস্ট্রি নম্বর এবং সেই সঙ্গে এসইসিআই/রাজ্যের নোডাল এজেন্সি সেই সঙ্গে সূচনার প্রতিবেদন/মিটার স্থাপনের রিপোর্ট যা সূচনার প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে, সেগুলি অ্যাপেনডিক্স-I অ্যানেক্সার-II তে এবং টেকনিকাল অফিসারের কাছে দাখিলের সময় একসঙ্গে জমা করতে হবে।" **আর্থিক যোগ্যতা ঃ** (i) আগ্রহী দরপ্রস্তাবদাতার বিগত ৩টি আর্থিক বছরে গড় টার্নওভার ১৫০ লাখ টাকা/বছর হতে হবে। দরপ্রস্তাবদাতার মোট আয় বিগত ৩ বছরে ইতিবাচক হতে হবে। (ii) মূল কোম্পানি ঃ মূল কোম্পানির যোগ্যতা শর্তাবলিও বিবেচনা করা হবে দরপ্রস্তাবদাতার যোগ্যতা বিচারের সময় যদি সেটি প্রস্তাবদাতা কোম্পানির ন্যূনতম ২৬ শতাংশ শেয়ার-এর অধিকারী হয়ে থাকে। দরপ্রস্তাবের সঙ্গে নথিগত প্রমাণ দাখিল করতে হবে। (iii) নিরীক্ষিত এবং শংসিত বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট করতে হবে। পূর্ববর্তী বছরগুলির জন্য, (একক মালিকানাধীন সংস্থ/প্রতিষ্ঠানের) সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক শংসিত টার্নওভারের সংক্ষিপ্তসারের বিবৃতি অ্যাপেনডিক্স-I অ্যানেক্সার-III অনুসারে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। (iv) ব্যক্তি মালিকানাধীন/অংশীদারি কোম্পানির ক্ষেত্রে টার্নওভারের বিশদ বিবরণ সমেত আয়কর রিটার্নের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট করতে হবে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষণ কর্তৃক টার্নওভারের সংক্ষিপ্তসার বিবৃতি (একক মালিকানাধীন/সংস্থা) সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

ASN-229/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/MGPS & WPS, Water Supply, KMC invites tender online in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/WPS/06/2023-24 (1st Call)
Name of the work: **Daily maintenance of outside net near the suction intake at Watgunge Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **2,98,654.98.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time for submission of bid (online): **19.03.2024 up to 12 noon.**

(2) NIT No. : KMC/WS/WPS/07/2023-24 (1st Call)
Name of the work: **Dredging & desilting of suction intake and adjoining areas under the jetty at Watgunge Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **2,46,864.20.** Earnest money: ₹ **4,950.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time for submission of bid (online): **20.03.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (South), KMC invites tender online percentage two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/EE/S/099/2023-24/05/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by replacing old and wornout 150 mm and 100 mm dia pipe by new DI pipe at 65 Jorabagan, 56/1 Jorabagan, 2/153 Vidyasagar, 3/143 Vidyasagar, 3/156 Vidyasagar etc. places in Ward No.-99, BR-X.** Estimated cost: ₹ **4,51,355.58.** Earnest money: ₹ **9,100.00.** Period of completion: **35 days.** Last date of submission of bid: **05.03.2024 - 2 p.m.** Tender will be opened on: **07.03.2024 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.02.2024 - 3 p.m** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/38-R/23-24
Name of the work: **Installation work of electrical wiring & other electrical allied works of Satelite Health Center (SHC) at 36/1, P.G.M. Shah Road near Pipe Bustee in Ward No.-94 under BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,90,069.98.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **02.03.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.02.2024 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Water Supply), S.S. Unit, KMC invites e-tender online system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-122/2/23-24/21
Name of the work: **Augmentation of water pressure by replacing damaged/undulated 100 mm D.I. pipeline at Sodepur Road near Paribartan Club, H/No.-7B, Anirban Sangha etc. in Ward No.-122.** Estimated amount: ₹ **1,67,366.44.** Earnest money: ₹ **3,400.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **04.03.2024 - 1 p.m.** Tender will be opened on: **06.03.2024 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.02.2024 - 10 a.m** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

Corrigendum NIT No. : KMC/DYCE(PS)/1/02/GYM/23-24R1 published in this Newspaper on **16.02.2024** (Key No. 1445/23-24) of **Park and Square Department.** The last date and time of submission of bid will be read as **27.02.2024 at 1 p.m.** instead of 21.02.2024 at 1 p.m. (1475/23-24)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ২২টি স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী

অমৃত স্টেশন স্কিম-শীর্ষস্থানীয় যাত্রীদের সুবিধা প্রদানের জন্য এবং বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে আধুনিকীকরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় রেল। এর একটি অংশ হিসাবে, অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ সারা দেশে ১৩০০ টিরও বেশি রেলস্টেশন পুনঃবিকাশ করা হচ্ছে। শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গের ২২টি স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন (এসইআর এখতিয়ারের অধীনে)। এই ২২টি স্টেশনের পুনর্নির্মাণের জন্য মোট খরচ অনুমান করা হয়েছে টাকা ৫৯৭.১৫ কোটি। অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ২২টি স্টেশন পুনর্বিকশিত হবে, আদ্রা (প্রায় ১৫.৩৪ কোটি টাকা), বাঁকুড়া (প্রায় ১১.৮২ কোটি টাকা), বিষ্ণুপুর (প্রায় ৭.৯২ কোটি টাকা), পুরুলিয়া (প্রায় ১৫.৩৩ কোটি টাকা) (প্রায় ৭.৬৫ কোটি), বার্নপুর (প্রায় ৭.৬৩ কোটি), খড়গপুর (প্রায় ১১২.৮ কোটি), মেচেদা (প্রায় ৫২.১৩ কোটি), তমলুক (প্রায় ১৬.৬৯ কোটি), ঝাড়গ্রাম (প্রায় ৩৬.৬৩ কোটি), মেদিনীপুর (প্রায় ৫৭.২৮ কোটি), উলুবেড়িয়া (প্রায় ৩৬.২৯ কোটি), আন্দুল (প্রায় ২৫.৬২ কোটি), পাঁশকুড়া (প্রায় ৫১.২৭ কোটি), হিজলি (প্রায় ২৪.১৪ কোটি), হিজলি (প্রায় ২৪.১৪ কোটি) দীঘা (প্রায় ১১.৩ কোটি), হলদিয়া (প্রায় ১৯.০১ কোটি), সুইসা (প্রায় ১১.২৮ কোটি), তুলিন (প্রায় ৯.২৩ কোটি) এবং ঢালিদা (প্রায় ৮.৯৪ কোটি)। শহরের উভয় দিকের যথাযথ একীকরণের সাথে এই স্টেশনগুলিকে 'সিটি সেন্টার' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। এই সমন্বিত পদ্ধতিটি রেলওয়ে স্টেশনকে কেন্দ্র করে শহরের সামগ্রিক নগর উন্নয়নের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হয়। পুনঃউন্নয়ন যাত্রীদের নির্দেশনার জন্য সুপরিকল্পিত ট্রাফিক সঞ্চালন, আন্তঃ-মডেল একীকরণ এবং সাইনেজ নিশ্চিত করার পাশাপাশি আধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করবে। স্টেশন ভবনের নকশা স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হবে। 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্কিম কারিগরদের সাহায্য করবে এবং স্থানীয় পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ে সাহায্য করবে। স্টেশনগুলিতে পরিকল্পিত সুবিধাগুলি হল

১. পুরানো বিল্ডিংয়ের জায়গায় নতুন স্টেশন বিল্ডিং যেখানে সমস্ত সুবিধা রয়েছে(যেমন ওয়েটিং রুম, বুকিং অফিস, ফ্যাসাড, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ক্যাফেটেরিয়া, টয়লেট ইত্যাদি)

২. প্ল্যাটফর্ম এবং প্ল্যাটফর্ম আশ্রয়ের পৃষ্ঠের উন্নতি

৩. প্রশস্ত রাস্তা সহ মসৃণ অ্যাক্সেস

৪. স্ট্যান্ডার্ড আলোকসজ্জা স্তর

৫. প্রাঙ্গনের মধ্যে ফুট-পাথের জন্য ব্যবহৃত দক্ষ এবং টেকসই উপাদান সহ উন্নত সঞ্চালন এলাকা

৬. নান্দনিক, প্রশস্ত এবং ভালভাবে আলোকিত প্রবেশদ্বার বারানদা

৭. সমস্ত প্ল্যাটফর্মে নতুন প্ল্যাটফর্ম আশ্রয়ের ব্যবস্থা

যাত্রীদের অভিজ্ঞতা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা

১. একটি ক্রান্তিকালীন প্রবেশদ্বার বারান্দা প্রদান

২. যানবাহন পার্কিং পুনর্গঠন এবং অপ্টিমাইজ করা

৩. সাইনেজ এবং নেভিগেশন সাইনেজের মাধ্যমে সহজ নেভিগেশনের মাধ্যমে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়ায়।

৪. মসৃণ আন্দোলন

৫. স্টেশন এবং প্রাঙ্গনের মধ্যে খোলা জায়গাগুলিতে স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সমন্বিত শিল্পের অভিজ্ঞতা

৬. পুরো স্টেশন জুড়ে নজরদারি নিশ্চিত করতে সিসিটিভি ক্যামেরা

৭. পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের সম্বোধন করার জন্য পিএ সিস্টেমের নাগাল বৃদ্ধি করে।স্টেশন বিল্ডিংগুলি পর্যাপ্ত দিনের আলো, হ্রাস তাপ বৃদ্ধি, শক্তির দক্ষতার উন্নতি, সৌর প্যানেল, কম শক্তির এলইডি আলোকসজ্জা, জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহ, কম জল ব্যবহার ফিক্সচার, বায়ো-টয়লেট, ল্যান্ডস্কেপে স্থানীয় প্রজাতির রোপণ সহ ডিজাইন করা হবে। স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের প্রচার এবং প্রাঙ্গনে সবুজ প্যাচ অন্তর্ভুক্ত করা।

দিব্যংজন অ্যাক্সেস যোগ্যতা পরিমাপ

১. Signages, ঘোষণা সিস্টেম, ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ দ্বারা তথ্য সিস্টেম অ্যাক্সেস যোগ্যতা প্রদান করা।

২. প্রবেশদ্বার র‍্যাম্প, সংরক্ষিত পার্কিং, কম উচ্চতার কাউন্টার, প্রতিবন্ধী-বান্ধব ওয়াশরুম এবং প্রস্থানের কাছাকাছি সাহায্য বুথ দ্বারা স্টেশন অ্যাক্সেস যোগ্যতা প্রদান করা।

৩. স্পর্শকাতর পথ, অ্যাক্সেসযোগ্য ওয়াশরুম, কম উচ্চতার ওয়াটার বুথ, এফওবি র‍্যাম্পের নির্দেশনা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস যোগ্যতা প্রদান

৪. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল লিপিতে চিহ্নের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণ উন্নয়নের জন্য একটি নতুন পরিবেশ তৈরি করবে কারণ তারা দর্শকদের মধ্যে একটি ভাল প্রথম ছাপ দেবে। আপগ্রেড করা স্টেশনগুলি শুধুমাত্র পর্যটন বৃদ্ধিই করবে না বরং নিকটবর্তী এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আর্থিক বৃদ্ধিকেও উৎসাহিত করবে। এই অমৃত রেলওয়ে স্টেশনগুলি একজনের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার প্রতীক হবে এবং প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে গর্ব জাগিয়ে তুলবে।

শুভেন্দুই 'খালিস্তানি' বলেছেন, রাতভর ধর্না রাজ্য দফতরে, শুভেন্দুকে ফোন 'শিখ কেন্দ্রীয় নেতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সংদেশখালিতে কর্তব্যরত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট জসপ্রীত সিংকে উদ্দেশ্য করে 'খালিস্থড়ি ' শব্দ ব্যাবহার করার ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য। রাতভর চলেছে সেই বিক্ষোভ। বুধবার সকালেও একই ছবি উত্তর কলকাতার ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনে। এই পরিস্থিতিতে 'অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে বিধানসভা থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। এর পরে রাজ্য দফতরে ছিল তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানও স্বস্তির হয়নি। কারণ, সেই সময়ে বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগানে সরগরম ছিল উত্তর কলকাতার মুরলীধর সেন লেন। সংবর্ধনার আগে রাজ্যের প্রধান মুখপাত্র হিসাবে শমীককে 'খলিস্থান বিতর্কের জবাবও দিতে হয়েছে। গোটা বিষয়টা তৃণমূলের 'চক্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করেন শমীক। শুভেন্দু তো বটেই, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল-সহ দলের অন্যান্য নেতাও একই কথা বলেছেন। কিন্তু তাতে 'অস্বস্তি কাটেনি।এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাতেই বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা মনজিন্দর সিং সিরসা ফোন করেন শুভেন্দুকে। শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শিখ-বিক্ষোভ চলছে। বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ তথা শিখ বিজেপি নেতা সুরেন্দ্র সিংহ অহলুওয়ালিও জানিয়েছেন, তিনি রাজ্য, দেশ এবং বিদেশ থেকে অনেক ফোন পাচ্ছেন। তিনি এ নিয়ে তদন্তেরও আর্জি জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বুধবার দুপুরেই দিল্লির সদর দফতরে জরুরি সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে বলতে শুরু করলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই সন্দেশখালির প্রসঙ্গে ঢুকে পড়েন। 'খালিস্থনি মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যিনিই বলে থাকুন, অন্যায় করেছেন। তবে রাজ্য বিজেপি জানিয়ে দিয়েছে যে, দলের নেতারা কেউ ওই মন্তব্য করেননি।''ওই প্রসঙ্গে তৃণমূল এবং রাজ্য সরকারকেও আক্রমণ করেছেন রবিশঙ্কর। তিনি বলেছেন, 'শাহজাহান শেখকে কেন গ্রেফতার করা যাচ্ছে না? প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাই কোর্ট। যা যা প্রকাশ্যে আসছে, তাতে মনে হচ্ছে, সন্দেশখালিতে দিনের পর দিন যা হয়েছে, সেটা কোনও সভ্য সমাজে হতে পারে না।'' একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও কেন সমর্থন করছেন শাহজাহানকে? স্বার্থে মহিলাদের ইজ্জতকে প্রশ্নের মুখে কেন ফেলে দিয়েছেন?''বাংলা এবং দিল্লির নেতারা ' হয়ে ' বিতর্কের মোকাবিলা করতে নামলেও দলের ভিতরে অন্য প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই মনে করছেন, নতুন এই বিতর্ক সংদেশখালি নিয়ে যে রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছে তা নষ্ট করে দিতে পারে। বিজেপির যা পরিকল্পনা, তার অন্যতম হল ' বিতর্ক চাপা দিতে খুব তাড়াতাড়ি সন্দেশখালি নিয়ে আরও বড় মাপের আন্দোলন তৈরি করা। মাপের আন্দোলন তৈরি করা। কী লুকোতে চাইছেন মমতা? রাজনৈতিক গিয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর।ইতিমধ্যেই তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

Name Change

I MOHAMMAD CHHURAT JAMAL MIA, S/O DALU MIA, R/O VILL+ PO HARIPUKURIA, PS HARINGHATA, NADIA-741257, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAT JAMAL MIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT MOHAMMAD CHHURAT JAMAL MIA AND SURAT JAMAL MIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KALYAN GHOSH, S/O SUNIL KUMAR GHOSH, R/O 21, ROY BAHADUR ROAD, BEHALA, PS BEHALA , KOLKATA -700034, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALYAN KUMAR GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT KALYAN GHOSH AND KALYAN KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAJARSHI DEY, S/O AMAL KUMAR DEY, R/O P-48, R.N. TAGORE ROAD, BELGHARIA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700056, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAAJHORSHEE DE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT RAJARSHI DEY AND RAAJHORSHEE DE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEY SREEJIT , C/O LATE AJIT KUMAR DEY, R/O FLAT NO A-4, BLOCK 1, AIRPORT CITY -2, PHASE II, BH 40/1, JESSORE ROAD, PS DUMDUM, NEAR AIRPORT CITY HOTEL, RAJBARI COLONY, PIN-700081, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SREEJIT KUMAR DEY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT DEY SREEJIT AND SREEJIT KUMAR DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAIYED SULTANA PARVIN , C/O SYED MUJIBER RAHAMAN, R/O AYMA, PAHAR PUR, TARAKESWAR, HOOGHLY RURAL, PIN-712401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED SULTANA PARVIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT SAIYED SULTANA PARVIN AND SYED SULTANA PARVIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAHANGIR GAZI, S/O MAFIJUL GAJI, R/O PATULI, BEGOPARA, DAYABARI, NADIA -741256, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHANGIR GAJI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT JAHANGIR GAZI AND JAHANGIR GAJI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOFIZUL GAZI, S/O MAJID GAJI, R/O PATULI, BEGOPARA, DAYABARI, NADIA -741256, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAFIZUL GAJI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 21/02/2024, THAT MOFIZUL GAZI AND MAFIZUL GAJI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SURAIYA SULTANA BEGUM, W/O ANISUR RAHAMAN MALLIK, R/O 1C, RIGHT ENCLAVE, 475, SARAT CHATTERJEE ROAD, PIN-711103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAIYA SULTANA, VIDE AN AFFIDAVIT SHOWN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT SURAIYA SULTANA BEGUM AND SURAIYA SULTANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অ্যামাজনের পরিসেবা

২১ ফেব্রয়ারি ঃ হিমালয়ের উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চলে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় শান্ত স্বর্গীয় এক পরিবেশে ভারতের গাজোলিতে মহর্ষি আশ্রম অবস্থিত যেখানে প্রায় ৬০ জন ধ্যানযোগ অভ্যাস করেন। সারা বিশ্ব থেকে মানুষ ধ্যান অনুশীলন করতে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি খুঁজে পেতে এই আশ্রমে পদার্পন করেন। বাইরের জগৎ এর কোন বিচ্যুতি যাতে না এখানকার মানুষকে স্পর্শ করতে পারে.।

Name Change

I SK SAIDUL & SAIDUL SK. & SAIDUL ISLAM SK., S/O JAMIRUDDIN SEKH, R/O KHALDHARI PARA, PANCHPARA, PS SANKRAIL, HOWRAH -711317, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIDUL ISLAM SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT SK SAIDUL & SAIDUL SK. & SAIDUL ISLAM SK. AND SAIDUL ISLAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,ABDUL HAKIM & ABDUL HAKIM SK,SON OF SK MEHER MALLIK, RESIDING AT MALLICK PARA,DWAR PARA, BALAGARH, HOOGHLY - 712501, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL HAKIM MALLIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024.THAT ABDUL HAKIM & ABDUL HAKIM SK ALSO ABDUL HAKIM MALLIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ASISH KUMAR MONDAL AND ASISH KR MONDAL,SON OF KRISHNA PADA MONDAL, RESIDING AT HASNAPUR,SONARPUR, SOUTH24PARGANAS - 700150,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHISH MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024.THAT ASISH KUMAR MONDAL AND ASISH MONDAL AND ASISH KR MONDAL ALSO ASHISH MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SWAPAN KUMAR KAMILA, SON OF KASHINATH KAMILA, RESIDING AT VILL - ANKRI,PO - GHOLDIGURI,PS-PURSURAH,HOOGHLY-712401, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN KAMILA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024.THAT SWAPAN KUMAR KAMILA AND SWAPAN KAMILA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RANA RANDHEER KUMAR SINGH, S/O BAL KISHOR SINGH, R/O BHIKANPUR, NEAK NAAM SHAH DARGAH LANE, GUMTI NO 2, JAGDISHPUR, BHAGALPUR, BIHAR, PIN-812001, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANDHIR KUMAR SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT RANDHIR KUMAR SINGH AND RANA RANDHEER KUMAR SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,ABDUL RAKI, SON OF ABDUL HAKIM MALLIK, RESIDING AT MALLICK PARA, DWAR PARA,BALAGARH, HOOGHLY - 712501,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL RAKI MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024.THAT ABDUL RAKI AND ABDUL RAKI MALLICK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,KALIPADA MONDAL,SON OF AJIT MONDAL, RESIDING AT 18/3 KALIKAPUR PURBA PALLY,MUKUNDAPUR, KOLKATA - 700099,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHIM MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/02/2024.THAT KALIPADA MONDAL AND BHIM MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Kalyani Guiram Banerjee (old name) W/O Guiram Banerjee, D/O Durga Prasanna Mukherjee, Presently residing at Radhamohanpur, P.S.- Sonamukhi, Dist- Bankura, Pin- 722207, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kalyani Banerjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/02/2024. Kalyani Banerjee (new name) and Kalyani Guiram Banerjee (old name) both are same identical person.

Name Change

I,MD TOTAN MONDAL,SON OF JALIL MONDAL, RESIDING AT MATIARI BAGANPARA, BANPUR,PS-KRISHNAGANJ, NADIA-741503, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TOTAN MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/02/2024.THAT MD TOTAN MONDAL AND TOTAN MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Ali Mortoza (old name) S/O Macham Mandal, Presently residing at Vill- Paschim Bibipur, P.O.- Begumpur, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743437, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ali Morttaja Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/02/2024. Ali Morttaja Mandal (new name) and Md Ali Mortoza (old name) both are same identical person.

Name Change

I APARNA SENGUPTA CHAKRA BORTY , W/O SUSANTA SENGUPTA, R/O ZILA SCHOOL ROAD, SONWABANGAL, DUMKA MASALIA, JHARKHAND -814101, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APARNA CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT APARNA SENGUPTA CHAKRABORTY AND APARNA CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Krishna Das (old name) S/O Mantu Lal Das, Presently residing at Vill- Mirzapur APC Road, P.O.- Basirhat College, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sree Krishna Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/02/2024. Sree Krishna Das (new name) and Krishna Das (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Milon Kumar Roy (old name) S/O Mrinal Kumar Roy, Presently residing at Vill- Belejolpara, P.O.- Boinchi Gram, P.S.- Pandua, Dist- Hooghly Rural, Pin- 712135, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Milan Kumar Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/02/2024. Milan Kumar Roy (new name) and Milon Kumar Roy (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Guiram Girijabhusan Banerjee (old name) S/O Girija bhusan Banerjee, Presently residing at Radhamohanpur, P.S.- Sonamukhi, Dist- Bankura, Pin- 722207, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Guiram Banerjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/02/2024. Guiram Banerjee (new name) and Guiram Girijabhusan Banerjee (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammed Ali (old name) S/O Khaeil, residing at 24/H/5, Watgunge Stree, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Ali Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/02/2024. Md Ali Khan (new name) and Mohammed Ali (old name) both are same identical person

Name Change

I, Ananya Sardar Mondal (old name) W/O Samiran Mondal, Presently residing at Block-C, 5th Floor, Flat 5B, 6/2 Jessore Road, Near Ordnance Factory, Dumdum, Kolkata- 700028, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ananya Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/02/2024. Ananya Sardar (new name) and Ananya Sardar Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I ABEDAA ALI PAR, S/O BABUR ALI, R/O TARANIPUR, GOBINDAPUR, PS SWARUPNAGAR, BASIRHAT - 743273, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABED ALI PAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024, THAT ABED ALI PAR AND ABEDAAALI PAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAJESH KUMAR SHAH,SON OF BALCHAND SHAH, RESIDING AT PURTI FLOWERS,BLOCK-LILAC ,FLAT NO-411,BBT ROAD,MAHESHTALA, SOUTH24PARGANAS - 700141,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJESH SHAH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024. THAT RAJESH KUMAR SHAH AND RAJESH SHAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SHAINA KHATOON, DAUGHTER OF DILIP KUMAR GHOSH, RESIDING AT VILL - DOTAL,PO - NALBONA,WEST MEDINIPUR - 721253,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APARNA GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024.THAT SHAINA KHATOON AND APARNA GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHABANA CHOWDHURY, DAUGHTER OF MASIUR RAHMAN,WIFE OF RUDRANEEL CHOWDHURY, RESIDING AT CIRCUS MATH MANKUNDU STATION ROAD,CHANDANNAGAR,HOOGHLY - 712136, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABANA CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024.THAT SHABANA CHOWDHURY AND SABANA CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Arsad Ali Gazi (old name) S/O Ajibar Ali Gaji, Presently residing at Vill- Trimohini Math Para, P.O.- Basirhat College, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arsad Ali Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/02/2024. Arsad Ali Gazi (new name) and Md Arsad Ali Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change

I,ASMA HABIB MOLLA,DAUGHTER OF MANSUR HABIB MOLLA,RESIDING AT 63,DHALIPARA HARIDEVPUR,PO-R C THAKURANI, HARIDEVPUR, KOLKATA, PIN CODE- 700104,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASMA RAHMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024.THAT ASMA HABIB MOLLA AND ASMA RAHMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SAIDUL LASKAR,S/OSAOKAT LASKAR, RESIDING AT VILL & PO - BHANGONKHALI, BASANTI, SOUTH24PARGANAS-743329, WEST BENGAL.THAT MY MINOR SON MOHAMMAD REEZWAN LASKAR SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REEZWAN LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2024.THAT MOHAMMAD REEZWAN LASKAR AND REEZWAN LASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD BAZLUR RAHAMAN & MD BAZUR RAHAMAN AND BAZLUR RAHAMAN,SON OF MD SAMSUDDIN MIAH, RESIDING AT VILL - GHONTOLA,PO - KAMALABARI, PS -ENGLISH BAZAR, MALDA - 732103, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD BAZLUR RAHMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024. THAT MOHAMMAD BAZLUR RAHAMAN & MD BAZUR RAHAMAN AND BAZLUR RAHAMAN ALSO MD BAZLUR RAHMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MAGFERA KHATUN, WIFE OF MD BAZLUR RAHMAN, RESIDING AT VILL-GHONTOLA,PO-KAMALABARI,PS-ENGLISH BAZAR, MALDA -732103, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MST MAGFERA KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024.THAT MAGFERA KHATUN AND MST MAGFERA KHATUN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD ALMADIAR RAHMAN,SON OF MD BAZLUR RAHMAN,RESIDING AT VILL - GHONTOLA, PO - KAMALABARI,PS -ENGLISH BAZAR,MALDA- 732103, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ALMADIAR RAHMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024. THAT MOHAMMAD ALMADIAR RAHMAN AND MD ALMADIAR RAHMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, RANJIT DEBNATH S/O LATE GOURANGA DEBNATH Resident of Vill & PO.-Jahan Nagar, PS-Nadanghat, Dist-Purba Bardhaman, Pin- 713153 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RANJIT DEBNATH and my father's name LATE GOURANGA DEBNATH instead of RANAJIT KUMAR DEBNATH S/o GOURANGA CHANDRA DEBNATH which is recorded wrongly in my Passport being No. L8647726, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nabadwip, Nadia on 19/02/2024. RANJIT DEBNATH S/O LATE GOURANGA DEBNATH and RANAJIT KUMAR DEBNATH S/o GOURANGA CHANDRA DEBNATH both are same and one identical persons.

Name Change

I, Qaium Khan S/o Late Rafique Khan R/o Nayee Basti Road No-1, Rahmat Nagar, P.O.- Burnpur, P.S.- Hirapur, Pin- 713325, Paschim Bardhaman, W.B. shall henceforth be known as Qaiyum Khan. I declare that Qaiyum Khan and Qaium Khan is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-02-3024.

Name Change

I, Shankar Nath Bandyopadhyay (Old Name) S/o Late Kamakhya Banerjee Residing at 190 9 Street Purbalok, Mukundapur VTC + PO- Mukundapur South 24 Parganas, W.B.- 700099 have changed my name and shall henceforth be known as Shankar Banerjee (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Alipore Court, Kolkata vide affidavit Dated 08/02/2024. Shankar Nath Bandyopadhyay (Old Name) and Shankar Banerjee (New Name) both are same and identical person.

নির্বাচনকে সামনে রেখে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে জয়হিন্দ বাহিনী গঠন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে জয়হিন্দ বাহিনী গঠন করা হলো। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে দার্জিলিং জেলা ও কালিম্পং জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা হিল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তা ছেত্রী জাহিন বাহিনীর দার্জিলিং জেলা সভাপতি কমল কুমার গোয়েল সহ অন্যান্যরা। দার্জিলিং জেলায় একুশ জন এবং কালিংপং জেলায় ১৬ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি আগামীতে তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প নিয়ে প্রচারে নামবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি পরবর্তীতে মহকুমা ব্লক ৫০ তারিখ কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন কমল কুমার গোয়েল।

বুধবার মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স রুমে শিশুদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে বৈঠক করলেন প্রশাসনিক কর্তারা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিশু সুরক্ষা দপ্তরের যুগ্ম ডিরেক্টর সুপ্রিয় সরকার, অতিরিক্ত জেলা শাসক অনিন্দ্য সরকার সহ শিশু সুরক্ষা দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। মালদা জেলায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, শিশুদের নির্যাতন বন্ধ করতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহ একাধিক ইস্যুতে বৈঠক করা হয়।

রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে ফায়ার ট্রেনিং অনুষ্ঠানের আয়োজন

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে 'শহরের লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। মেট্রো চত্বরে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত অগ্নি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ২০.০২.২০২৪ তারিখে রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মেট্রো কর্মীদের জন্য এই ধরনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে, মেট্রো কর্মীদের বিভিন্ন অগ্নি ও ধোঁয়া অবস্থার অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর জন্য কীভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন রামপুরহাটে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ একুশে উদ্যাপন সমিতির পক্ষে রামপুরহাট ডাকবাংলা পাড়া মোড়ে, আজ বিকেল সাড়ে চারটে ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা আন্দোলনের শহীদ সহ শিলচরের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় একটি সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একুশে উদ্যাপন সমিতির পক্ষে প্রাক্তন শিক্ষক কাজী মোহাম্মদ সেলিম মহাশয় উপস্থিত ছিলেন শহরের শহরের বিভিন্ন সংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দেবিকা চট্টোপাধ্যায়, মল্লিনাথ মুখার্জি, করবী মুখার্জি, আবৃত্তি পরিষদের কর্ণধার অপূর্ব মুখোপাধ্যায় ও তার পরিষদের সদস্যরা আবৃত্তি পরিবেশন করেন সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন ছাত্রী রাত্রি ঘোষ। উদ্যাপন সমিতির পক্ষে সৌগত রায় বলেন উদ্যাপন সমিতি এবছর বাড়তি পাওনা শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে ওপার বাংলায় বসবাসকারী শহীদ বরকাতের জালাল উদ্দিন বরকত ভাইপো জালালুদ্দিন বারকত। ২১ শে উদ্যাপন সমিতির প্রতি ভিডিও বার্তায় তাদের সংহতি জানান এবং আগামী বছর একুশে উদযাপন সমিতির শহীদ স্মরণে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উদ্যাপন সমিতি এপার বাংলা ওপার বাংলার ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিমণ্ডল কে আরো বৃহত্তর করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে তাদের অঙ্গীকার রক্ষার শপথ গ্রহণ করে।

দুই ভাইয়ের অস্ত্র নিয়ে হাতাহাতি, বংশীহারিতে মৃত্যু হল দাদার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে দুই ভাই অস্ত্র নিয়ে হাতাহাতিতে জড়িয়েছিলেন। তাতেই মৃত্যু হল দাদার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারি থানার এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের দরগা মোড় এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সামীম রেজা (২৭)। বাড়ি বংশীহারি থানার চেরাগীপাড়া গ্রামে। গুরুতর আহত হয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃতের ভাই নাসিম রেজা। তাঁর বয়স ২৪ বছর। খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দরগা মোড় এলাকায় হাট বসেছিল। সেই হাটের পাশে এক জমিতে দুই ভাইয়ের বচসা থেকে মারপিট শুরু হয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে দু'জনেই আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দু'জনকেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে রশিদপুর হাসপাতালে পাঠায় বংশীহারি থানার পুলিশ। এর মধ্যে দাদা সামিম রেজাকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের ডান হাতে অনেকটা জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। নাসিম গুরুতর আহত অবস্থায় গঙ্গারামপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর দেহে ১৪ টি সেলাই পড়েছে বলে জানা গেছে। দু'জনের কাছেই ধারালো অস্ত্র ছিল বলে স্থানীয়দের অনুমান।

ভাষা আন্দোলনের বাহাত্তরতম বর্ষপূর্তি উদ্যাপনে রবীন্দ্রনাথ, অতুল থেকে প্রতুলের গান বাংলাদেশ ভবনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাষা আন্দোলনের বাহাত্তরতম বর্ষপূর্তি উদ্যাপনে রবীন্দ্রনাথ, অতুল থেকে প্রতুলের গান বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে, অতুল প্রসাদের মোদের গর্ব মোদের আশা, দ্বিজেন্দ্রগীতি একবার গাল ভরা মা ডাকে এবং আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতীতে উদ্যাপিত হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অংশ গ্রহণে ছিল পাঠভবন, শিক্ষা সত্র, সঙ্গীত ভবন, ভাষাভবনের বিভিন্ন দেশ - বিদেশের ছাত্র- ছাত্রী সহ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা। শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন ভাষা ভবনের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন প্রধান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মৃণাল কান্তি সাহা। বাংলাদেশ ভবনের সমন্বয়ক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানান, সকাল আটটা দশে শোভাযাত্রা শুরু হয় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের মধ্য দিয়ে। পায়ে হেঁটে শোভাযাত্রা শুরু পুরবী গেট থেকে বাংলাদেশ ভবন পর্যন্ত। এখানে ভাষা শহীদদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠান হয়। বাংলাদেশ ভবনে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় একটি অনুষ্ঠান হয়। বিশ্বভারতীর ভাষাভবনের চিনা, জার্মান, ফরাসী, রাশিয়ান, সংস্কৃত, বাংলা সহ দেশি বিদেশী বিভিন্ন ভাষার ছাত্র-ছাত্রীরা তারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় আবৃত্তি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

৬ বছরেই কিডনির রোগে অসুস্থ, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে হিমশিম পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বছর ছয়ের অভিনব বর্মন। আর এই ছোট্ট বয়সেই অভিনব-র একটি কিডনি ঠিকঠাক কাজ করছে না বলে জানিয়েছে অভিনব-র পরিবার। অভিনবের এই রোগ ধরা পড়ায় দু চোখের পাতা এক করতে পারছে না তার বাবা- মা। কারণ ছেলের চিকিৎসা করাতে এত অর্থ নেই এই পরিবারের কাছে। এই সময় সঠিক চিকিৎসা হলে সুস্থ হয়ে উঠবে এই কিশোর। অভিনব বর্মনের বাবা অজয় বর্মন পেশায় মোমো, চাউমিন বিক্রেতা। বাড়ি মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির সুভাষ পল্লীতে। চাউমিন বিক্রি করে কোনও মতে সংসার চলে অজয় বর্মনের। আর এরই মাঝে একমাত্র ছেলের কিডনির রোগ ধরা পড়ায় চিন্তিত গোটা পরিবার। অজয় বর্মন বলেন, আমার ছেলের বয়স মাত্র ছয় বছর। গত ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ ছেলে অসুস্থ হয়ে যায়। সারা শরীর ফুলে যায়। এরপর তড়িঘড়ি ছেলেকে নিয়ে কখনও ওদলাবাড়ি, কখনও মালবাজার, কখনও শিলিগুড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছোটাছুটি করে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত জানতে পারি ছেলের একটি কিডনি ঠিকঠাক কাজ করছে না। যার জন্য ডাক্তারবাবু বলেছে অবিলম্বে বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেলের চিকিৎসা করাতে। ইতিমধ্যে ধার দেনা করে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে অজয় বর্মনের। নুন আনতে পান্তাফুরানো অবস্থায় কিভাবে ছেলের চিকিৎসা করবেন তা চিন্তিত এই পরিবার। তাই সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে ছেলের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আর্জি জানিয়েছে অজয় বর্মন ও তার পরিবার। অজয় বর্মনের স্ত্রী স্বপ্না বর্মন বলেন, হঠাৎ এরকম হয়ে যাবে বুঝতেই পারিনি। কোনওভাবে ঠেলাগাড়িতে করে স্বামী ফাস্টফুডের দোকান করে সংসার চালায়। তার মধ্যেই একমাত্র ছেলের এই রোগ দেখা দেওয়ায় কিভাবে ছেলের চিকিৎসা করাবো তা বুঝতেই পারছি না। কারণ বর্তমানে চিকিৎসা করাতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ধার দেনা করে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করেছি ছেলে চিকিৎসার জন্য।

চিকিৎসকররা জানিয়েছেন অবিলম্বে বাইরে গিয়ে ছেলের চিকিৎসা করাতে। কিন্তু তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমাদের কাছে অত অর্থ নেই যে ছেলের চিকিসা করাব। তাই সরকারের কাছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে হাতজোড় করে আবেদন জানাচ্ছি, আমার ছেলের চিকিৎসার জন্য সাহায্য করুন, তাহলেই আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবো। জানা গিয়েছে, অজয় বর্মনের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বয়স ১৬ বছর। বর্তমানে সে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু তার মধ্যেই ভাইয়েরই রোগ দেখা দেওয়ায়, আগামীতে কিভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে তা ভেবেই কুলকিনারা পাচ্ছে না অজয় বর্মনের মেয়ে লিজা বর্মন। তাই সাধারণ মানুষের এবং ভগবানের উপর ভরসা করে বসে রয়েছেন এই পরিবারটি।

সমাজকে মানবিকতার পাঠ পড়ালেন ভাতার থানার ওসি প্রসেনজিত দত্ত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দুই নাবালককে ভিক্ষা করতে দেখে তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে শেষমেষ তাদের পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সমাজকে মানবিকতার পাঠ পড়ালেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার ওসি প্রসেনজিত দত্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাতারের বলগোনা বাজারে বিশেষ কাজে গিয়েছিলেন ভাতার থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক প্রসেনজি দত্ত। সেখানে দুটি নাবালক ছেলেকে ভিক্ষা করা অবস্থায় দেখেন তিনি। তৎক্ষণাত তিনি গাড়ি থেকে নেমে ওই নাবালক দুটি কাছে গিয়ে তাদের নাম, ঠিকানা, পরিচয় জানেন এবং কেন তারা এই কাজ করছে সে বিষয়ে খোঁজখবর নেন। ওসি জানতে পারেন ওই নাবালক দুটির বাড়ি ভাতারের সন্তোষপুর গ্রামে। তাদের বাবার নাম শেখ আশরফ, তিনি শারীরিক ভাবে অক্ষম। তাদের মা কাঁথা ষ্টিচের কাজ করেন। কিন্তু তাতে তাদের সংসার চলে না। তাই বাচ্চাগুলি স্কুল বন্দ্ধ করে ভিক্ষা করছে। প্রসেনজিতবাবু তখনই মুদিখানা থেকে শুরু করে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় মালপত্র কিনে নিয়ে যান আশরফের বাড়ি। এরপর তার দুই ছেলে ইসমাইল শেখ ও আশরাফিল শেখকের সমস্ত পড়াশোনার দায়িত্ব নেন। তাদের সমস্ত খাতা - পেন তিনি কিনে দেন।

সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি, তার মা যাতে মাসে কিছু আয় করতে পারে সে কথাও তিনি ভেবেছেন বলে জানা গেছে। ওই দুই নাবালকের মা চম্পা বিবি জানান, তার স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম। সরকারিভাবে একটি ঘর তাদেরকে দেওয়া হলেও সেই টাকায় ঘর সম্পূর্ন না করতে পেরে নিজেদের কিছুটা জমি ছিল যা বিক্রি করে কোনমতে ঘরটি করেন। তবে তা মেরামত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। সংসার চালাতে হিমশিম খাবার যোগাড় হয়েছে তার। তাই লোক লজ্জার মাথা খেয়ে ছেলেগুলোকে ভিক্ষাবৃত্তির কাজে নামাতে হন তারা। তবে ভাতার থানার বড়বাবু যে আশ্বাস দিয়ে গেছেন তাতে করে ওদেরকে আর ওই কাজে না পাঠিয়ে এবার থেকে পড়াশোনা করানো হবে বলে বলে জানান তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল সেলিম জানান, পুলিশ কেবলমাত্র তাদের থানার কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তার বাইরেও যে পুলিশ কাজ করে, তা ভাতার থানার নতুন বড়বাবু প্রসেনজিত দত্তকে দেখে শিখলেন তিনি। বড়বাবু যে দায়িত্ব নিলেন তা বলে বোঝানোর ভাষা নেই। ভাতার থানার বাসিন্দা হিসাবে তিনি ওসি প্রসেনজিত দত্তের মঙ্গল কামনা করেন। উল্লেখ্য, পুলিশ বিভাগকে একদিকে যখন কাঠগড়ায় তুলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তখন পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার ওসি প্রসেনজিত দত্তের কর্মকান্ডকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব থেকে সাধারণ মানুষজন।

অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাংক ডাকাত গ্রেফতার দুর্গাপুরে, ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন আদালতে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ চাদর ব্যবসায়ীর পরিচয় দিয়ে ঘর ভাড়া। তারপরেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে দুঃসাহসিক ডাকাতি। লকার ভেঙে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার সোনা আর ২৭ লক্ষ টাকা নগদ নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ ছেড়ে একেবারে দুর্গাপুরে। গাড়ির চালক আর খালাসির ভূমিকায় দুস্কৃতীরা ধৃত দুই। অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়া থানার পুলিস তদন্তে নেমে জানতে পারে ওই দুস্কৃতীদের নাম অক্ষয় আম্বুরে ও হরিশ মিলিন্দ গায়কোয়াড। তাঁরা মহারাষ্ট্রের বুলধানা এলাকার বাসিন্দা। সেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিস গিয়ে জানতে পারে তারা সেই রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে। তারপরেই মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে দুই দুস্কৃতিদের সন্ধান মেলে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর থানার মেনগেট এলাকায়। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিস কমিশনারেটের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনারা থানার পুলিস। তারপরেই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিস কমিশনারেটের দুর্গাপুর থানার পুলিস তদন্ত শুরু করে। তদন্তে উঠে আসে, ওই দুই দুস্কৃতি ছোট ট্রাকের চালক ও খালাসীর কাজ করছিল সপ্তাহ খানেক ধরে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাতেও ওই গাড়িতে করে কারখানার সামগ্রীও পরিবহন করেছিল। সোমবার বিকেলে মেন গেট এলাকা থেকে লরি থেকে গ্রেফতার করা হয় অক্ষয় আম্বুরে ও হরিশ মিলিন্দ গায়কোয়াডকে। আটক করা হয় লরিটিকেও। অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়া থানার পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্গাপুর থানার পুলিস। তারপরেই অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়া থানার পুলিস পৌঁছায় দুর্গাপুরে। অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিস সূত্রে খবর, সাত জনের দুস্কৃতি দল ছিল ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে। বুধবার ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন চেয়ে তোলা হয় মহকুমা আদালতে।

আধার কার্ড অ্যাক্টিভেট হওয়ায় খুশি জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ যুতিহাটি গ্রামের নিস্ক্রিয় আধার কার্ডগুলি পুনরায় সক্রিয় হয়ে যাওয়ায় খুশির হওয়া গ্রাম জুড়ে। আধার নিষ্ক্রিয় করা নিয়ে জামালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন সমস্যায় পড়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সব মানুষের পাশে দাঁড়ান। সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। আধার নিষ্ক্রিয় হওয়া মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর চাপে পিছু হঠলো বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকার বলেই দাবী শাসক দিলের একাংশের। বুধবার থেকেই অনেকের আধার আবার সক্রিয় হতে শুরু করে। আর এই খুশিতে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আবির খেলায় মাতলেন জামালপুরের আবুজহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষজন। মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে মালা পড়িয়ে আবির মাখিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতেন বাসিন্দারা। এদিন জামালপুরের ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহমুদ খান এলাকায় যান। এলাকায় গিয়েছিলেন বিডিও, অতিরিক্ত জেলা শাসকরাও। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জন্য পোর্টাল চালু করেছিলেন সহায়তার জন্য। পাশাপাশি সরকারি পরিষেবাও যাতে মেলে তার ব্যবস্থা করেন। তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান বাসিন্দারা।

৬৮তম রেলওয়ে সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার প্রদান

মালিগাঁও, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ মালিগাঁওয়ের লুইতগড় রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে ৬৮তম রেলওয়ে সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন এবং হেড কোয়ার্টারে বিভিন্ন বিভাগের কৃতী কর্মীদের পুরস্কার প্রদান করেন। বিগত বছরে অসাধারণ কর্মপ্রদর্শনের জন্য সব মিলিয়ে মোট ৫৬টি ব্যক্তিগত পুরস্কার, ২৫ টি দলীয় পুরস্কার, ৩৫টি দক্ষতার শিল্ড বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি, 'ন্যাশনাল রেলওয়ে অ্যাওয়ার্ড', ২০২৩- এর জন্য রোল অব অনার লাভ করেছে বিভিন্ন বিভাগের ০৬ জন ব্যক্তি। রেল কর্মীদের দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্তব্য পালনের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতে বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। ভাষণ প্রসঙ্গে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব কর্মচারী ও অফিসারদের অটল প্রতিশ্রুতি, কঠোর পরিশ্রম এবং ঐক্যবদ্ধ দলীয় প্রচেষ্টার দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যে উপাদনশীলতা এবং দক্ষতার সামগ্রিক বৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর আলোকপাত করেন। ২০২২-২৩ বর্ষের জন্য ডিব্রুগড় স্টেশন লাভ করেছে বেস্ট কেপ্ট স্টেশন শিল্ড। ডিভিশনাল হাসপাতাল, ডিব্রুগড় দখল করেছে বেস্ট কেপ্ট হসপিটাল অ্যাওয়ার্ড। নিউ বঙাইগাঁও ও ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ উভয়েই লাভ করেছে বেস্ট কেপ্ট ওয়ার্কশপ শিল্ড। অন্যদিকে রাঙাপাড়ার অফিসার্স রেলওয়ে কলোনি লাভ করেছে বেস্ট কেপ্ট রেলওয়ে কলোনি শিল্ড। পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টের জন্য আলিপুরদুয়ার ও লামডিং ডিভিশন যৌথভাবে শিল্ড লাভ করেছে। অন্যদিকে মেকানিক্যাল ও অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের জন্য লামডিং ডিভিশন লাভ করেছে শিল্ড। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের জন্য রঙিয়া ডিভিশন এই পুরস্কার লাভ করেছে। কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের জন্য এটি লাভ করেছে তিনসুকিয়া ডিভিশন, অন্যদিকে অ্যাকাউন্টস, সিকিউরিটি ও স্টোর ডিপার্টমেন্টের জন্য কাটিহার ডিভিশন লাভ করেছে এফিসিয়েন্সি শিল্ড। সিগনাল ও টেলিকম ও সেফটি ডিপার্টমেন্টের জন্য শিল্ড পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। বিগত অর্থবর্ষের সময় সর্বাঙ্গিন কর্মপ্রদর্শনের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ও তিনসুকিয় ডিভিশন যৌথভাবে লাভ করেছে সামগ্রিক এফিসিয়েন্সি শিল্ড। এগুলির পাশাপাশি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও ওয়ার্কশপকে এফিসিয়েন্সি শিল্ড দেওয়া হয়েছে। রাজভাষা, রেলওয়ে ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্রীড়া ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্যকলাপে জড়িত থাকার জন্য রেলওয়ে আধিকারিকদের বিগত বর্ষে তাঁদের চমৎকার প্রদর্শনের জন্য সম্মান জানানো হয়।

NOTICE INVITING e-QUOTATION

NIT No. 20 of 2023-24/PO/BCW/JAL for Supply of iron cots & automated incinerators at Ekalvya Model Residential School, Nagrakata in the district of Jalpaiguri. For Details, please visit the office of the undersigned on any working day or log-on to www.wbtenders.gov.in.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

TENDER NOTICE

Sankarhati-II Gram Panchayat, Howrah, N.I.T MEMO NO. SANK-II/688-692 & 701-704/2023- 24, Date: 21/02/2024, Last date of Tender droping: 29/02/24 at 3.00PM, Date of opening of Bids: 02/03/24 at 4:00 PM. Details Contact: wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Sankarhati-II Gram Panchayet
Krishnendapur, Munshirhat, Howarh

Panchra Gram Panchayat
Panchra, Purba Bardhaman
Tender Reference/ e-NIT No.:- 55/PGP/2024, Dt-21/02/2024(01)
Nos of schemes are hereby invited.
Details may be seen in the website
https://wbtenders.gov.in/

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT

NIeT No: WB/MSD/NIMTITA/23/2023-24 & WB/MSD/NIMTITA/24/2023-24, Vide Memo No-55/NGP/2024 & 56/NGP/2024 dated-21.02.2024. Last date of submission of tender- 02.03.2024 up to 10.00 AM. Technical Bid Opening- 04.03.2024 at 11.00 AM. For Details see office notice board or visit website: http://wbtenders.gov.in

Sd/- Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayat

Office of the
Manguria Lalpur Gram Panchayat
Vill-Lalpur, PO-Daldali, Dist-Purulia(WB), Pin-723101
Notice Inviting E-Tender No. 04/MLGP/2023-24, Memo No-16/MLGP, Date- 21.02.2024

e-Tender is invited by the Pradhan, Manguria-Lalpur GP. For details please visit wbetenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Manguria Lalpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৬৬, তারিখ ঃ ২০.০২.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৮৩। কাজের নাম ঃ** তিলভিটা স্টেশনে নতুন এফওবি (৬ মি চওড়া)-র ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৯৭,৯৫৯ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (বায়না অর্থ জমা) ঃ** ১০,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৮৪। কাজের নাম ঃ** রাজগ্রাম স্টেশনে নতুন এফওবি (৬ মি চওড়া)-র ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,২৩,৭২৭ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (বায়না অর্থ জমা) ঃ** ৮,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১১.০৩.২০২৪** তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-503/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এন-২০২৩-কে-৪৫, তারিখ ঃ ১৪-০২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নংঃ এন-২০২৩-কে-৪৫; কাজের নাম ঃ** ডিইএন/লাইন/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে এলসি নং. এনসি-৩১ এবং এনসি-৩২-এর একত্রীকরণের মাধ্যমে এলসি নং. এনসি-৩২ নির্মূলের জন্য সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৯০,৬১০.২৭ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪৩,৮০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-০৩-২০২৪ তারিখে ১৫:০০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৩-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্ট পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No. 19 of 2023-24/PO/BCW/JAL(SI. No.5)(2 nd Call) for one (01) no. of work within the district of Jalpaiguri. For Details, please visit the office of the undersigned on any working day or log-on to www.wbtenders.gov.in.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

Government of West Bengal
Office Of The Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender Serial No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	eN.I.T 38/EO of 2023-24	2024_ZPHD_671345	01 to 10	28/02/2024	1/3/2024

Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in

NOTICE INVITING e-TENDER: 298/GGP/2023-24, Date: 19/02/2024

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 11(Eleven)Nos. different works. Fund:- CFC BG(Tied).

NOTICE INVITING e-TENDER: 299/GGP/2023-24, Date: 19/02/2024

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 2(Two)Nos. different works. Fund: 5 th SFC (Untied). Last date of submission of Bid(online): 29-02-2024 10.00am. Bid Opening Date(Technical): 02-03-2024 at 10:00 am. For further details please visit website https://wbtenders.gov.in. or visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist-Hooghly

Notice inviting Tender no: NIT NO: 283/NGP/2024, dated: 19/02/2024 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 19/02/2024. Last date of submission of Tender: 26/02/2024. Date of Opening of Tender: 29/02/ 2024. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-**P-I/07/257/XVFC/EO/2023-24**, **Dated-19/02/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_669615_1** has been floated Up gradation of holiday home at kobla imder Srirampur GP Fund-15th F.C. 2. Re e-Tender Reference No-**P-I/08/258/BEUP/EO/2023-24, Dated-19/02/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_669949_1 to 3** has been floated Construction of Open Stage at Dakshinbati under Samudragarh Gram fund BEUP. Development of Pavement at Golahat Gram under Jahannagar fund BEUP. Development of Pavement from Sardanga PMGSY Road to Haripur Adibasipara under Dogachia Fund BEUP. 3.e-Tender Reference No-**P-I/09/263/BEUP/EO/2023-24, Dated-21/02/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_671595_1 to 4** has been floated Construction of Waiting Shed in front of Nasratpur Sidhyapara Jame Mosque fund BEUP. Construction of Waiting Shed in front of Hematpur Barwari Mandir GP Srirampur fund BEUP. Construction of Waiting Shed in front of Raksha Kali Mandir of Moshagoria (Satgachia) fund BEUP. Construction of Dining Hall with kitchen shed at Vidyanagar G.D. Vidyamandir fund State fund. Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE SUTIA GRAM PANCHAYAT
SUTIA BARASAT, GAIGHATA DEV BLOCK, NORTH 24 PARGANAS
NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tender are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the Work against NIT No- SUTIA/E-20/15th FC (Tied)/2023- 24 (Sl-1 to 6) & SUTIA/E-21/15th FC (Untied)/2023-24 (Sl-1 to 6) Published Date- 20.02.2024. For the works under 15 th FC Grant. Last Date of Submission of Bid till 28-02-2024 upto 04:00 PM and Opening on 01-03-2024 04:30 PM. For any others information about the NIT Please Visit in Office Notice Board during working hours or visit www.wbtenders.gov.in.

আইসিসি ক্রমতালিকায় বিশাল লাফ যশস্বী জয়সওয়ালের

দুবাই, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ বিশাখাপত্তনমে ডাবল সেঞ্চুরি। এরপর রাজকোটেও। ভারতের তরুণ বাঁ হাতি ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল একের পর এক অনবদ্য ইনিংস খেলছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২-১ এগিয়ে রয়েছে ভারত। হায়দরাবাদ টেস্টে হার দিয়ে সিরিজ শুরু হয়েছিল ভারতের। সেই ম্যাচেও বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন যশস্বী। দল হারলে তার কোনও দাম থাকে না। গত দুই টেস্টে যশস্বী ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, দলও জিতেছে। এ বার আইসিসি ক্রমতালিকাতেও বিশাল পুরস্কার পেলেন যশস্বী। রাজকোটে ৪৩৪ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে ভারত। রানের নিরিখে এটিই ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। প্রথম ইনিংসে অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং রবীন্দ্র জাডেজা সেঞ্চুরি করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি যশস্বীর। আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪ ধাপ উন্নতি হয়েছে বাঁ হাতি ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের। ক্রমতালিকায় ১৫ নম্বরে রয়েছেন তিনি।

ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় প্রথম ১৫-তে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে রয়েছেন বিরাট কোহলি (সপ্তম), রোহিত শর্মা (দ্বাদশ), ঋষভ পন্থ (১৪) এবং যশস্বী জয়সওয়াল (১৫)। শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে পাওয়া যায়নি বিরাট কোহলিকে। তিনি খেললে এবং ভালো পারফর্ম করলে র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে প্রথম দশে রয়েছেন একমাত্র বিরাট কোহলিই। বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের পেসার জসপ্রীত বুমরা। তবে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিন। রাঁচি টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বুমরাকে। র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অশ্বিনের (৮৩৯) কাছে সুযোগ রয়েছে বুমরার (৮৭৬) সঙ্গে গ্যাপ কিছুটা কমিয়ে নেওয়া। বোলারদের মধ্যে প্রথম দশে রয়েছেন ভারতের আর এক স্পিনার রবীন্দ্র জাডেজা। তিন ধাপ উঠে ষষ্ঠ স্থানে জাড্ডু।

বুমরাকে ছুটি, রাঁচি টেস্টেও নেই রাহুল

মুম্বই, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ মোটামুটি জানাই ছিল। তা-ই হল। মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। রাঁচিতে খেলতে দেখা যাবে না জসপ্রীত বুমরাকে। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তবে চোটের কালো ছায়া থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি ভারতীয় টিম। রোহিত শর্মার টিমের কাছে ফের ধাক্কা, লোকেশ রাহুল চতুর্থ টেস্টেও নেই। যা পরিস্থিতি, তাতে তাঁকে ধরমশালায় পঞ্চম টেস্টে খেলানো হবে কিনা, তা নিয়েও সংশয় আছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে টিম ম্যানেজমেন্ট কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ। ভারতীয় টিমের ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে এখন জোর দেওয়া হয়েছে। যাতে চোট-আঘাত এড়িয়ে যাওয়া যায়। সেই থিওরি মেনেই এর আগে মহম্মদ সিরাজকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বিশ্রাম পেয়েছেন মুকেশ কুমারও। এ বার বুমরা ছুটি পেলেন। গতকালই তাঁকে টিম থেকে রিলিজ করা হয়েছে। বুমরা রাজকোট থেকে আমেদাবাদ চলে গিয়েছেন। বোর্ডের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বুমরাকে চতুর্থ টেস্টের টিম থেকে রিলিজ করা হয়েছে। দীর্ঘ সিরিজের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বুমরা প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে।' এই সিরিজে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন বুমরা। সব মিলিয়ে ১৯

উইকেট নিয়েছেন। রাঁচিতে ভারত যদি সিরিজ ৩-১ করে ফেলে, তা হলে ধরমশালাতেও তিনি খেলবেন না। যদি সিরিজে সমতা ফেরায় বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড, তা হলে ধরমশালাতে ফেরানো হতে পারে। টিমের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাংলার পেসার মুকেশ কুমার। চতুর্থ টেস্টেও রাহুলের ছিটকে যাওয়া নিয়ে খুব একটা চিন্তায় নেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় বরং সময় দিতে চান তাঁকে। সামনে আইপিএল। তার উপর ভিত্তি করেই বাছা হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিম। ফলে পুরো ফিট হয়ে যদি আইপিএল খেলতে না পারেন, তা হলে সমস্যা হতে পারে ভারতের। আশা করা হচ্ছে, এক-দেড় সপ্তাহের মধ্যে ফিট হয়ে যাবেন রাহুল। তিনি না থাকায় রাঁচিতে ব্যাটিং লাইনআপে খুব একটা বদল হবে না। রাজকোটে চরম ব্যর্থ রজত পাতিদার হয়তো আরও একটা সুযোগ পেতে পারেন।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে বিরাট মন্তব্য সৌরভের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে বিরাট মন্তব্য প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। ব্যক্তিগত কারণে নেই বিরাট কোহলি, প্রথম টেস্টের পরই চোটে ছিটকে গিয়েছেন লোকেশ রাহুল। শ্রেয়স আইয়ারও নেই। ব্যাটিং আক্রমণে তারুণ্যের আধিপত্য। তারপরও যে ভাবে গত দুটি টেস্টে পারফর্ম করেছে ভারত, তাতে একটুও অবাক নন প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তরুণদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সৌরভ বলছেন, ''ভারত এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল, অশ্বিন মাঝপথে বাড়ি ফিরলেও বিচলিত হয়নি টিম। ভারতীয় দলের গভীরতা অনেক।'' তরুণ ক্রিকেটারদের সকলেরই কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। রাজকোট টেস্টের কথাই ধরা যাক, যশস্বী ডাবল সেঞ্চুরি, শুভমন গিল অল্পের জন্য সেঞ্চুরির কাছ থেকে ফেরেন। অভিষেক টেস্টেই দু-ইনিংসে হাফসেঞ্চুরি সরফরাজ খানের। ধ্রুব জুরেল ব্যাটিংয়েও অবদান রেখেছেন। তেমনই অনবদ্য একটা রানআউট। সৌরভ আরও বলছেন, ''বাজবল ভালো, তবে ভারতের মাটিতে বাজবলের সাফল্য কঠিন। ভারত সিরিজ হারলেই বরং আমি অবাক হব। ভুললে চলবে না, ভারত কিন্তু বিরাট, রাহুলদের ছাড়াই খেলছে। একঝাঁক তরুণ মুখ। এরপরও ইংল্যান্ড প্রবল চাপে রয়েছে।''

আত্মহত্যা বান্ধবীর, আইপিএল-এর তারকা ক্রিকেটারকে সমন পাঠাল পুলিশ

সুরাট, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ ২৮ বছরের নামী মডেল তানিয়া সিং আত্মহত্যা করেছেন সোমবার। সুরাটের এই ঘটনা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছে। রাজস্থানের মেয়ে হলেও সুরাটের ভেসুতে হ্যাপি এলিগ্যান্সে থাকতেন ওই মডেল। সোমবার তাঁর ফ্ল্যাট থেকে তানিয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে, তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে ভেসুর পুলিশ। ফোন কল খতিয়ে দেখতে গিয়েই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এক তরুণ ক্রিকেটারের কথা জানতে পেরেছে। সেই অভিষেক শর্মাকেই এ বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাল ভেসু পুলিশ। পুলিশের সন্দেহ, প্রণয় ঘটিত কোনও ব্যাপার থাকতে পারে তানিয়ার এই আত্মহত্যার পিছনে। তদন্তে নেমেই ফোন কল খতিয়ে দেখা হয়েছে। সেই অনুযায়ী পাঁচজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে অভিষেকের নামও। যদিও ফোন কলে দেখা গিয়েছে, সম্প্রতি অভিষেকের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না তানিয়ার। তাও অভিষেককে ডাকার পিছনে কারণ, তিনি তদন্তে সাহায্য করতে পারেন পুলিশকে। ভেসুর পুলিশ তো বটেই, এ নিয়ে মুখ খোলেননি অভিষেকও। হায়দরাবাদ টিমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার অভিষেক। টিমের হয়ে ৪৭টা ম্যাচ খেলেছেন। অলরাউন্ডার ক্রিকেটার মোট ৮৯৩ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৩৭.৩৮। রয়েছে চারটে হাফ সেঞ্চুরিও। বাঁ হাতি স্পিনার সঙ্গে নিয়েছেন ৯ উইকেট।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

যেভাবে সমালোচকদের 'মুখ বন্ধ' করে দিলেন হলান্ড

ম্যানচেস্টার, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ হলান্ডের গোলেই মঙ্গলবার ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে আসে ম্যানচেস্টার সিটি। আগের ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর জন্য কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছিল এই স্ট্রাইকারকেই। চেলসির বিপক্ষে সেই ম্যাচে গোলের জন্য ৯টি শট নিয়ে একটিকেও কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় পাঠাতে পারেননি হলান্ড। খুব সহজ একটি সুযোগও তিনি হাতছাড়া করেন। তাতে সংবাদমাধ্যমের সমালোচনার শিকার হতে হচ্ছিল তাকে। কিছুদিন আগে চোট কাটিয় ফেরা ২৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের সাম্প্রতিক ফর্মও খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। লিগের শীর্ষ গোল স্কোরার যদিও তিনিই ছিলেন, তবে এই ম্যাচের আগে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ ৭ ম্যাচে তার গোল ছিল ২টি। ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে সেই হলান্ডের গোলেই জেতার পর সমালোচকদের এক হাত নিলেন কোচ গুয়ার্দিওলা। ''শীর্ষ মানের স্কোরাররা, শীর্ষ স্ট্রাইকাররা অনেক গোল করে থাকে। তাদের সমালোচনা করবেন না। এভাবেই তারা মুখ বন্ধ করিয়ে দেবে। আগে হোক বা পরে, সেখানেই থাকবে সে (হলান্ড)। দুই মাস মাঠের বাইরে ছিল সে, কদিন আগেই তার ঠাকুমাকে হারিয়েছে। একজন মানুষের জন্য এসব সহজ নয় (সামলে নেওয়া)। আমরা এটি নিয়ে কথা বলছিলাম এবং পরে আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ঠাকুমার চলে যাওয়া নিয়ে সে কিছুই বলেনি। ব্রেন্টফোর্ডের মতো এই ধরনের ম্যাচগুলিতে আলিংয়ের মতো কাউকে দরকার হয়।'' এই গোল নিয়ে লিগে হলান্ডের গোল হলো এখন ১৭টি। এই ম্যাচে কেভিন ডে ব্রুইনেকে মাঠে নামাননি গুয়ার্দিওলা। ম্যাচের পর সেটির কারণ ব্যাখ্যা করলেন কোচ। ''আজকে আমরা কেভিনকে কাজে লাগাতে পারিনি, কারণ ওর হ্যামস্ট্রিংয়ে কিছুটা অস্বস্তি ছিল। আমি ঝুঁকি নিতে চাইনি। সে ঠিক আছে এমনিতে, মূলত সতর্কতা হিসেবেই খেলাইনি। সে ভালো অনুভব করছিল না। ৫ মাস পর মাঠে ফিরেছে, আমরা তাই কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি।'' এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই গোলের জন্য হন্যে হয়ে ওঠা সিটি প্রথমার্ধে গোলের উদ্দেশ্যে শট নিয়েছিল ১৭টি। তবে প্রথমার্ধে সেরা সুযোগটা পেয়েছিল ব্রেন্টফোর্ড। কিন্তু ১৫ মিনিটে ফ্রাঙ্ক ওনইয়েকা এদেরসনকে একা পেয়েও শট নেন তাঁর শরীর বরাবর। পরের মিনিটেই ফ্রি কিক থেকে ইভান টনির শট বারে হাওয়া লাগিয়ে চলে যায়। বিরতির আগে একাধিক সুযোগ নষ্ট করেন আলভারেজ। এর মধ্যে ২৫ মিনিটে বক্সে ফাঁকায় বল পেয়েও উড়িয়ে মারেন। ৩৭ মিনিটে অস্কার ববের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন সিটির একাডেমি থেকেই উঠে আসা ব্রেন্টফোর্ড ডিফেন্ডার বেন মি। বাঁ পাশ থেকে বব শট নিয়েছিলেন জালের মাঝ বরাবর। বেন মি ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হলান্ডকে রেখেছিলেন কড়া পাহারায়। ববকে শট নিতে দেখে মি চোখের পলকে দৌড়ে এসে গোললাইন থেকে বল বিপদমুক্ত করেন। ফলে গোল বন্ধ্যাত্বেই শেষ হয় প্রথমার্ধ। তবে বিরতির পর সিটিকে আর দমিয়ে রাখা যায়নি। ৭১ মিনিটে গোল করে আরেকবার দলের ত্রাতা বনে যান হলান্ড। ম্যানচেস্টার সিটির জয়ের পরে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াই এখন জমজমাট। ২৫ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল, সমান ম্যাচে সিটির পয়েন্ট ৫৬, আর্সেনালের ৫৫। একটু পেছনে থেকে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে চারে অ্যাস্টন ভিলা।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

আতলেতিকোকে হারিয়ে এগিয়ে থাকল ইন্টার

মিলান, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ মিলানের সান সিরোয় মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছে সিমোনে ইনজাগির দল। নির্ধারিত সময় শেষের ১১ মিনিট বাকি থাকতে গোলটি করেন আর্নাতোভিচ। এই বছরে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৯ ম্যাচের সবগুলোই জিতল সেরি আর টেবিলে ৯ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে থাকা ইন্টার। এই নিয়ে স্রেফ দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে দেখা হলো ইন্টার ও আতলেতিকোর। যেখানে এখন ১-১ সমতা। দুই দলের আগের একমাত্র সাক্ষাতে ২০১০ সালে উয়েফা সুপার কাপে ২-০ গোলে জিতেছিল আতলেতিকো। প্রথমার্ধে দুই দলই বল দখলে রেখে খেলার চেষ্টা করে। এই সময়ে খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউই। দ্বাদশ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় লা লিগার দল আতলেতিকো। বক্সের ভেতর থেকে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড সামুয়েল লিনোর ডান পায়ের নিচু শট লক্ষ্যে থাকেনি। পরের মিনিটে বক্সে আতলেতিকোর ডিফেন্ডার নাহুয়েল মোলিনার হাত বল লাগলে পেনাল্টির আবেদন করেন ইন্টারের ফুটবলাররা, তবে রেফারির সাড়া মেলেনি। ৩৭তম মিনিটে প্রথম কারও প্রচেষ্টা লক্ষ্যে থাকে। নিকোলো বারেল্লার ক্রসে কাছ থেকে লাউতারো মার্তিনেসের হেড অনায়াসে ঠেকান আতলেতিকোর গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। পরের মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান মার্তিনেজ। তার সামনে ছিল কেবল গোলরক্ষক, কিন্তু বক্সের বাইরে থেকে শট নিতে দেরি করে ফেলেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার, প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে বাইরে যায় বল। বিরতির আগে ২০ গজ দূর থেকে মার্কাস থুরামের নিচু শট সহজেই ঠেকান ওবলাক। প্রথমার্ধে ইন্টার গোলের জন্য আট শটের যে দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে, তার একটি এটি। আতলেতিকোর দুই শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না। প্রথমার্ধে চোট পাওয়া থুরামের জায়গায় দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মাঠে নামার দুই মিনিট পরই সুযোগ পান আর্নাতোভিচ। তবে কাছ থেকে উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন ৩৪ বছর বয়সী অস্ট্রিয়ান ফুটবলার। খানিক পর তার হেডও লক্ষ্যে থাকেনি। হাঁটুর চোট কাটিয়ে ৫৪তম মিনিটে সাউল নিগেসের বদলি নামেন মরসুমে আতলেতিকোর সর্বোচ্চ স্কোরার আলভারো মোরাতা। দুই মিনিট পরই একটি সুযোগ পায় সফরকারীরা। রদ্রিগো দে পলের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে দুরূহ কোণ থেকে বাইরে মারেন লিনো। ৬৩তম মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন আর্নাতোভিচ। মার্তিনেসকে পাস দিয়ে তিনি বক্সের ভেতরে ঢুকে পড়েন। সতীর্থের ফিরতি পাস পেয়ে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে উড়িয়ে মারেন তিনি। অবশেষে ৭৯তম মিনিটে গোলের দেখা পায় ইন্টার। বল ধরে বক্সে ঢুকে মার্তিনেজের নেওয়া শট এগিয়ে এসে ঠেকিয়ে দেন ওবলাক। ফিরতি বলে দুরূহ কোণ থেকে বাঁ পায়ে নিচু শট নেন আর্নাতোভিচ, গোললাইনে বল লিনোর পায়ে লেগে জালে জড়ায়। শেষ দিকে সমতা ফেরানোর সুযোগ পান মোরাতা, কিন্তু স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের হেড লক্ষ্যে থাকেনি। পুরো ম্যাচে গোলের জন্য আতলেতিকোর ৭ শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না। ইন্টারের ১৯ শটের ৫টি লক্ষ্যে ছিল। ব্যবধান বড় নয়, আতলেতিকোর তাই এখনও ভালো সুযোগ আছে।

ফের কলকাতায় আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী দলের সদস্য, ফুটবল সেন্টারের উদ্বোধন করবেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ এর আগেও কলকাতায় এসেছেন। তবে সেটা প্রায় এক যুগ আগে। ফের কলকাতায় আসছেন আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার। এ বার নামের পাশে বিশ্বজয়ী তকমা। কাতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা। সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। আর্জেন্টিনার আর এক বিশ্বজয়ী ফুটবলার তথা কাতার বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ কলকাতায় ঘুরে গিয়েছেন। লিও মেসি, মার্টিনেজদের সতীর্থ ডি মারিয়া আসছেন কলকাতায়। রিষড়ায় একটি ফুটবল সেন্টারের উদ্বোধন করবেন ডি মারিয়া। এমি মার্টিনেজকে কলকাতায় আনার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। তিনিই আনছেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াকে। অতীতে বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তি বেবেতো, হিগুয়েতা, দুঙ্গা, কাফুদের কলকাতায় এনেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিশ্ব ফুটবলের সম্রাট পেলে এবং রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনাকেও এনেছেন। গত অক্টোবরে এসেছিলেন ব্রাজিলের আর এক কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো। এ বার শতদ্রু দত্তর উদ্যোগেই কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। রিষড়ায় একটি হাই পারফরম্যান্স সেন্টার উদ্বোধন করবেন ডি মারিয়া। শতদ্রু দত্ত সে বিষয়েই কথা বলতে গিয়েছেন আর্জেন্টিনার রোজারিওতে। এই শহর লিও মেসির জন্যও পরিচিত। এখনও অবধি যা পরিকল্পনা, দেড় দিনের সফরে বাংলায় আসবেন ডি মারিয়া। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সফরেও কিছুক্ষণের জন্য যাওয়ার কথা। ডি মারিয়ার এই সফরের উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত রোজারিও থেকে বলেছেন, ''রিষড়ায় একটি হাইপারফরম্যান্স সেন্টার গড়েছি। সেটি উদ্বোধন করবেন ডি মারিয়া। প্রায় ১০ হাজার বর্গফুট জুড়ে এই হাইপারফরম্যান্স সেন্টার। অত্যাধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। ইতিমধ্যেই ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকজন কোচের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তাঁরা নতুন প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবেন।'' হাতে গোনা কয়েকজনই এই হাইপারফরম্যান্স সেন্টারে ফুটবল শিক্ষার সুযোগ পাবে। এর মধ্যে রয়েছে শতদ্রু দত্তর পুত্র দিয়েগো।

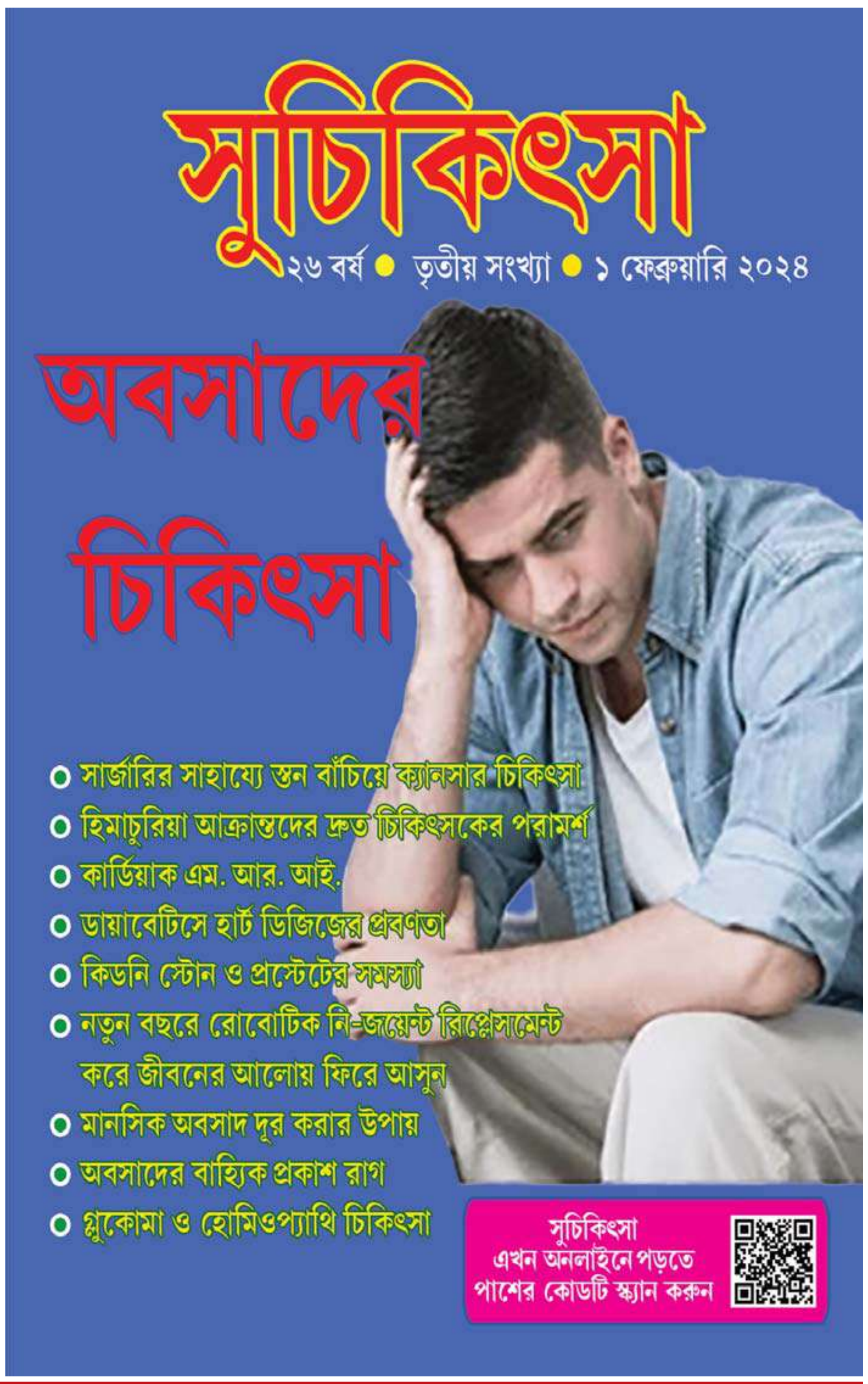

মেসির অষ্টম ব্যালন ডি'অর ট্রফিও থাকবে বার্সেলোনার জাদুঘরে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বার্সেলোনায় ২১ বছর কেটেছে লিওনেল মেসির। ২০২১ সালে ছেড়ে যাওয়ার সময়ও চোখের জলে ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন ক্লাবটির প্রতি। শুধু কী তা-ই, ক্যারিয়ারে জেতা প্রথম ৭টি ব্যালন ডি'অর ট্রফি রেখেছেন বার্সেলোনার জাদুঘরে। তাহলে ৮ম ট্রফিটি পড়ে রইবে কেন? সেটাও না হয় রাখা হোক বাকি সাতটির পাশে। সম্ভবত সেটাই হতে যাচ্ছে। বার্সেলোনা শহরের কাতালান ভাষার সংবাদমাধ্যম 'ই-নোটিসিয়েস' জানিয়েছে, নিজের জেতা অষ্টম ব্যালন ডি'অর ট্রফিটিও বার্সেলোনার জাদুঘরে রাখবেন মেসি। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ৪৪টি ট্রফি জেতা মেসি পেশাদার ফুটবলে সর্বোচ্চসংখ্যক শিরোপাজয়ী। এর বাইরে ব্যক্তিগত ট্রফি জিতেছেন অসংখ্য। ৩৬ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি সামনে নিশ্চয়ই জিতবেন আরও। ই-নোটিসিয়েসের বার্সেলোনা ক্লাবভিত্তিক সংবাদকর্মী মিকুয়েল ব্লাজকুয়েজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ এই নিয়ে একটি পোস্ট করেন। তাঁর দাবি, মেসি এরই মধ্যে ৮ম ব্যালন ডি'অর ট্রফিটি বার্সেলোনা জাদুঘরে দিয়ে দিয়েছেন। তবে অন্য কোনও সংবাদমাধ্যম তা নিশ্চিত করতে পারেনি। ব্লাজকুয়েজ লিখেছেন, 'লিওনেল মেসি তাঁর অষ্টম ব্যালন ডি'অর ট্রফি বার্সেলোনা জাদুঘরে দিয়ে দিয়েছেন। এই ট্রফি মেসি বার্সেলোনার খেলোয়াড় হিসেবে জেতেননি। বাকি সাতটি ট্রফির পাশে যেন এ ট্রফিও শোভা পায়, সেই ভাবনা থেকে এটা দিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা।' প্যারিসের দু শাতলে থিয়েটারে গত ৩১ অক্টোবর ক্যারিয়ারের ৮ম ব্যালন ডি'অর ট্রফি জেতেন মেসি। ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ড ও পিএসজির কিলিয়ান এমবাপের মতো তারকাদের পেছনে ফেলে বর্ষসেরার এই পুরস্কার জেতেন মেসি। ফুটবল-ইতিহাসে তাঁর চেয়ে বেশি ব্যালন ডি'অর আর কেউ জিততে পারেননি। ক্যারিয়ারের প্রথম সাতটি ব্যালন ডি'অর ট্রফি বার্সায় থাকতে জিতেছেন মেসি। ২০২১ সালে বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দিয়ে গত বছরের ৭ জুন আবারও ঠিকানা পাল্টানোর ঘোষণা করেন তিনি। পরবর্তী গন্তব্য হয় যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামি। ২১ জুলাই লিগস কাপ দিয়ে মায়ামির হয়ে তাঁর অভিষেক এবং পরে এই টুর্নামেন্টের শিরোপাও জিতেছেন। তবে মেসির ৮ম ব্যালন ডি'অর জয়ের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় প্রভাবক ছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বরে কাতারে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো। বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছিলেন। ফুটবল ক্যারিয়ারে জেতার মতো সব শিরোপাই জিতেছেন মেসি। তবে বার্সেলোনাতেই তাঁর কিংবদন্তি হিসেবে উত্থান, পূর্ণতা আর্জেন্টিনার জার্সিতে। এর আগে মেসি একবার বলেছিলেন, 'আমার যা কিছু সবই বার্সেলোনায়, তাদের জাদুঘরে-ব্যালন ডি'র, গোল্ডেন বুট, সবকিছুই।'

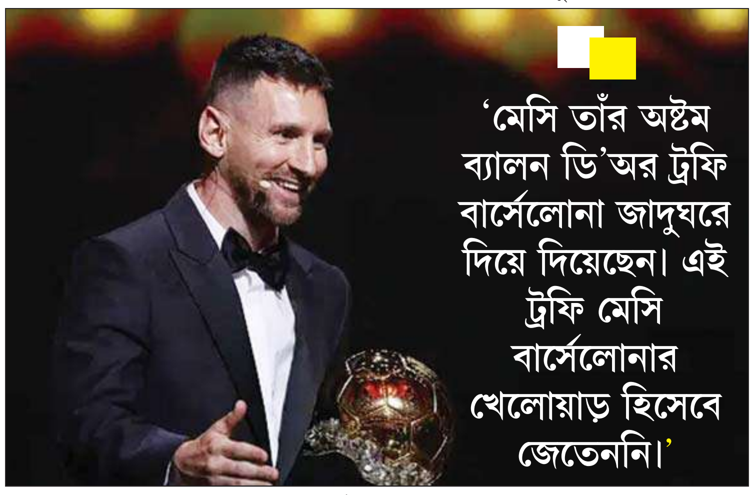

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com